গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস

ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রণীত।

হুগলী

বুধোদয় যন্ত্রে

শ্রীকাশীনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

(পুরাবৃত্তসার হইতে)

সপ্তদশবার মুদ্রিত।

সন ১৩০১ সাল।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র

প্রথম বারের বিজ্ঞাপন।

(পুরাবৃত্তসার।)

বাঙ্গালা ভাষায় ইতিহাস গ্রন্থ অধিক নাই। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালা বিদ্যালয় স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত মনুষ্য-জাতির প্রকৃত ইতিবৃত্তের বিষয়ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনীয় বোধ হয়। ঐ প্রয়োজন সাধন করিবার অভিলাষে নানা ইংরাজী পুস্তক হইতে 'পুরাবৃত্তসার' সঙ্কলিত হইল। পশ্চিমে মিশরদেশ হইতে পূর্ব্ব দিকে পারস্য সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত নানা জনপদবাসী কতিপয় প্রধান প্রধান প্রাচীন জাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব্ব-বিবরণ সমুদায় সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করা, আর মনুষ্য-সমাজ যে নিয়ত পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্ত্তনশীল, ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যায়িত করা, ইহাই এই খণ্ডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্যসাধনে যে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছি, কদাচিৎ ভ্রমক্রমেও এমত দুরাশা সঞ্চিত করি নাই।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাঙ্গালা দক্ষিণ খণ্ডের বিদ্যালয়সমূহের অফিসিয়েটিং ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত হ্যাণ্ড সাহেবের বিশেষ যত্নে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে দেওয়া হয়, এবং ইহার মুদ্রণ কালে হুগলী নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার শোধনার্থ বিশিষ্ট সহায়তা করেন।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

পুরাবৃত্তসারের কোন কোন অংশ দুরূহ বোধ হওয়ায় এবারে সেই সকল অংশ পরিত্যাগ এবং গ্রীকজাতির বিবরণ নূতন সংযুক্ত করিয়া ইহা পুনর্মুদ্রিত করা গেল।

পঞ্চম বারের বিজ্ঞাপন।

রোমক জাতির বিবরণ সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল॥

নবম বারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় প্রতি অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন কথার এবং নূতন নূতন বিষয় লইয়া কয়েকটী নূতন অধ্যায়ের সংযোগ করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দশম বারের বিজ্ঞাপন।

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন এবং তৃতীয় প্রকরণে একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

দ্বাদশ বারের বিজ্ঞাপন।

এবারে পুরাবৃত্তসারের মূল্য বার আনা হইতে ন্যূন করিয়া আট আনা করা গেল।

ত্রয়োদশ বারের বিজ্ঞাপন।

স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া এবং পঞ্চম প্রকরণে একটী নূতন অধ্যায় সংযুক্ত করিয়া পুরাবৃত্তসার পুনর্মুদ্রিত হইল।

পঞ্চদশ বারের বিজ্ঞাপন।

পুরাবৃত্তসার হইতে গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস ভাগই বিশেষরূপে বিদ্যালয় সকলে পঠিত হয় দেখিয়া ঐ দুইটী ইতিহাস এইবারে স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রিত করা গেল এবং পুস্তকের মূল্যও ন্যূন করা গেল।

গ্রীক জাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[গ্রীস দেশের প্রকৃতি এবং প্রদেশ বিভাগ।]

গ্রীস একটি প্রায়োদ্বীপ। উহা ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্ব দিকে যে সমুদ্র শাখা আছে, তাহার নাম 'ইজিয়ান' সাগর এবং পশ্চিম দিকে যে সমুদ্র শাখা আছে তাহার নাম 'আইওনিয়ান' সাগর। গ্রীস দেশটি পর্ব্বতময়। সেই সকল পর্ব্বতের কোন কোন শৃঙ্গ এমত উচ্চ যে, তাহাদিগের শিখরদেশ চিরনীহারে মণ্ডিত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের দ্রোণীভূমি সমুদায় অতিশয় উর্ব্বরা এবং সর্ব্ব স্থানেরই জল বায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। গ্রীসের উপকূল ভাগে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর-শাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে দেশটি বণিগবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত এবং সাগর শাখাসমূহ কর্ত্তৃক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভাজিত হওয়াতে গ্রীস দেশ অতি পূর্ব্ব কালাবধি নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণ ভাগ 'পিলোপনিসসের' মধ্যে সাতটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। উহাদিগের নাম 'করিন্থ' 'আর্গলিস' 'লেকোনিয়া' 'মেসিনা' 'ইলিস' 'আর্কেডিয়া' ও 'একেয়া'। মধ্য গ্রীসের মধ্যেও আটটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। তাহাদিগের নাম 'মিগারিস্' 'আটিকা' 'বিওসিয়া' 'ফোসিস্' 'লোক্রিস্' 'ডোরিস্' 'ইটোলিয়া' এবং 'আকার্ণানিয়া'। উত্তর গ্রীস 'থেসালি' 'ইপাইরস্' এবং 'মাসিডোনিয়া' এই প্রদেশত্রয়ে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে 'মাসিডোনিয়া' প্রদেশ প্রথমে গ্রীসের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত না।

আসল গ্রীস দেশ এইরূপে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত গ্রীসের উভয় উপকূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাও পূর্ব্বকালে গ্রীসের অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে 'রোড্স' 'সাইপ্রাস' 'সাইক্লেডিস্ পুঞ্জ' 'কিফালোনিয়া' 'সিথিয়া' 'ক্রীট' 'কর্সাইরা' প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপ, অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রীকেরা সামুদ্রিক বাণিজ্য বিস্তার সহকারে অনেকানেক দূরদেশেও অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিল। বিশেষতঃ 'এসিয়ামাইনরে', 'সিসিলি' দ্বীপে, 'ইটালির' দক্ষিণভাগে এবং মিসরের বায়ুকোণে ইহাদিগের কতিপয় অতি প্রসিদ্ধ উপনিবেশ ছিল।

গ্রীস এইরূপ নানা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হওয়াতে ইহার ইতিহাসও বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া আছে। ঐ সকল জনপদনিবাসিগণ এক ধর্ম্মাক্রান্ত, এক বর্ণোদ্ভব এবং প্রায় সকলেই এক ভাষা ভাষী হইয়াও আপনারা সকলে যে এক জাতি তাহা প্রথমে স্বীকার করিত না। এমন কি, উহারা আপনাদিগের সমুদায় দেশটীর কোন একটী সাধারণ নাম প্রদান করে নাই। কিন্তু ক্রমে যখন উহাদিগের অধিকতর সম্মিলন হইল, তখন উহারা আপনাদিগকে 'হেলেনীয়' এবং স্বদেশকে 'হেলাস্' নামে অভিহিত করে। 'রোমীয়েরা' প্রথমে এই দেশকে গ্রীস বলে, তদনুকরণে বর্ত্তমান ইউরোপীয় লোকেরাও ইহাকে গ্রীস বলিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[প্রাচীন গ্রীসের বিবরণ—পৌরাণিক বৃত্তান্ত—হরকুলিস্]

[থিসিউস্—কলকিস্ এবং ট্রয়ের যুদ্ধ যাত্রা।]

খৃষ্টের ১৮০০ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে গ্রীস দেশের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই কালের প্রথম ৯০ বর্ষের ইতিহাস যদিও সম্পূর্ণরূপে অলীক না হয়, তথাপি উহা যে নানা অদ্ভুত উপাখ্যানে পরিপূর্ণ তাহার সংশয় নাই। ঐ ভাগ গ্রীকদিগের কাব্যেতিহাস।

উক্ত ইতিহাসের মতে গ্রীসের প্রাচীন অধিবাসিগণ 'পিলাস্‌জী' নামে আখ্যাত ছিল। ইহারা নিতান্ত অসভ্যাবস্থ ছিল, পর্ব্বত-গুহা মধ্যে বাস করিত, মৃগয়া-লব্ধমাংসে উদরপূর্ত্তি করিত, এবং পশুচর্ম্মের অঙ্গাবরণ প্রস্তুত করিয়া কথঞ্চিৎ শীতাতপ এবং লজ্জানিবারণ করিত। এইরূপে বহুকাল গত হইলে মিশর হইতে 'য়ুরেনস' নামা কোন মিসরীয় রাজপুত্র গ্রীসে আসিয়া তথায় সভ্যতার বীজবপন করিলেন। তিনি 'টাইটান' নামক নিজ পুত্রগণকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়েন। কিন্তু টাইটান-দিগের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ 'সাটরন' সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, পাছে আপনিও নিজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক সেইরূপে অবমানিত হয়েন, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে জাতমাত্র বধ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহার 'যুপিটর' নামক একটি পুত্র জন্মিল। যুপিটর নিজ মাতা কর্ত্তৃক ক্রীট দ্বীপে নীত হইয়া রক্ষাপ্রাপ্ত হয়েন। তিনি তথায় প্রাপ্ত বয়স্ক হইয়া পুনর্ব্বার গ্রীসে প্রত্যাগমন করিলেন এবং অতি শীঘ্রই নিজ পিতা ও তৎপক্ষীয় টাইটানদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইলেন। কিন্তু যুপিটর সমুদায় রাজ্য একাকী গ্রহণ করেন নাই। তিনি 'নেপচুন' এবং 'প্লুটো' নামক সোদরদ্বয়ের সহিত সমুদায় রাজ্য বিভাগ করিয়া অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতা সহকারে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন।

এই পৌরাণিক বিবরণের যে কত ভাগ ঐতিহাসিক তাহা এক্ষণে নিশ্চয় করা যায় না। 'সাটরন' 'যুপিটর'

প্রভৃতি যাঁহাদিগের নাম উল্লিখিত হইল, গ্রীসে তাঁহারা সকলেই দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন। তৎসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত বিবরণ যে রূপকালঙ্কারে বিভূষিত, তাহারও সন্দেহ নাই। 'সাটরন' দেব বাস্তবিক কালের প্রতিরূপ। যেমন কাল যাহা আপনি উৎপাদন করে, আবার আপনিই তাহার ধ্বংস করিয়া থাকে, সেইরূপ সাটরনও নিজ সন্ততিগণকে বিনাশ করিতেন। অতএব উক্ত বিবরণের যদিও কোন ঐতিহাসিক মূল থাকে, তাহা যে অতি গূঢ়, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

এসিয়া হইতে কোন অনির্ণেয় বহু প্রাচীনকালে 'হেলেনীয়' নামে এক জাতি আসিয়া গ্রীসের পূর্ব্ব নিবাসী 'পিলাসজীয়'দিগকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের অনেককে বিনষ্ট এবং নির্ব্বাসিত করে। আর কতকগুলি 'পিলাসজীয়' উহাদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। হেলেনীয়েরা তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। সেই তিন ভাগের মূল ভাষা একই ছিল। কিন্তু অবান্তর ভেদে তাহার নাম ভেদ হইয়াছিল। এক প্রকার হেলেনীয় ভাষার নাম 'ইয়োলীয়', দ্বিতীয় প্রকারের নাম 'ডোরীয়' এবং তৃতীয় প্রকারের নাম 'আইয়োনীয়'।

হেলেনীয়দিগের আগমনের বহুকাল পরে ১৮৫৬ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ইনাকস্' নামা এক ব্যক্তি 'ফিনিকিয়া' হইতে আসিয়া 'আর্গস' নামে একটী নগর সংস্থাপিত করেন। ইহার প্রায় ৩০০ বৎসর পরে, ১৫৫০ পূঃ খৃঃ অব্দে 'সিক্রপ্স' নামে এক জন 'মিসরীয়' রাজপুত্র 'আটিকা' প্রদেশে

উপস্থিত হইয়া তথায় 'এথেন্স' নগর স্থাপিত করেন। ১৫২০ পূঃ খৃঃ অব্দে ফিনিকস্ নামক কোন মহাত্মা 'করিন্থ' নগরীর মূল পত্তন করেন। 'কাডমস্' নামে আর এক ব্যক্তি ১৪৯৩ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ফিনিকিয়া' হইতে আসিয়া 'বিওসিয়া' প্রদেশে 'থিব্স্' নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই সময়ে 'লিলেক্স' নামক এক ব্যক্তি মিসর হইতে আসিয়া 'লেকোনিয়া' প্রদেশে 'স্পার্টা' নগরের পত্তনারম্ভ করিয়া যান। ১৪৮৫ পূঃ খৃঃ অব্দে 'ডানায়স্' নামে আর এক জন মিসরীয় রাজা গ্রীসে আসিয়া 'আর্গস্' নগরে অবস্থান প্রাপ্ত হয়েন।

১৩৫০ পূঃ খৃঃ 'ফ্রিজিয়া' দেশের অধিপতি 'পিলপ্স' গ্রীসে আইসেন। তিনি এবং তাঁহার বংশীয়েরা ক্রমে ক্রমে এমত প্রবল হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের দ্বারা গ্রীসের প্রায় সকল প্রদেশই অধিকৃত হয়। বোধ হয়, তজ্জন্য গ্রীসের সমুদায় দক্ষিণ ভাগ 'পিলপ্সের' নামানুসারে 'পিলপনিসস্' নামে আখ্যাত হইয়াছিল।

'পিলপ্সের' বংশে জগদ্বিখ্যাত 'হরকুলিস্' নামক মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, 'মাইসিনি' নগরাধিপের কন্যা 'আল্কমীনার' সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া দেবরাজ 'যুপিটর' তাঁহাকে হরণ করেন। তাঁহারই গর্ভে যুপিটরের ঔরসে হরকুলিসের জন্ম হয়। কিন্তু যুপিটরের পত্নী যুনো দেবী নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া সেই সপত্নীসন্তানের প্রাণ বিনাশার্থ দুইটি অজগর সর্প প্রেরণ করেন। হর্কুলিস সূতিকাগারেই সর্পদ্বয়কে নিধন

করিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি এক পরাক্রান্ত সিংহকে মল্লযুদ্ধে বিনাশ করেন, এক বহুশীর্ষ ভয়ঙ্কর বিষধরকে সংহার করেন, এবং এক অতি অপরিষ্কৃত পূতিগন্ধ পূর্ণ পীড়াকর স্থানে নদীমুখ নির্ম্মুক্ত করিয়া দিয়া তৎসমুদায় পরিষ্কৃত করেন। এইরূপে বিবিধ প্রকারে লোকসাধারণের হিতসাধন ও দিগ্বিজয় করিয়া পরিশেষে সস্ত্রীক স্বদেশে আগমন করিলে পর, তাঁহার পত্নী তাঁহাকে স্ববশীভূত করণাভিপ্রায়ে এমত একটী বিষাক্ত অঙ্গাভরণ পরিধান করিতে দেন যে, তদ্ধারণে নিতান্ত যন্ত্রণাযুক্ত ও অধীর হইয়া 'হরকুলিস' জ্বলন্ত চিতারোহণপূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন। যুপিটর দেব তৎক্ষণাৎ দিব্য রথ প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান।

থিসিউস্ গ্রীসের আর একটী প্রসিদ্ধ মহাবীর। ইনি এথেন্স রাজ ইজিউসের পুত্র ছিলেন। কোন সময়ে এথেন্সবাসীরা ক্রীটরাজ মাইনসের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই অবধি এথেনীয়দিগকে বর্ষে বর্ষে সাতটী কুমারী এবং তৎসংখ্যক কুমারকে ক্রীটদ্বীপে করস্বরূপে প্রেরণ করিতে হইত। বোধ হয়, তাহারা ক্রীটের রাজা কর্ত্তৃক দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। কিন্তু এথেন্স নগরের লোকেরা বলিত যে, ক্রীটদ্বীপে ডিডালস নামক কোন শিল্পি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক রাক্ষসগৃহ মধ্যে গো নরাকার মিনোটার নামে যে একটী অসুর বাস করিত,

সেই অসুরের আহারের নিমিত্ত কুমার কুমারীগণ প্রেরিত হইত। রাজকুমার থিসিউস স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া ক্রীটদ্বীপে গমন করিলেন, এবং মল্লযুদ্ধে মিনোটারকে নিহত করিয়া ক্রীটের রাজকুমারী আরিয়াড্‌নীকে বিবাহ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে তিনি রাজা হইয়াও দেশের মঙ্গলোন্নতি সাধনের নিমিত্ত সমূহ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি এথেন্স নগরবাসিগণের ভাবী সভ্যতার মূলপত্তন করিয়া যান। তাঁহার পূর্ব্বে এথেন্স নগর বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র পল্লীতে বিভক্ত ছিল। তিনি উহাদিগকে একত্র করিলেন, এবং প্রজাগণকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ধনবানদিগকে শাসনকর্ত্তৃত্ব, মধ্যবিত্তদিগকে শিল্পকর্ম্ম এবং দীন প্রজাবৃন্দকে কৃষিকার্য্য অর্পণ করিলেন।

থিসিউসের এই প্রধান কীর্ত্তি ব্যতীত গ্রীক পৌরাণিকেরা তাঁহার অনেক অদ্ভুত কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে আর্গো নামক জল-যানারোহণে কৃষ্ণসাগর পারে কল্কিস দেশ গমনের যে বিবরণ আছে তাহা অতীব চমৎকারজনক। কিন্তু এই ব্যাপারে থিসিউসের প্রধান কর্ত্তৃত্ব ছিল না; থেসালী প্রদেশের রাজা জেসন ইহাতে সর্ব্বাধ্যক্ষ-স্বরূপ ছিলেন। কথিত আছে, থিব্‌স নগরের রাজকুমার ফ্রিক্‌সস্‌ এবং তাঁহার সহোদরা হেলি বিমাতার ঈর্ষায় পরিপীড়িত হইয়া স্বদেশ ত্যাগ করিবার বাসনা করিলে দেবরাজ যুপিটর তাঁহাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া এক সুবর্ণ-লোমযুক্ত অলৌকিক মেষ

প্রেরণ করেন। হেলি এবং ফ্রিক্‌সস্‌ উভয়ে সেই মেষপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া আকাশপথে গমন করিতে করিতে রাজকুমারী হেলি হঠাৎ মহা ভয়ে ভীত হইয়া স্খলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি যে স্থানে পড়েন, সেই সমুদ্রভাগকে অদ্যাপি হেলি-স্পণ্ট বলে। ফ্রিক্‌সস্‌ নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণসাগর পার হইয়া কল্‌কিস্‌ দেশাধিপতির নিকট আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন, এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন। [illegible] কল্‌কিস্‌ দেশাধি-পতি, ফ্রিক্‌সসের স্বর্ণময় উর্ণা [illegible] লোভে তাহাকে নষ্ট করিলেন।

কল্‌কিস রাজকৃত ঐ অপরাধের [illegible] বিধানার্থ জেসন গ্রীস দেশীয় মহাবীর সকলকে [illegible] করিয়া আর্গো নামক জল-যানারোহণে কল্‌কি[illegible] [illegible] গমন করেন, এবং কল্‌কিস্‌রাজের বিনাশ সা[illegible] [illegible]পহৃত স্বর্ণময় উর্ণা এবং রাজকন্যা মিডিয়াকে [illegible] [illegible]হারে আনয়ন করেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন [illegible] [illegible]নের সমুদ্রযাত্রা ১২৬৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়।

ইহার কিছুকাল পরে, [illegible] আনুমানিক ১১৮৪ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে আর এক বার সমুদায় গ্রীস দেশের রাজগণ একমত হইয়া একত্রে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। এই যুদ্ধযাত্রাকে ‘ট্রয়ের যুদ্ধযাত্রা’ কহে। ইহা মহাকবি ‘হোমর’ প্রণীত জগদ্বিখ্যাত ‘ইলিয়ড্‌’ নামক মহাকাব্যে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে ‘স্পার্টার’ রাজা ‘মেনেলেয়সের’ পত্নী অপরূপ রূপবতী ‘হেলেনা’ ট্রয় রাজকুমার ‘পারিস’ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলে,

'মেনেলেয়স' পত্নীর উদ্ধারের নিমিত্ত আপন ভ্রাতা 'আগা-মেমনন' ও অন্যান্য গ্রীক রাজাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইহাঁরা সকলে একমত হইয়া অন্যূন লক্ষ সৈনিক পুরুষ সমভিব্যাহারে গিয়া এসিয়া মাইনরের অন্তর্ব্বর্ত্তী 'ট্রয়' নগর আক্রমণ করিলেন। একাদিক্রমে দশ বৎসর কাল নিরন্তর যুদ্ধ হইলে পর ট্রয় নগর পরাজিত হইল, এবং গ্রীকেরা তত্রত্য সকল লোককে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত বা দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া নিবৃত্ত হইল।

কিন্তু যে সকল গ্রীক রাজারা ট্রয় নগর ধ্বংস করিলেন, তাঁহারা সুখস্বচ্ছন্দে স্বদেশ প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। অনেকে পথিমধ্যে নানা ক্লেশ পাইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন, আর যাঁহারা প্রাণে প্রাণে দেশে আসিয়া পৌছিলেন, তাঁহারা দেখিলেন যে, তাঁহাদিগের অনুপস্থিতিতে শত্রুপক্ষ প্রবল হইযা তাঁহাদিগের সমুদয় অধিকার আপনাদিগের হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে—পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্তির আর কোন সম্ভাবনা নাই।

'ট্রয়' যুদ্ধের অশীতিবর্ষ পরে গ্রীস দেশে আর একটী ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে। হরকুলিসের বংশীয়েরা আপনাদের কুলপতির মৃত্যুর পর 'ডোরিস' প্রদেশে যাইয়া বাস করে। তথায় 'ডোরিয়দিগের' আশ্রয় লাভে উহারা দিন দিন প্রবল হইতেছিল। প্রথমে 'হরকুলিসের' জ্যেষ্ঠপুত্র 'হাইলস' 'ডোরিস' হইতে আসিয়া পিলপনিসস্ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহার পর আরও একবার তদ্বংশীয়েরা ঐরূপ উদ্যম করেন। কিন্তু দুই বারই উহাঁরা ব্যর্থ-

প্রযত্ন হইয়াছিলেন। পরিশেষে ১১০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'টিমিনস' 'ক্রেস্ফণ্টিস্' এবং 'আরিষ্টডিমস্' নামক হাইলসের পৌত্রত্রয়, 'আর্কেডিয়া' ভিন্ন 'পিলপনিসসের' অন্য সমুদায় অংশ অধিকার করিয়া লইলেন। 'টিমিনস' 'আর্গসের' রাজা হয়েন, এবং 'আরিষ্টডিমসের' দুই পুত্র 'যুরিস্থিনিস' এবং 'প্রক্লিস' উভয়ে মিলিত হইয়া স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ডোরীয়েরা যে যে দেশ জয় করে, তথাকার ভূমি সম্পত্তি সমুদায় আপনাদিগের হস্তগত করে। তাহাতে তত্তদ্দেশের পূর্ব্বাধিবাসিগণ দলে দলে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক 'আসিয়া মাইনরের' উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়া বাস করিতে যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

[গ্রীসে প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী এবং মহোৎসব স্থাপনের বিবরণ।]

ডোরীয়দিগের আগমন হওয়াতে পিলপনিসসের পূর্ব্ব অধিবাসিগণ অনেকেই এসিয়া মাইনরের উপকূল ভাগে গিয়া নিবাস করে। কিন্তু তন্মধ্যে কতকগুলি লোক মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত এথেন্স নগরে যাইয়া শরণ লয়। এথিনীয়েরা উহাদিগকে বাসস্থান এবং অভয় প্রদান করাতে ডোরীয়েরা ক্রুদ্ধ হইয়া এথেন্স নগর আক্রমণ করে। কিন্তু পরাক্রান্ত এথিনীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিলে পরিণামে জয় পরাজয় কিরূপ হইবে, ইহা জানিবার উদ্দেশ্যে তাহারা 'আপলো' দেবতার সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিয়াছিল। দূতের প্রতি দেবতার এই আদেশ হইল যে, যদি ডোরীয়েরা এথিনীয় ভূপালের প্রাণ সংহার না করে, তাহা হইলেই উহারা শত্রুকে পরাজয় করিতে পারিবে, নচেৎ আপনারাই পরাজিত হইবে। এই দেবাদেশ শ্রুতিপরম্পরায় এথিনীয়দিগের কর্ণগোচর হইল, এবং তাহাদিগের রাজা উদারচেতা 'কোড্রস' নিতান্ত স্বদেশহিতৈষিতাপরবশ হইয়া শত্রুদ্বারা আত্মনিধনের সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে তিনি এক জন সামান্য কৃষকের বেশধারণপূর্ব্বক ডোরীয়দিগের শিবিরে প্রবেশ করিয়া কোন সৈনিকের সহিত ঘোরতর বিবাদ করতঃ

অচিরাৎ তৎকর্ত্তৃক হত হইলেন। ডোরীয়েরা সকলেই শীঘ্র জানিতে পারিল যে, এথিনীয়-রাজ তাহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন। তখন অবশ্য পরাজিত হইবে জানিয়া তাহারা আর যুদ্ধ করিতে সাহস করিল না—অবিলম্বে স্বদেশে প্রতিগমন করিল।

এথেন্সবাসীরা ইতঃপূর্ব্বেই স্বদেশে প্রজা-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিল। এখন এই সুযোগ পাইয়া তাহারা তদভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া কহিল যে, কোড্রসের তুল্য উৎকৃষ্ট রাজা আর কেহ হইবে না; অতএব অদ্যাবধি দেবরাজ যুপিটরই আমাদিগের রাজা হইবেন। আর নগরের শান্তি রক্ষার ভার কোড্রসের জ্যেষ্ঠ পুত্র 'মিডনের' প্রতি সমর্পিত হইবে, পরন্তু তাঁহার উপাধি রাজা না হইয়া 'আর্কন' (অর্থাৎ কর্ত্তা) হইবে। এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, এথিনীয়েরা কতিপয় ব্যক্তিকে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত 'আর্কন' পদাভিষিক্ত করে। কিন্তু কিছু কাল পরে আর্কনেরা দশ বর্ষ মাত্র প্রভুত্ব করিতে পারিতেন, এবং তৎপরে আর্কনের পদ প্রতিবর্ষেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইত।

কোড্রসের মৃত্যুর পর প্রায় দুই শত বর্ষ কাল গ্রীসে নানা উপদ্রব ও রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। সেই সময়ের ইতিবৃত্ত সুস্পষ্ট বা সুনিশ্চিত নহে। যেমন কোন বাটী নির্ম্মাণের আরম্ভ হইলে সেই স্থান ধূলিময় এবং

নিতান্ত অপরিষ্কৃত অপরিচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারই মধ্যে ক্রমশঃ নানা প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যায়, এবং পরিশেষে সুন্দর সৌধ বিশেষ তথায় উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুশোভিত করে, গ্রীসের সেই সময়টী ঠিক তদ্রূপ হইয়াছিল। ইহারই মধ্যে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ দুষ্কর্ম্ম ও সৎকর্ম্ম সমূহ সংঘটিত হইয়া পরিশেষে সমুদায় গ্রীসে প্রজাতন্ত্র-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়া উঠিল।

গ্রীসের প্রজাতন্ত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির ঐকমত্য সংস্থাপনেরও এই সময়ে প্রথম সূত্রপাত হয়। তাহার বিবরণ এই—পিলপনিসসের নৈঋত ভাগে 'ইলিস্' নামে একটী ক্ষুদ্র জনপদ ছিল। তথাকার রাজা মহাত্মা 'ইফিটস্' আপন রাজধানী 'ওলিম্পিয়া' নগরে যুপিটর দেবের এক মন্দির এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া ডেল্‌ফির আপলো দেবের স্থানে এইরূপ প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিলেন যে, চারি চারি বৎসর অন্তরে সকল গ্রীসীয় নগর হইতে শ্রাবণ মাসে ওলিম্পিয়া নগরে দূত গমন করিবে, এবং তথায় যুপিটর দেব ও হরকুলিসের উদ্দেশে, গ্রীক জাতীয় যাত্রিকেরা চারি দিবস নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুক করিবে। যদিও কোন দুই নগরের পরস্পর বিবাদ থাকে, তাহা ঐ চারি দিন নিবৃত্ত থাকিবে, এবং ওলিম্পিয়া সাক্ষাৎ দেবভূমি ও সাধারণের নির্ব্বিবাদ স্থান বলিয়া গণ্য হইবে। এই নিয়ম গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত

হইয়া ৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ওলিম্পীয় মহোৎসব হইল। এই মহোৎসব হইতেই গ্রীসীয়েরা আপনাদিগের অব্দ গণনা করিত। গ্রীক ইতিহাস লেখকেরা কোন ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করিতে হইলে উহা প্রথম বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ইত্যাদি যে কোন মহোৎসবের মধ্যে ঘটিয়াছিল, তাহাই লেখেন।

ওলিম্পীয় মহোৎসব সংস্থাপিত হইলে পর ক্রমে ক্রমে করিন্থ, ডেল্‌ফি এবং আর্গস নগরে আরও তিনটী মহোৎসব স্থাপিত হয়। এই চারিটী মহোৎসবে মল্লক্রীড়া, অশ্বক্রীড়া, রথচালন, সঙ্গীত, বাদ্য, কবিতা ইত্যাদি বিবিধ রমণীয় ব্যাপারের প্রদর্শন ও পরীক্ষা হইত। যিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেন, তাঁহাকে সর্ব্ব-জনসমক্ষে বৃক্ষ পত্র বিনির্ম্মিত মুকুট প্রদান করা হইত। তাহাতে তাঁহার যেরূপ গৌরব হইত, স্বর্ণ মুকুটে বিভূ-ষিত কোন চক্রবর্ত্তী রাজারও তেমন গৌরব হইত না। এই সময়টী গ্রীক জাতির অভ্যুদয় কাল। জাতীয় অভ্যুদয় কালে লোকে অস্বার্থপর, উদার চরিত এবং কেবল যশো-লুব্ধ হইয়া সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করেন। ধন বই যে আর কিছুই কিছু নয়—গাছের পাতার মুকুটে যে কোন উপকার নাই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। যাঁহারা নিতান্ত দুর্ভাগ্য এবং নীচানুকরণপ্রিয়, কেবল তাঁহাদিগেরই এইরূপ বুঝিবার ক্ষমতা হয় যে, ধন সঞ্চয় করাই মানব জন্মের এক মাত্র উদ্দেশ্য।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তৎকালে গ্রীক জনপদ মাত্রেই লোকেরা নাগরিক, গ্রাম্য এবং দাস—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। যে যে প্রদেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল, তথাকার কেবল নাগরিকেরাই প্রবল ছিল; গ্রাম্য লোক এবং দাসেরা রাজশক্তির সহিত কোন সম্পর্কই রাখিত না। গ্রাম্য লোকেরা স্বাধীন ছিল এবং কৃষি বাণিজ্যাদি ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করিত। কিন্তু দাসেরা প্রভুদিগের নিতান্ত অধীন ছিল; এমন কি কোথাও কোথাও তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিলেও প্রভুদিগকে দণ্ডার্হ হইতে হইত না।

চতুর্থ অধ্যায়।

[লাইকর্গস্ এবং সোলন।]

গ্রীস দেশের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব এবং তুমুল অন্তর্বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে স্পার্টা নগর সর্ব্বপ্রথমে বিমুক্ত হইয়া আপনার শ্রী এবং গৌরব সাধনে সমর্থ হইল। কথিত আছে যে, একজন মহানুভব পুরুষের প্রযত্ন এবং ধর্ম্মপরায়ণতা দ্বারাই এই কল্যাণকর ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছিল। ইহাঁর নাম 'লাইকর্গস'। ইনি ক্রীট ও আসিয়ামাইনর প্রভৃতি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করত বিলক্ষণ বুঝিয়া

ছিলেন যে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাই সকল দোষের আকর। কোন জাতি যদি কখন ইন্দ্রিয় সুখভোগে নিতান্ত তৎপর-মতি না হয়, তবে তাহাদিগের গৌরবের কদাপি হানি হইতে পারে না। অতএব স্পার্টার লোকেরা লাইকর্গসকে আপনাদিগের দেশের নিমিত্ত ব্যবস্থা প্রণালী নিরূপিত করণের অনুরোধ করিলে, তিনি এই কয়েকটী অভূতপূর্ব্ব নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি স্পার্টার সকল লোকের সম্পত্তি সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। তাহাতে কেহ সম্পন্ন কেহ বিপন্ন এমন প্রভেদ রহিল না। দ্বিতীয়তঃ তিনি ধন সঞ্চয় নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে অন্যান্য মুদ্রার ব্যবহার রহিত করিলেন। কেবল দীর্ঘাকার লৌহখণ্ড মুদ্রার স্বরূপ প্রচলিত হইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ স্পার্টার নাগরিকেরা কেহ আপনার বাটীতে যথেচ্ছ পান ভোজনাদি করিতে পারিবে না, সকলকেই সাধারণ ভোজন-গৃহে আসিয়া সাধারণ পাকশালায় প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিতে হইবে। চতুর্থতঃ পিতা মাতা নিজ নিজ ইচ্ছাক্রমে সন্তান সন্ততি প্রতিপালন করিতে পারিবেন না; কৌমারাবধি শিশুগণ সাধারণ শিক্ষাচার্য্য এবং ধাত্রীগণের নিকট সমর্পিত হইবে। উহারা যথা নিয়মে সকলকে লালন পালন এবং সুশিক্ষা দান করিবে। লাইকর্গস ইহাও নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে কোন শিশু হীনাঙ্গ, বিকলাঙ্গ অথবা নিতান্ত দুর্ব্বল-শরীর হইলে তাহাকে প্রতি-

পালন না করিয়া 'টেজিটস' পর্ব্বতের গুহামধ্যে নিক্ষেপ করিবে।

লাইকর্গসের ব্যবস্থাপিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কিয়ৎকাল থাকিতে থাকিতেই স্পার্টানগরবাসীরা আপনাদিগকে অন্যাপেক্ষা এমত প্রবল পরাক্রান্ত বোধ করিতে লাগিল যে, অনতি বিলম্বে উহারা আর্গস এবং মেসিনিয়া নামক দুই দেশের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। আর্গসরাজ 'গ্রেটন' অতি বিচক্ষণ ও সমরদক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। স্পার্টীয়েরা তাঁহার কিছুই করিতে পারিল না। কিন্তু মেসিনিয়েরা উহাদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। স্পার্টানিবাসিগণ মেসিনিয়দিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করিয়াছিল। এই হেতু ইহার কিছু কাল পরেই মেসিনিয়েরা বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদিগের সেনাপতি যুদ্ধবীর 'অরিষ্টমিনিস' অতি উদার স্বভাব এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তাঁহার কৌশলে এবং বিক্রমে বহুকাল অবধি স্পার্টার জনগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত ও ভয় ব্যাকুল হইয়াছিল। পরিশেষে তিনিও যুদ্ধে নিহত হইলেন, এবং তাঁহার অনুচরবর্গ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইটালীর দক্ষিণাংশে এবং সিসিলি দ্বীপের উত্তর ভাগে যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিল। মেসিনিয়দিগের সেই উপনিবেশ-স্থান অদ্যাপি "মেসিনা" নামে বর্ত্তমান আছে।

এইরূপে স্পার্টানগর সাতিশয় পরাক্রান্ত হইলে

পর মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত আটিকা প্রদেশের রাজধানী এথেন্স নগরীও অতি শীঘ্র প্রসিদ্ধি লাভ করিল। এথেন্স নগরে পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া অবশেষে 'সাইলন' নামা কোন ব্যক্তি কতকগুলি সামান্য প্রজাকে স্বদলস্থ করিয়া আপনি সর্ব্বাধিপত্যলাভের নিমিত্ত যত্ন করিয়াছিল। ইহাতে নাগরিক কুলীনবর্গ তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া উঠে। সাইলন উহাদিগের সহিত সংগ্রামে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে কতিপয় অনুচর সমেত প্রাণভয়ে পলায়ন করতঃ এক দেবমন্দিরে শরণ লইল। গ্রীক জাতির মধ্যে এমত প্রথা ছিল যে, কেহ কোন দেবতার শরণ লইলে সে সহস্র অপরাধে অপরাধী হইলেও ঐ দেবতার মন্দির মধ্যে কদাপি, দণ্ডার্হ হইত না কিন্তু সাইলনের শত্রুপক্ষীয়েরা নিতান্ত ক্রোধপরবশ হইয়া সে প্রথার বিপরীতাচরণ করিল। সানুচর সাইলন দেবালয় মধ্যে নিহত হইল।

কিন্তু অত্যল্পকাল পরেই এথেন্স নগরে আবার প্রজা সাধারণ প্রবল হইয়া উঠিল এবং যে সকল কুলীনগণ বিধর্ম্মাচরণ সহকারে সাইলনের প্রাণবধ করিয়াছিল, তাহাদিগকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। এই রূপে দুই প্রতিপক্ষদলের পরস্পরের প্রতি বিবিধ অত্যাচার হওয়াতে প্রজামাত্রেই নিতান্ত বিরক্ত হইয়া 'ড্রেকো' নামক এক মহাত্মাকে ব্যবস্থাপকের পদে অভিষিক্ত করিল। ড্রেকো পরম জ্ঞানী ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন,

সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি ইহা বুঝিতেন না যে, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করিলে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি সাধারণের যেরূপ দ্বেষ হওয়া আবশ্যক, তাহা কোন প্রকারেই না হইয়া বরং তাদৃশ অনুচিত ব্যবস্থার প্রতিই বিরাগ জন্মে। এইটী না বুঝিয়া ড্রেকো এই নিয়ম করিলেন যে, দোষী মাত্রেরই প্রাণদণ্ড বিধেয় হইবে। ঈদৃশ কঠিন ব্যবস্থা-প্রণালী যে কখন কোন দেশে প্রচলিত থাকিতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য।

এথিনীয়েরা অত্যল্প কাল মধ্যেই ড্রেকোর প্রণীত নিয়ম সকল অপ্রচলিত করিয়া সোলন' নামক কোন অতীব বিচক্ষণ ব্যক্তিকে আপনাদিগের ব্যবস্থাপকরূপে বরণ করিল। সোলন ব্যবস্থাপক পদে অভিষিক্ত হইয়া যে সকল নিয়ম প্রচলিত করিলেন তাহার গুণেই এথেন্স নগর অল্পকালে গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। প্রথমতঃ এথিনীয়দিগের সাধারণী সভাতে কেবল বংশ মর্য্যাদানুসারেই সভ্যগণের অধিষ্ঠান হইত। সোলন তৎ-পরিবর্ত্তে উক্ত সাধারণ সভাকে বিভবানুসারিণী করিলেন। এইরূপ করাতে উচ্চ পদবীলাভ সকল ব্যক্তিরই স্ব স্ব যত্নের অধীন হইয়া আসিল। সোলন এথিনীয় নাগরিক-দিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। তন্মধ্যে যাহারা সর্ব্বপ্রধান শ্রেণী সম্ভুক্ত ছিল, তাহারা প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইত। যাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীসম্ভুক্ত, তাহারা অশ্বারোহণে যুদ্ধ করিত। তৃতীয় শ্রেণীর

লোকেরা বর্ম্মধারী পদাতিক হইল। চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু অস্ত্র শস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। এই শ্রেণীচতুষ্টয় মিলিত হইয়া যে সভা হইত, তাহাতে সকল শ্রেণীরই সমান শক্তি ছিল। প্রথম শ্রেণীর লোক সংখ্যা অল্প বলিয়া যে সেই শ্রেণীর অভিমত অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল হইবে এমন ছিল না। এই মহতী সভাতে রাজকীয় সকল বিষয়েরই বিচার এবং মীমাংসা হইত। কিন্তু ইহা ভিন্ন এথেন্সে আর দুইটী প্রসিদ্ধ সভা ছিল। তাহার একটীর নাম 'বুলি' বা চতুঃশতের সমাজ"। সাধারণ সভাতে কোন্ সকল বিষয়ের বিচার হইবে, কি কি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে, কোন্ কোন্ প্রাচীন বিধি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রসঙ্গ হইবে, উক্ত বুলি নামক সভাতে তাহাই নির্দ্ধারিত হইত। দ্বিতীয় সভার নাম 'এরিওপেগস্'। এই সভাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকার অভিযোগেরই নিষ্পত্তি হইত। কিন্তু সকল সভা হইতেই সাধারণী সভাতে 'আপীল' অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা হইতে পারিত। সুতরাং ক্রমে ক্রমে রাজ্যে সকল শক্তিই সাধারণী সভার হস্তগত হইয়া পড়িল।

কিন্তু প্রথমেই সেরূপ হয় নাই। প্রত্যুত পিসিষ্টেটস্ নামক কোন ব্যক্তি কৌশল করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় রাজশক্তি আপনার করকবলিত করত এথেন্সে রাজ্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু তাঁহার অন্যায়োপার্

রাজশক্তি ন্যায়পরায়ণতা সহকারে কার্য্যকারিণী হইয়াছিল। তাঁহার শাসনাধীন হইয়া এথিনীয় প্রজাগণ বহু কালের পর সুখ সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ লোকদিগের অতিশয় গৌরব করিতেন এবং স্বয়ং কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির সহায়তায় মহাকবি হোমর প্রণীত কাব্যের সন্দর্ভ শোধন করিয়া তাহার বর্ত্তমান আকারে বিন্যস্ত করেন।

পিসিষ্ট্রেটসের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র 'হিপিয়াস" এবং 'হিপার্কস' এথেন্স নগরে নির্ব্বিবাদে রাজা হইলেন। কিন্তু এথিনীয়রা চিরকাল অস্থিরমতি ছিল। বিশেষতঃ উহারা কখন দীর্ঘকাল পরাধীনতা সহ্য করিতে পারিত না। অতএব একটি সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইল, এবং হিপার্কসকে বধ করিয়া হিপিয়াসকে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া দিল। হিপিয়াস স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্যরাজ প্রথম দরায়ুসের শরণাপন্ন হইলেন। দরায়ুসের সহিত এথিনীয়দিগের বিবাদের অন্য সূত্রও সেই সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। অতএব তিনি হিপিয়াসের সমীপে অঙ্গীকার করিলেন যে, গ্রীসদেশ জয় করিয়া তাঁহাকে সেই দেশের রাজা করিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

[গ্রীকদিগের সহিত পারসিকদিগের যুদ্ধ।]

গ্রীকদিগের সহিত পারস্যরাজ দরায়ুসের বিবাদের প্রথম সূত্রপাত, ইহার বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কথিত হইয়াছে, যে গ্রীস হইতে সময়ে সময়ে অনেকানেক লোক যাইয়া আসিয়া মাইনরের উপকূলভাগে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সেই সকল উপনিবেশস্থান অতি শীঘ্রই ধনে জনে সমৃদ্ধিলাভ করিয়া বিদ্যা চর্চ্চায় এবং শিল্পনৈপুণ্যে গ্রীসের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। যেমন কলমের গাছে মূল বৃক্ষ অপেক্ষাও অতি শীঘ্র ফল ধরে, উপনিবেশ মাত্রেই প্রায় তদ্রূপ হইয়া থাকে। কিন্তু গ্রীসের ঔপনিবেশিকেরা তাদৃশ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াও আপনাদিগের গৃহ বিবাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। উহারা কখনই একমত অবলম্বন করিল না। প্রত্যুত ডোরীয়, আইওনীয় এবং ইয়োলীয়দিগের মধ্যেও স্বদেশে যেরূপ বিবাদ ছিল, উপনিবেশ মধ্যেও সেইরূপ বিবাদ রহিয়া গেল। সুতরাং উহারা প্রতিবেশী 'লিডিয়া'রাজ "ক্রীসস্" কর্ত্তৃক একে একে পরাজিত হইয়া তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া রহিল।

ক্রীসস্ পারস্যরাজ সাইরসের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সেই অবধি গ্রীকদিগের উপনিবেশ সমস্তও পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত

হইয়াছিল। কিন্তু গ্রীকেরা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করিত, কোন সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহাচরণ করিয়া, স্বাধীন হয়॥ কিয়ৎকাল পরে একদা দরায়ুস "ডন" নদীর তীরবর্ত্তী "সিথীয়" জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া আসিলে, উক্ত গ্রীকেরা তাঁহাকে হীনবল বোধ করিয়া বিদ্রোহাচরণ করে, এবং প্রথমে স্পার্টার এবং তৎপরে এথেন্সের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনীয়েরা উহাদিগকে সাহায্য দান করিবার নিমিত্ত কতক গুলি রণতরী প্রেরণ করিয়াছিল। তত্রত্য যোদ্ধৃগণের সহায়তায় বিদ্রোহীরা "সার্ডিস" নগর আক্রমণ করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিল। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই দরায়ুস ঐ বিদ্রোহ দমন করিলেন।

দরায়ুস সেই অবধি গ্রীক জাতির প্রতি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছিলেন। অতএব এথেন্সরাজ হিপিয়াস তাঁহার শরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে সাতিশয় আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমুদায় গ্রীস দেশ জয় করিবার সঙ্কল্প করিলেন। প্রথমে তিনি স্বীয় জামাতা "মার্ডোনিয়সকে" সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া বহু সংখ্যক রণতরী এবং স্থলচর সৈন্যসহ গ্রীসে প্রেরণ করেন। কিন্তু "থ্রেসের" দক্ষিণ উপকূলে "এথস" পর্ব্বতের সন্নিধানে এক ভয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইয়া অনেক রণতরী ও তৎসহ বহু সৈনিক বিনষ্ট হয়। সুতরাং ঐ যুদ্ধযাত্রা সর্ব্বতোভাবে বিফল হইয়া যায়।

কিন্তু দরায়ুস এইরূপ দৈবাঘাত দর্শনে ভীত হইলেন না। তিনি ৪৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর যত্ন সহকারে এক মহতী সেনা সংগ্রহ করিলেন, এবং 'ডেটিস' ও 'আর্টাফর্ণিস' নামক দুই জন সেনাপতির প্রতি তৎপরিচালনের ভার অর্পিত করিয়া গ্রীসে প্রেরণ করিলেন। এই সেনা কর্ত্তৃক গ্রীসের অধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দ্বীপ পরাজিত হইল, এবং পরিশেষে এথেন্সের সমীপবর্ত্তী 'ইউবিয়া' দ্বীপও অধিকৃত হইল। এথিনীয়েরা এই আসন্ন বিপৎকালে স্পার্টার স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু অদূরদর্শী ও একান্ত স্বার্থপর স্পার্টাবাসীরা আপনাদিগের উপর তৎকালে কোন বিপৎপাতের শঙ্কা নাই দেখিয়া তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল না। যাত্রার শুভদিন নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। এথিনীয়েরা কি করে, শত্রু সমুপস্থিত দেখিয়া অনন্যসহায় আপনারাই যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহির হইল। কথিত আছে যে, উহাদিগের সর্ব্বশুদ্ধ দশ হাজার লোক ছিল, পারসীকেরা তিন লক্ষের ন্যূন নয়; সুতরাং পারসীকেরা বিবেচনা করিল যে, তাহারা অবশ্যই জয়ী হইবে। কিন্তু এথিনীয়দিগের সেনাপতি 'মিলটাইডিস' আপন সেনাদিগকে 'মারাথন' নামক স্থানে এমন সুকৌশলে ব্যবস্থাপিত করিলেন, এবং তাহারাও আপনাদিগের ধন, প্রাণ, স্বাধীনতাদি রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধে এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব

শৌর্য্য প্রকাশ করিল যে, পারসীকেরা অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্ষত বিক্ষত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল।

দরায়ুস ঐ ঘটনার সংবাদ পাইয়াও নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি গ্রীস বিজয়ের নিমিত্ত পুনর্ব্বার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই সময়ে মিসরীয়েরা বিদ্রোহ উত্থাপন করাতে তিনি গ্রীসের প্রতি শীঘ্র দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিতে পারিলেন না, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে গ্রীস দেশ পূর্ণ দশ বৎসরকাল নিরুপদ্রব রহিল। এই সময়ের মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টার সৈন্যগণ মিলিত হইয়া ক্রমে ক্রমে পারসিকদিগের অধিকৃত সমুদায় গ্রীসের দ্বীপগুলি আক্রমণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বাধীন করিয়া দিল।

পরে ৪৮০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দরায়ুসের পুত্র জরাক্সিস অন্যূন বিংশতি লক্ষ সেনা এবং তদুপযুক্ত রণপোতসমূহ লইয়া গ্রীস দেশ আক্রমণ করিলেন। উত্তর ভাগের সমুদায় গ্রীসীয় নগর তাঁহার নিকট জল ও মৃত্তিকা প্রেরণ দ্বারা অধীনতা স্বীকার করিল। কিন্তু মধ্য এবং দক্ষিণ গ্রীসের জনগণ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সর্ব্ব প্রথমে থেসালি প্রদেশের দক্ষিণ ভাগে "থর্মপ্লিলি" নামক একটী দুর্গম গিরিশঙ্কট মধ্যে কতকগুলি পিলপনিসীয় সেনা স্পার্টার রাজা "লিওনিডাস" কর্ত্তৃক সমানীত হইয়া জরাক্সিসের গতিরোধ করিল। ইহারা এমত সাহসপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়াছিল যে, এক জন বিধর্ম্মি লোক একটী গোপনীয় পথ দিয়া পারসীক সৈন্যকে

উঁহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে আনয়ন না করিলে, বোধ হয়, এই স্থানেই জরাক্সিসকে পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইত। যাহা হউক পারসীকেরা রহস্য বর্ত্মের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া গ্রীক বীরগণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল, এবং স্পার্টানঅধিপতি স্বদেশ প্রচলিত নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করা একান্ত অবজ্ঞাস্পদজ্ঞানে সানুচর নিহত হইলেন।

জরাক্সিস্ এইরূপে থর্ম্মপিলি উত্তীর্ণ হইয়া, অতি দ্রুত-গমনে এথেন্স নগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। এথি-নীয়েরা তাদৃশ ভয়ঙ্কর বিপক্ষের হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করা নিতান্ত অসাধ্য জ্ঞানে বিজ্ঞবর 'থেমিষ্টক্লিসের' পরামর্শানুসারে সপরিবারে জাহাজারোহণ করিয়া সালামিস্, ট্রেজিনা' এবং ইজাইনা প্রভৃতি উপনিবেশে প্রস্থান করিল। জরাক্সিস তাহাদিগের জনশূন্য নগর অধিকার করিয়া অগ্নিদ্বারা ভস্মসাৎ করিলেন।

এই সময় পারসীকদিগের রণতরী সকল গ্রীক-দিগের যুদ্ধপোতসমূহকে আক্রমণ করিল। সালামিস দ্বীপের সন্নিহিত সমুদ্রে এই যুদ্ধ হয় বলিয়া ইহাকে সালামিসের যুদ্ধ বলে। ইহাতে পারসীকেরা থেমিষ্টক্লিসের কৌশলে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় প্রাপ্ত হইল, এবং পারস্য সম্রাট উপকূলভাগে একটী গণ্ডশৈলের উপর অবস্থিত হইয়া স্বচক্ষে আপন রণতরী ও সেনাসমূহের

নিপাত দর্শন করিলেন। এই নৌযুদ্ধে গ্রীকদিগের বিক্রম দর্শনে তাঁহার মনে এমন ভয়ের উদ্রেক হইল যে, তিনি আপন সেনাপতি 'মার্ডোনিয়সের' পরামর্শানুসারে তাঁহার নিকট তিন লক্ষ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশপ্রস্থান করিতে স্বল্পকালও বিলম্ব করিলেন না।

জরাক্সিস চলিয়া গেলে এথিনীয়েরা স্বদেশে ফিরিয়া আসিল, এবং অতি শীঘ্রই আপনাদিগের নগর পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিক এমত সুদৃঢ় প্রাকারদ্বারা পরিবেষ্টিত করিল যে, উহা একেবারে শত্রুর দুর্লঙ্ঘ্য হইয়া উঠিল। থেমিষ্টক্লিসের পরামর্শানুসারে এই সময় অবধি এথিনীয়েরা অনেকানেক সমুদ্রপোতও নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, তাহাতে এথেন্স নগর অচিরকাল মধ্যে সামুদ্রিক যুদ্ধে এবং বাণিজ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিল।

ইহার পূর্ব্বে স্পার্টার রাজা, 'পসেনিয়স' এবং এথেন্স নগরের সেনাপতি সুসাধু 'আরিষ্টাইডিস' উভয়ে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া অতি শীঘ্রই বিওসিয়া প্রদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তথায় 'প্লেটিয়ার' যুদ্ধে মার্ডোনিয়সকে পরাজয় করিয়া গ্রীস দেশটিকে পারসীকদিগের উপদ্রব হইতে নিঃশেষে পরিত্রাণ করেন। যে দিন প্লেটিয়ার যুদ্ধ হয়, সেই দিবস স্পার্টার অপর রাজা 'লিয়োটিকিডিস' মিকেলির যুদ্ধে অবশিষ্ট আর এক দল পারসীক সৈন্যেরও বিনাশ করিয়াছিলেন।

যে সময়টীর স্থূল স্থূল বিবরণ বর্ণিত হইল, ইহা নিঃসন্দেহই গ্রীকজাতীয়দিগের মহামাহাত্ম্যের কাল। এই সময়ে গ্রীকেরা একান্ত অস্বার্থপরচিত্তে স্বদেশের হিত সাধনার্থ ধনপ্রাণ পণ করিয়াছিল, এবং এই জন্যই তাহারা তাদৃশ বিপজ্জাল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিবিধ বিদ্যানুশীলনদ্বারা জগতের উপকারসাধনে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু যাহার যে দোষ থাকে, তাহা কখনই নিতান্ত অস্ফুটভাবে থাকে না, সেই দোষের কোন কোন চিহ্ন সকল সময়েই অবশ্য প্রকাশ পায়। গ্রীকদিগের মধ্যে পরস্পর নিরতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহা স্পার্টীয়-দিগের মারাথনের যুদ্ধে আসিতে অস্বীকার করায় একবার স্পষ্টীভূত হয়। আবার যখন থেমিষ্টক্লিস এথেন্স নগর পুনর্নির্ম্মাণ করেন, তখন স্পার্টার লোকেরা তাঁহাকে নিবারণ করিবার চেষ্টা করে, ইহাতে উক্ত বিদ্বেষ-বুদ্ধি স্পষ্ট প্রকাশ পায়। এথিনীয়েরাও যে নিতান্ত লঘুচিত্ত এবং অব্যবস্থিতবুদ্ধি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাহারা আপনাদিগের পরমোপকারী এবং সুবিজ্ঞ সেনানীপরম্পরার প্রতি সাতিশয় ঈর্ষাপরবশ হইয়া উঁহাদিগকে একে একে নির্ব্বাসিত ও অন্যান্য প্রকারে দণ্ডিত করে। প্রথমে তাঁহারা মারাথন যুদ্ধজেতা বিখ্যাত 'মিণ্টাইডিস'কে কোন সামান্য অপরাধে অপরাধী করিয়া কারাগৃহমধ্যে নিরুদ্ধ করিয়া রাখে। মিল্টাইডিস কারাগারেই প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। ইহার পর 'মহাত্মা

আরিষ্টাইডিসকে' তাহারা অকারণে নির্ব্বাসিত করে। পরিশেষে রাজনীতিবিশারদ মহাপুরুষ 'থেমিষ্টক্লিস'ও এথিনীয়দিগের কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হয়েন। গ্রীকেরা এই সকল দোষেই পরিণামে অন্যকর্ত্তৃক পরাজিত এবং গৌরবচ্যুত হইয়া দীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ২২,৭৫১

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পসেনিয়স—কাইমন—পেরিক্লিস—এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধি]

পরিণামে যাহাই হউক, সম্প্রতি পারস্যসম্রাটকে পরাজিত করিয়া অবধি কিছুকাল গ্রীকজাতির মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা ছিল না। তাহারা সমীপবর্ত্তী সমুদ্রমধ্যস্থিত দ্বীপগুলিকে অতি শীঘ্রই পারস্যের অধীনতাশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল, এবং মধ্যে মধ্যে এসিয়াখণ্ডের নানা স্থানে সশস্ত্র অবতীর্ণ হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতি আক্রমণ করিতে লাগিল। এই সময় স্পার্টার রাজারাই মিলিত গ্রীকসৈন্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লেটিয়ার যুদ্ধজেতা 'পসেনিয়স' কর্ত্তৃক পারস্যমহারাজের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। এই জন্য জরাক্সিস তাঁহাকে গোপনে নানা প্রকার প্রলোভন প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে সমুদায় গ্রীস

দেশের একাধিপত্য এবং আপনার একটী কন্যা প্রদানের অঙ্গীকার করিলে, দুর্ম্মতি পসেনিয়স নিজ জন্মভূমির অপকার করণে সম্মত হইল। কিন্তু তাহার কুমন্ত্রণা সফল না হইতে হইতেই স্পার্টার লোকেরা তাহার দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিয়া সাধারণী সভাতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। পসেনিয়স প্রাণভয়ে ভীত হইয়া একটি দেবালয় মধ্যে শরণ লইল। স্পার্টার নাগরিকেরা তাহার বধার্থে নিতান্ত উৎসুক হইয়া ঐ দেবালয় সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু দেবালয় মধ্যে নরহত্যা করিলে মহাপাপ হয়, এই জন্য সকলেই ইতিকর্ত্তব্যতানির্দ্ধারণে অসমর্থ হইয়া কি করিবে চিন্তা করিতে লাগিল। এমন সময়ে পসেনিয়সের মাতা সেই স্থানে যাইয়া এক খণ্ড প্রস্তর দেবালয়দ্বারে সংস্থাপিত করিলেন। লোকে তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্কেতের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া প্রস্তরগ্রথিত করিয়া দেবালয়ের দ্বাররুদ্ধ করিয়া ফেলিল। পসেনিয়স অনশনে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

পসেনিয়সের এই দুষ্টাচরণে স্পার্টার সুমহতী হানি হইয়াছিল। অপরাপর গ্রীক নাগরিকেরা স্পার্টার প্রতি বীতবিশ্বাস হইয়া আর তাহার অধীনে আপনাপন সেনা নিযুক্ত করিয়া রাখিল না। এথিনীয়েরাই এক্ষন সকলের বিশ্বাসভাজন হইয়া গ্রীস দেশে সর্ব্বকর্তৃত্ব লাভ করিল, এবং আপনাদিগের সেনাপতি 'কাইমনের' পরামর্শানুসারে পারস্য রাজ্যের প্রতি মধ্যে মধ্যে আক্রমণ করিয়া

বিপুল অর্থ এবং যশোলাভ করিতে লাগিল। কাইমন মহাবীর মিল্টাইডিসের পুত্র ছিলেন। ইনি বহু যুদ্ধে পারসীকদিগকে পরাজিত করেন; বিশেষতঃ ৪৬৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ইউরিমিডনের' যুদ্ধে পারসীকদিগের অনেক রণপোত এবং বহুসংখ্যক স্থলচর সৈন্য এক দিবস মধ্যেই পরাভূত করিয়াছিলেন।

কিন্তু এই সময়ে কেবল কাইমনই যে 'এথেন্সের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, এমত নহে। কাইমনের পিতৃশত্রু "জান্টিপসের" পুত্র "পেরিক্লিস" নামা অতি সদ্বক্তা ও রাজনীতিজ্ঞ এক ব্যক্তি সেই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া কাইমনের প্রতিপক্ষ হইয়াছিলেন। কাইমন এথেন্সের কুলীনদিগের এবং পেরিক্লিস তত্রত্য প্রজাসাধারণের স্বপক্ষ ছিলেন। এই দুই ব্যক্তিকে লইয়া এথেন্সে মহাদলাদলি উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত দলাদলি আরও বদ্ধমূল হইবার হেতু এই যে, এথিনীয় কুলীনগণ স্পার্টার সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া রাখিতে একান্ত ইচ্ছুক ছিল। প্রজাসাধারণের ইচ্ছা তাহার বিপরীত ছিল। এই সময়ে লেকোনিয়া প্রদেশে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া স্পার্টার অনেক ক্ষতি হওয়াতে সেই সুযোগ পাইয়া হেলট নামক দাসবর্গ এবং মেসিনীয়েরা স্পার্টার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। স্পার্টাবাসীরা এই সময়ে এথেনীয়দিগের স্থানে সাহায্য প্রার্থনা করিল। সুতরাং উহাদিগকে সাহায্য প্রদান করা যাইবে কি না, এই বিষয় লইয়া

পূর্ব্বোক্ত দুই দলে ঘোরতর বিসম্বাদ হইতে লাগিল। পরিশেষে কাইমনের মতাবলম্বীরাই জয় লাভ করিল স্পার্টীয়েরা অনেক যুদ্ধের পর দাসবর্গকে দমন এবং মেসিনীয় বিদ্রোহীদিগকে নির্ব্বাসিত করিল। উক্ত মেসিনীয়েরা আবাসবিরহিত হইয়া এথিনীয়দিগের নিকট প্রার্থনা করিলে, এথিনীয়েরা উহাদিগকে "নাপাক্টস" নগরে অবস্থান প্রদান করিল। এই যুদ্ধের নাম তৃতীয় মেসিনীয় যুদ্ধ। ইহা ৪৫৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

এই যুদ্ধের শেষাবস্থায় এথিনীয়দিগের সহিত স্পার্টার বিবাদের সূত্রপাত হয়। স্পার্টার লোকেরা অকারণে এথিনীয়দিগের অপমান করে। এথিনীয়েরা সেই আক্রোশে তৎক্ষণাৎ স্পার্টার চিরবৈরি আর্গসের সহিত সন্ধি করে। তাহাতে করিন্থ নগর স্পার্টার স্বপক্ষ বলিয়া এথেন্সের প্রতি বিরূপ হয়, আর থিব্‌সও তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়। ফলতঃ গ্রীস দেশের চিত্র লইয়া দেখিলেই বোধ হয় যে, যে দেশ যাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সে তাহার অরিপক্ষ ও তৎপরবর্ত্তী দেশের মিত্রপক্ষ হইয়াছিল। এইরূপ হওয়া একটী সাধারণ নিয়ম। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্বকালে ইহা প্রচলিত আছে। যাহা হউক এই বিবাদে দুই তিনটী যুদ্ধ হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন বিশেষ ফল দর্শে নাই। পরিশেষে কাইমন এবং "পেরিক্লিস" উভয়ে একমত হইয়া ঐ শুষ্ক বিবাদের

নিষ্পত্তি করিবার যত্ন করিতে লাগিলেন তাহাতে পুনর্ব্বার সকল নগরে পরস্পর সন্ধিবন্ধন হইয়া সমরাগ্নি নির্ব্বাপিত হইল।

এইরূপ শান্তি ৪৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকে। তাহার পর 'ডেল্‌ফি' দেবালয়ের অধিকারিত্ব লইয়া ফোসীয় এবং ডেল্‌ফীয়দিগের মধ্যে বিবাদ হইলে স্পার্টীয়েরা ডেল্‌ফীয়দিগের এবং এথিনীয়েরা ফোসীয়দিগের স্বপক্ষ হইল। তিন বৎসর ধরিয়া এ বিবাদ চলে। পরে ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার উভয় প্রতিপক্ষ দলে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে "থুকিডিডিস্" নামা জনৈক সুবিদ্বান্ ব্যক্তি এথেন্স নগরে প্রাদুর্ভূত হয়েন। তিনি পেরিক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া যাহাতে সে সন্ধিস্থাপন না হয়, এথিনীয়দিগকে এমত পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পেরিক্লিসের মতই রক্ষা পাইয়াছিল। থুকিডিডিস্ অতি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি সর্ব্বপ্রধান ইতিহাস লেখকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন।

এই সন্ধি সংস্থাপনের পর পেরিক্লিস্ সেমস্ দ্বীপ জয় করেন, এবং অপরাপর বহুস্থলে এথিনীয় উপনিবেশ সংস্থাপিত করেন। তাহার পর তিনি এথিনীয়দিগের সহকারী অপরাপর গ্রীকদিগকে বলিলেন, যদি তোমরা পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধার্থ আপনারা সেনা ও রণতরী প্রস্তুত করিতে অনিচ্ছুক হও, তবে আমাদিগকে বর্ষে বর্ষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান কর, আমরা

সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইরা সাধারণ শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত থাকিব। এই প্রস্তাবে অনেকেই সম্মত হইল, সুতরাং সেই অবধি এথেন্সের নাগরিকেরা অপর গ্রীকদিগের স্থানে কর গ্রহণ করিতে লাগিল। এই প্রকার সংগৃহীত অর্থ সমুদায়ই যে সংগ্রাম কার্য্যে ব্যয়িত হইত এমত নহে। উহার অধিকাংশই এথেন্সের শোভাবর্দ্ধনে পর্য্যবসিত হইত! এই এথেন্সের চূড়ান্ত বৃদ্ধির কাল। এই সময়ে এথিনীয়দিগের যেমন বল বিক্রম, তেমনি প্রভুত্ব আর ততোধিক শিল্পনৈপুণ্য এবং বিদ্যাচর্চ্চার উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। তখন যে সকল বিচিত্র প্রাসাদ এথেন্সে বিনির্ম্মিত হইয়াছিল, অদ্যাপি তাহাদিগের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, এবং যাঁহারা তদ্দর্শন করেন তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন যে, তেমন দিব্য নির্ম্মাণ কার্য্য পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই। পেরিক্লিসের সময়ে যেমন হর্ম্ম্যশিল্পের উন্নতি হইয়াছিল, তেমনি চিত্রবিদ্যা, ভাস্করীয় বিদ্যা, নাট্য বিদ্যা এবং কাব্যেতিহাস প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্রেরও সম্যক্ আলোচনা হইয়াছিল। এই সময়ে "ফিডিয়াস" নামক পৃথিবীর অদ্বিতীয় শিল্পকর এবং "এস্কিলস্" "সফোক্লিস" "য়ুরিপিডিস" প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাটক রচয়িতৃগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কিন্তু "পেরিক্লিস" এথিনীয়দিগের উপকারার্থ এমত যত্ন করিয়াও উহাদিগের নৈসর্গিক কৃতঘ্নতা দোষের

ফল ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিবার নিমিত্ত অভিযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু তাঁহার সহৃদয়তাগুণে প্রজাসাধারণ অতি শীঘ্রই পুনর্ব্বার তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়িল এবং যাহারা তাঁহার নামে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছিল, তাহারাই লজ্জা প্রাপ্ত হইল। পরন্তু পেরিক্লিস এথেন্সের সমূহ উপকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময়ে আস্পেসিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বারবনিতাদিগের এবং স্বদেশ প্রচলিত ধর্ম্মদ্বেষ্টা দার্শনিক পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব দর্শনে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, অপরিসীম সম্পত্তিশালী এথিনীয়দিগের মধ্যে বিলাসলালসা এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে অশ্রদ্ধা সেই সময় হইতেই আরব্ধ হইয়াছিল।

সপ্তম অধ্যায়।

[পিলপনিসীয় যুদ্ধ—নিসিয়াসকৃত সন্ধি।]

এথিনীয়েরা যে স্বাভিসন্ধি সাধন নিমিত্ত অপরাপর গ্রীক নাগরিকদিগের স্থানে কর সংগ্রহ করিতেছিল, সেই অন্যায়াচরণের ফল অতি শীঘ্রই ফলিল। গ্রীক নাগরিকগণ এথেন্সের দৌরাত্ম্যে পরিপীড়িত হইয়া অনেকেই স্পার্টার সহায়তাবলম্বন দ্বারা এথেন্সের গর্ব্বচূর্ণ করিবার মনন করিয়াছিল। গ্রীকদেশে আইওনীয় এবং ডোরীয় নামক দুই জাতীয় লোক তৎকালে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে আইওনীয়গণ সর্ব্বত্রই

এথেন্সের সপক্ষ এবং তদ্দৃষ্টান্তানুগামী হইয়া সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী অবলম্বন করিতে সমুৎসুক হয়। আর ডোরীয়গণ স্পার্টার সপক্ষ এবং তৎপ্রচলিত রীত্যনুসারে কুলীনতন্ত্র শাসন-প্রণালী গ্রহণ করিতে একান্ত যত্নবান থাকে। সুতরাং গ্রীসদেশ যে অতি শীঘ্রই দুই প্রতিপক্ষ মহাদলে বিভক্ত হইয়া পরস্পর ঈর্ষা, দ্বেষ এবং অবশেষে বিবাদ বিসম্বাদে এবং সংগ্রামেও প্রবৃত্ত হইবে, ইহা আশ্চর্য্য নহে। ফলতঃ এই সকল কারণে প্রসিদ্ধ পিলপনিসীয় যুদ্ধের আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ বহুকালব্যাপী হইয়াছিল এবং ইহার পরিণামে উভয় দলই এমত ক্ষীণবল হয় যে, অতি সহজেই সাধারণ শত্রুর কবলিত হইয়া পড়ে। প্রায়ই জ্ঞাতি বিবাদের ফল এই। তদ্দ্বারা কাহারও কোন লাভ হয় না। চরমে উভয় প্রতিপক্ষেরই সমূহ হানি ঘটিয়া থাকে।

এই মহাযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত অতি সামান্যরূপেই হইয়াছিল। ‘কর্সাইরা’ দ্বীপ এবং ‘এপিডামস’ নগর উভয়ই করিন্থের উপনিবেশস্থান। ঐ দুই স্থানের লোকেরা পরস্পর বিবাদ করিয়া কর্সিরীয়েরা এথেন্সের এবং এপিডামসের লোকেরা করিন্থের সাহায্য প্রার্থনা করে। করিন্থ স্বয়ং এথেন্সের সহিত বিরোধ করণে আপনাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া স্পার্টার শরণাপন্ন হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আর্গস ব্যতীত আর সকল পিলপনিসীয় নগর এবং মধ্য গ্রীসের অন্তর্গত

'মেগারা', 'ডোরিস' 'লোক্রিস' 'বিয়োসিয়া' ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশ স্পার্টার দলস্থ হইল। তদ্ভিন্ন ইহারা পারস্য সম্রাটের স্থানেও সাহায্য প্রার্থনা করিল। এথিনীয়েরা 'ক্বাইয়স' 'লেসবস' 'প্লেটিয়া' 'নপাকটশ' 'আকার্ণানিয়া' প্রভৃতি কতিপয় জনপদবাসীদিগের স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে দুই দল যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলে স্পার্টার রাজা 'আর্কিডেমস্' ৪৩১ পূঃ খৃষ্টাব্দে বহুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আটিকা প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। পেরিক্লিসের পরামর্শানুসারে এথিনীয়েরা আপনাদিগের সুদৃঢ় প্রাকার বেষ্টিত নগর মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া রহিল; আর্কিডেমস অরক্ষিত তাবদ্দেশ বিলুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু সেই সময়ে এথিনীয়েরাও নিতান্ত নিশ্চেষ্ট ছিল না। উহারা আপনাদিগের রণপোত সমস্ত সুসজ্জিত করিয়া পিলপনিসসের উপকূলভাগে গিয়া অবতীর্ণ হইল, এবং স্পার্টীয়েরা উহাদিগের যত ক্ষতি করিয়াছিল, উহারা তাহার শত গুণ অধিক ক্ষতি করিয়া আসিল। ফলতঃ প্রথম বৎসরের যুদ্ধে এথিনীয়দিগের জয় স্বীকার করিতে হয়।

দ্বিতীয় বৎসরে আর্কিডেমস্ পুনর্ব্বার আক্রমণ করিলেন। এথিনীয়েরা পুনর্ব্বার এথেন্স নগরাভ্যন্তরে শরণ লইল এবং রণতরী দ্বারা স্পার্টা পক্ষীয়দিগকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল। কিন্তু হঠাৎ এথেন্সের মধ্যে বহু-

জন সমাগম জন্যই হউক বা কারণান্তর প্রযুক্তই হউক, তথায় অতি ভয়ঙ্কর মারীভয় উপস্থিত হইল। এই মহা-মারীতে চারি সহস্র নাগরিক এবং অন্যূন দশ সহস্র দাসের মৃত্যু হইয়াছিল। তন্মধ্যে মহাত্মা পেরিক্লিসেরও লোকান্তর গমন হয়। এই জন্য ইহার পর বৎসরও এথিনীয়েরা বিশেষ বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। বিক্রম প্রকাশ করিবে কি? যখন আর্কিডেমস্ এথেন্সের চির সুহৃদ প্লেটীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন এবং বহু পরিশ্রমের পর তাহাদিগের নগর উৎসন্ন করিলেন, তখনও এথিনীয়েরা প্লেটীয়দিগের সাহায্যার্থে গমন করিতে পারিল না।

পিলপনিসীয় যুদ্ধের চতুর্থ বৎসরে ৪৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে লেস্‌বস দ্বীপের লোকেরা স্পার্টার সপক্ষ হইয়া এথেন্সের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে। কিন্তু 'পাচিস' নামক এথিনীয় পোতাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক উহাদিগের প্রধান নগর 'মিটিলীনি' অধিকৃত হইল। সেই অবধি লেসবস দ্বীপ এথেন্সের মিত্ররাজ্য না হইয়া অধীনরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। এই বৎসর সিসিলি দ্বীপনিবাসী আইওনীয় এবং ডোরীয় নাগরিকদিগের মধ্যে গ্রীসের অন্তর্বিবাদ সংক্রামিত হইয়াছিল। অর্থাৎ উক্ত দ্বীপের সিরাকুস এবং লিয়ণ্টিন নামক দুই নগরের মধ্যে প্রথম নগরটী স্পার্টার সপক্ষ এবং দ্বিতীয়োক্তটী এথেন্সের সপক্ষ হইয়া পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

৪২৬ পূঃ খৃঃ অব্দে এজিস নামা স্পার্টার রাজা পুনর্ব্বার সসৈন্যে আটিকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শীঘ্রই স্বদেশ রক্ষার্থে প্রতিগমন করিতে হইল। তাহার কারণ এই, ডিমস্থিনিস নামা একজন এথিনীয় সেনাধ্যক্ষ মেসিনিয়া প্রদেশে সসৈন্যে অবতীর্ণ হইয়া তথাকার প্রাচীন নগর পাইলসে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাহাতে চতুর্দ্দিকস্থ মেসিনীয়েরা অনেকে আসিয়া মিলিত হয় এবং স্পার্টার লোকেরা সমূহ যত্ন করিয়াও সে দুর্গ অধিকার করিতে পারে নাই। আপনাদিগের গৃহদ্বারে এমন প্রবল শত্রুর সমাবেশ দেখিয়া স্পার্টার জনগণ সাতিশয় সন্ত্রাশ-যুক্ত হইল এবং যে কোন প্রকারে হউক, অবশ্যই পাই-লস জয় করিতে হইবে, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উহার অনতিদূরবর্ত্তী স্ফাকটিরিয়া দ্বীপে আসিয়া শিবির সন্নি-বেশিত করিল। এথিনীয়েরাও সেই সময়ে যুদ্ধস্থলে কতকগুলি রণতরী প্রেরণ করে। সুতরাং স্ফাক্টিরিয়া দ্বীপস্থ স্পার্টীয় সেনাগণ কোথায় পাইলস লইবে, না আপনারাই দুই দিকে শত্রুসৈন্যদ্বারা রুদ্ধ হইয়া পড়িল। কিন্তু রুদ্ধ হইলে কি হয়, উহারা অনেকেই স্পার্টার প্রধান প্রধান বংশের সন্তান, মানভয়ে ভীত এবং সকলেই রণ-পণ্ডিত। অতএব তাহারা এমন বিক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল যে, এথিনীয়েরা দুই দিক হইতে একেবারে আক্রমণ করিয়াও তাঁহাদিগের অধিকৃত দ্বীপে দন্তস্ফুট করিতে পারিল না। এই সময়ে এথিনীয়দিগের

সঙ্ঘাতে দুই ব্যক্তি অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনের নাম ক্লিয়ন, অপর ব্যক্তির নাম নিকিয়াস। ক্লিয়ন নিতান্ত গর্ব্বিত, মূর্খ এবং অব্যবস্থিত চিত্ত ছিল। নিকিয়াস শান্তস্বভাব, বিজ্ঞ এবং ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। যখন স্ফাকটিরিয়া জয় হইতেছে না, এই সংবাদ এথেন্সে পৌঁছিল তখন ক্লিয়ন বলিয়া উঠিল, যদি আমি সেনাপতি হই, তবে রণস্থলে গমন মাত্র স্পার্টীয় বীরগণকে পরাজিত ও নিগড়বদ্ধ করিয়া আনিতে পারি। এথিনীয়েরা জানিত যে, ক্লিয়নের কোন ক্ষমতাই নাই। তথাপি লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের কি বিচিত্র কার্য্য! তাহারা তামাসা দেখিবার বাসনায় তৎক্ষণাৎ সকলে একমত হইয়া ক্লিয়নকেই সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করিল। কিন্তু কেমন দৈব ঘটনা! ক্লিয়ন স্ফাকটিরিয়া দ্বীপে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধের উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে স্পার্টীয়দিগের শিবির সন্নিহিত বনে অগ্নি লাগিল; সুতরাং উহারা যুদ্ধে যথোচিত বিক্রম প্রকাশ করিতে না পারিয়া পরাজিত ও বন্দীকৃত হইল এবং ক্লিয়নের প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল।

ইহার পর ক্লিয়ন আর একটি যুদ্ধে যায়। মাসিডোনিয়ার সন্নিহিত সমুদ্রের উপকূল ভাগে কতিপয় নগর এথেন্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সজ্জা করিয়াছিল। বিশেষতঃ স্পার্টার রাজা মহাবীর সাধুশীল ব্রাসিডাস তৎপ্রদেশে উপস্থিত হইয়া এথিনীয়দিগের অনেক হানি করিতেছিলেন।

ক্লিয়ন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত এবং স্বয়ং নিহত হইল। কিন্তু স্পার্টীয়দিগের ব্রাজাও ঐ সময়ে বিজয়লক্ষ্মীর ক্রোড়ে সমরশায়ী হইলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষের বিবিধ অপকার দর্শনে উভয় দলের লোকেই সমরপরাঙ্মুখ হইয়া পরিশেষে ৪২১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সন্ধিবন্ধনে সম্মত হইল। নিকিয়াস এই সন্ধির প্রধান প্রয়োজক ছিলেন বলিয়া ইহাকে নিকিয়াসের সন্ধি বলে।

অষ্টম অধ্যায়।

[সিসিলি আক্রমণ, আলকিবাইডিস, এথেন্সের স্বাধীনতা বিলোপ।]

গ্রীসে কোন সন্ধি অধিককাল স্থায়ী হইবার নহে। বিশেষতঃ এই সময়ে নিকিয়াসের প্রতিযোগী 'আলকিবাইডিস' নামক নানা গুণ সম্পন্ন কিন্তু নিতান্ত স্বার্থপর এবং সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত যে যুবাপুরুষ এথিনীয়দিগের সভামধ্যে আপন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাঁহার একান্ত বাসনা হইল যে, পুনর্ব্বার দুই দলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কারণ তাহা হইলে তিনি সেনাপতি হইয়া খ্যাতি এবং সম্পত্তি লাভ করিয়া চরিতার্থ হইতে পারেন। ফলতঃ তাঁহার কৌশলে পুনর্ব্বার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে "মিলস" দ্বীপ এথিনীয়দিগের অধিকৃত হয়।

এথিনীয়েরা ইহার কিয়ৎকাল পরে সিসিলীদ্বীপ জয়াভিলাষে বহু রণতরী এবং সমূহ সেনা প্রেরণ করে। প্রথমে আলকিবাইডিস, লামাকস এবং নিকিয়াস তিন জনে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইয়া সিসিলী যাত্রা করেন। কিন্তু আলকিবাইডিসের শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার অবিদ্যমানে অভিযোগ উত্থাপন করাতে তাঁহাকে প্রত্যানীত করিবার নিমিত্ত অনুজ্ঞাপত্রী প্রেরণ করা হয়। আলকিবাইডিস তৎপ্রাপ্তি মাত্র সেনাপতিত্ব ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করতঃ স্পার্টা নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। তিনি তত্রত্য নাগরিকদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, এথিনীয়েরা যাহাতে সিসিলী দ্বীপ জয় করিতে না পারে, এমত চেষ্টা করা তাহাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। স্পার্টার লোকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করতঃ অবিলম্বে "গিলিপস" নামা আপনাদিগের সেনাপতিকে বহু সৈন্য সমেত সিসিলী দ্বীপে প্রেরণ করিল। এদিকে "হর্ম্মক্রেটস" নামক একজন সদ্বক্তা ও সদ্বিবেচক সুবীর সিসিলীদ্বীপে সিরাকুসীয় নাগরিকদিগের অধ্যক্ষতা গ্রহণপূর্ব্বক বিলক্ষণ কৌশল সহকারে উক্ত নগর রক্ষা করিতেছিলেন। গিলিপসের সহিত তাঁহার সংযোগ হইলে এথিনীয়েরা দুর্ব্বল হইল। ফলতঃ কোন দেশের স্থান সন্নিবেশাদি যদি উত্তমরূপ জানা না থাকে, সেখানকার সমুদ্র ভাগের কোথায় কত জল, কেমন স্রোত কিছুই পরিজ্ঞাত না হয়, বিশেষতঃ যদি সেই দেশের প্রজা বিরূপ

হয়, তবে তাহা জয় করা সাধারণ ক্ষমতার কর্ম্ম নহে। নিকিয়াসও যে তেমন কোন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই বোধ হয় না। আর তাঁহার অভিনব সহযোগী ডিমস্থিনিসও তাঁহার অপেক্ষা সমধিক পারদর্শী লোক ছিলেন না। সুতরাং বিচক্ষণ হর্ম্মক্রেটিস এবং রণপণ্ডিত গিলিপসের হস্তে উহারা সর্ব্বতোভাবেই পরাভূত হইয়া সপোত সৈন্য বন্দীকৃত হইলেন। বন্দীকৃত এথিনীয়েরা অধিকাংশই সিসিলীয়গণের দাসত্বে নিযুক্ত হইল।

এথেন্সে এই দুঃসমাচার প্রচারিত হইবামাত্র একেবারে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। এথিনীয়েরা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিল যে, তাহাদিগের শৌর্য্য, বীর্য্য, গৌরব, বিভব সকলই সিসিলী সাগরে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে, আর কখন পুনর্ব্বার উত্থিত হইতে পারিবে না। বস্তুতঃ, স্পার্টার লোকেরা উদ্যম করিলে সেই সময়েই এথেন্স জয় করিতে পারিত। কিন্তু উহারা তখন কিছুই করিল না। কেবল আটিকার মধ্যে "ডেসিলিয়া" নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া এথেন্সের পার্শ্বে কণ্টকস্বরূপ হইয়া পীড়া দিতে লাগিল। "আলকিবাইডিস" ও স্পার্টার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়া এথেন্সের সহিত যে সকল দেশের মৈত্রী ছিল, তাহাদিগকে একে একে স্পার্টার সপক্ষ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে এথিনীয়েরা আপনাদিগকে নিতান্ত অস-

হায় দেখিয়া অগত্যা আলকিবাইডিসেরই প্রত্যাগমনার্থ সচেষ্ট হইল। আলকিবাইডিস বলিয়া পাঠাইলেন, যদি তোমরা শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া সাধারণী সভার ক্ষমতা হ্রাস করতঃ আমার মনোনীত চারিশত লোকের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ কর, তবে আমি তোমাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া শত্রু পরাভব করি। গত্যন্তর রহিত দুর্ভাগ্য এথিনীয়েরা তাহাই স্বীকার করিল; তখন "আলকিবাইডিস' স্বয়ং তাহাদিগের সেনাপতি হইলেন এবং অচিরকাল মধ্যে স্পার্টার বহু সৈন্যচয় পরাভূত করিয়া পরিশেষে তাহাদিগের পোতাধ্যক্ষ 'মিণ্ডেরসকে' যুদ্ধে নিহত ও তদধীন সমুদায় যুদ্ধপোত স্বহস্তগত করিলেন। এথিনীয়দিগের আর আনন্দের পরিসীমা রহিল না। কিন্তু ইহার অত্যল্পকাল পরে আলকিবাইডিসের অনুপস্থিতিতে তাঁহার সৈন্যচয় অপর এক জন সেনানায়কের দোষে স্পার্টার সুচতুর সেনাপতি ও রাজা লাইসাণ্ডার কর্ত্তৃক পরাভূত হইল। ইহা হওয়াতে এথিনীয়েরা সন্দেহ করিল যে, আবার বুঝি আলকিবাইডিস শত্রুপক্ষ হইয়াছে, নচেৎ তৎপরিচালিত সৈন্যের কদাচ পরাভব হয় না; এই বিবেচনা করিয়া উহারা আলকিবাইডিসকে পুনর্ব্বার নির্ব্বাসিত করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপ্রচলিত সাধারণ-তন্ত্র শাসন প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করিল। আলকিবাইডিস ইহার পর আর কখন জন্মভূমির মুখ দর্শন করিতে পাইলেন না। পারস্য রাজ্যের সেট্রাপ ফার্ণাবেজস তাঁহাকে বিনষ্ট করে।

ইহার পর “আর্গিনুস” অন্তরীপের সন্নিধানে স্পার্টার এবং এথেন্সের সৈন্যে তুমুল নৌসংগ্রাম হয়। তাহাতেও এথিনীয়েরা জয় লাভ করে, এবং বিপক্ষ সেনাপতি সুসাহসিক “কালিক্রেটিডাস” রণশায়ী হয়েন। কিন্তু এথিনীয় নাগরিকেরা এমনি পাপিষ্ঠ যে যুদ্ধজেতা সেনানীগণের বিরুদ্ধে অকারণ অভিযোগ করিয়া তাহাদিগের প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। বোধ হয় যেন এত দিনে এথিনীয়দিগের পাপের ভার পূর্ণ হইল। কারণ ইহার পর লাইসাণ্ডর পুনর্ব্বার স্পার্টার সেনাপতি হইয়া ইগসপটেমসের যুদ্ধে এথিনীয় সমুদায় যুদ্ধপোত আপন হস্তগত করিলেন এবং অবিলম্বে সসৈন্যে এথেন্সের সমক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এথিনীয়েরা তৎকালে সম্পূর্ণরূপে অশরণ হইয়া পড়িয়াছিল॥ লাইসাণ্ডর এথেন্স অধিকার করিয়া থেমিষ্টক্লিস বিনির্ম্মিত এথেন্সের প্রাকার সমস্ত ভগ্ন করিয়া দিলেন; এবং সাধারণ-তন্ত্র শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তে নিজ নির্দ্দিষ্ট ত্রিংশৎ ব্যক্তির দ্বারা রাজকার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে এই নিয়ম সংস্থাপিত করিলেন। তিনি এথিনীয়দিগকে অঙ্গীকার করাইলেন যে, তাহারা কখন বারখানির অধিক যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারিবে না, আর তাহারা স্পার্টার শত্রুকে আপনাদিগের শত্রু এবং স্পার্টার মিত্রকে আপনাদিগের মিত্র জ্ঞান করিয়া চলিবে। ফলতঃ যে এথেন্স গ্রীকদেশের চক্ষুস্বরূপ ছিল, ইহার

পর তাহা কেবল নামে মাত্র বিদ্যমান রহিল। এই ব্যাপার ৪০৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

নবম অধ্যায়।

[ত্রিংশদ্দুরাচারের শাসন—সক্রেটিস—বিদ্যাচর্চ্চা—পারস্য সাম্রাজ্য—জেনোফন—এজিসিলিয়স—আণ্টালকিডাস কৃত সন্ধি।]

এথেন্সে লাইসাণ্ডর কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন আরম্ভ হইলে প্রজা সকল অত্যন্ত প্রপীড়িত হইতে লাগিল। অনেক সুভদ্র ব্যক্তি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন, অনেকে নির্ব্বাসিত হইলেন, দুষ্ট লোক মাত্রের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইল; ফলতঃ এথেন্সের পরম শত্রু-রাও উহার তাৎকালিক দুরবস্থা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া-ছিল। অন্যের কথা কি, স্পার্টার লোকেরাও অনেকে আপনা-দিগের পূর্ব্ব প্রতিযোগী এথেন্সকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে লাগিল। তাহার শাসন-কর্ত্তা ত্রিংশদ্ব্যক্তির মধ্যেও কেহ কেহ প্রজাপক্ষ হইয়া অত্যাচার নিবারণে যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু 'থরামিনিস' নামা তাহাদিগেরই মধ্যে এক জন তাদৃশ যত্ন করাতে তাহার সহচরেরা তৎপ্রতি দ্বেষভাব সম্পন্ন হইয়া হেমলক নামক বিষময় বৃক্ষপত্রের রস পান করাইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করে।

এই সময়ে "হেমলক" রসপানে আর একটি এথিনীয় মহাত্মার প্রাণবিনাশ হয়। ইনি পৃথিবীতে কেবল পরোপকার সাধনার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—ইঁহাকে ডেলফির, জাগ্রত "আপলো" দেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন—ইঁহারই শিষ্যমণ্ডলীর প্রণীত বিবিধ দর্শন শাস্ত্রের জ্যোতিঃ দ্বারা সকল ইউরোপীয় জনপদ অদ্যাপি প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে; ইঁহারই চরিত্র অদ্যাপি ইউরোপীয় লোকের আদর্শস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে; এই পরমজ্ঞানী মনস্তত্ত্ব-শাস্ত্রের পথপ্রদর্শক, জগৎগুরু, সুসাধু, সক্রেটিস এই সময়ে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। ইঁহার মৃত্যুর বিবরণ পাঠ করিলে পাঠকমাত্রেরই শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং সকলেরই মন হইতে মৃত্যুভয় দূরীকৃত হয়। ইনি কারারুদ্ধ হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যে কথোপকথন করেন, তাহারই তাৎপর্য্যসঙ্কলন করিয়া তদীয় প্রিয় শিষ্য "প্লেটো" জীবাত্মার অনশ্বরত্ব প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। সেই পুস্তক পাঠ করিয়া জীবাত্মার চিরস্থায়িত্ব বিষয়ে এমত দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, একদা "ক্লিয়ম্ব্রোটাস" নামা কোন গ্রীক যুবক স্বেচ্ছাতঃ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু সক্রেটিসও রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহা ভাবিতে গেলে অবশ্যই বোধ হইবে যে, ইহলোকে মনুষ্যের যে সকল দুর্ঘটনা ঘটে তাহার সকলই তাঁহার ইহজন্মার্জ্জিত স্বকীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ হইতে পারে না।

এথেন্স হইতে যত সুভদ্র ব্যক্তি নির্ব্বাসিত হয়েন তন্মধ্যে 'থ্রাসিবুলস' নামা এক মহাত্মা ত্রিংশদ্দুরাচারের প্রতি প্রজামণ্ডলীর বিরাগ দর্শন করিয়া নিজ জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধনের উপায় করিলেন। ইনি হঠাৎ আসিয়া এথেন্স আক্রমণ করতঃ উক্ত দুরাচারদিগকে নির্ব্বাসিত করিলেন। স্পার্টার লোকেরাও এথেন্সের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে দিল। বিশেষতঃ লাইসাণ্ডরের প্রতিপক্ষ স্পার্টার রাজা 'পসেনিয়সের' অনুগ্রহে এথিনীয়েরা নির্ব্বিঘ্নে আপনাদিগের পূর্ব্বরূপ শাসন প্রণালী সংস্থাপিত করিতে পারিল।

এথিনীয়েরা ইহার পর শীঘ্র কোন বিশেষ যুদ্ধে হস্তার্পণ করে নাই। তাহাদিগের নগরে 'আরিষ্টফেনিস' প্রভৃতি যে সকল মহাকবিগণ নাটিকা ত্রোটকাদি বিরচন করিতেছিলেন, প্লেটো এবং ডাইওজিনিস' প্রভৃতি দার্শনিকগণ দর্শন শাস্ত্রের যেরূপ সম্যক্ চর্চ্চা করিতেছিলেন, থুকিডিডিস্ প্রভৃতি ইতিহাস লেখকগণ যে সকল বিচিত্র পুরাবৃত্ত বিরচন দ্বারা গ্রীকদিগের নাম চিরস্মরণীয় করিতেছিলেন, এথিনীয়েরা সেই সকল দর্শন শ্রবণাদি করিয়া নিরুদ্বেগে ও নির্ব্বিঘ্নে কালাতিবাহিত করিতে লাগিল।

কিন্তু স্পার্টার লোকেরা কখনই কাব্যরসপ্রিয় ছিল না। যুদ্ধই তাহাদিগের একমাত্র ব্যবসায় ছিল। তাহারা যেরূপে পারস্যরাজ্যের সহিত তুমুল সংগ্রামে নিমগ্ন হইল, তাহা ক্রমশঃ কথিত হইতেছে।

পারস্য সম্রাটেরা গ্রীসের প্রতিকূলে সমূহ সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য্য হওয়াতে তাঁহাদিগের বৃহৎ সাম্রাজ্য অতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, এবং কোন সম্রাটই সমধিক কাল রাজ্য করিয়া দেশের বলবৃদ্ধি করেন, এমত অবকাশ পান নাই। জরক্সিসের পরবর্ত্তী ভূপালেরা কেহ দুই মাস কেহ বা সাত মাস মাত্র রাজ্য করিয়া কোন বিশেষ কীর্ত্তি স্থাপন ব্যতিরেকেই লোকান্তর গমন করেন। পরিশেষে 'আর্টাজরক্সিস নিমন্' এবং সাইরস নামক ভ্রাতৃদ্বয়ে রাজ্যাধিকার লইয়া মহা বিবাদ হয়। 'সাইরস' কনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইবার লোভে কতকগুলি গ্রীক জাতীয় সৈন্যের সহায়তায় জ্যেষ্ঠের প্রতিকূলে জৈত্র যাত্রা করেন। বেবিলনের নিকটবর্ত্তী 'কুনাকসা' নামক স্থানে দুই প্রতিপক্ষসৈন্যে যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে গ্রীক সেনাগণ বিজয়ী হয়, কিন্তু সাইরস স্বয়ং নিহত হয়েন। ইহার পর পারস্য সাম্রাটের অনুচরবর্গ উক্ত গ্রীক সেনার অধিনায়কগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক তাহাদিগের প্রাণবধ করে। এইরূপে গ্রীক সৈন্যগণ শত্রুরাজ্য মধ্যে রাজবিহীন এবং নায়কবিহীন হইয়া নিতান্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু সুসম্মিলিত সাহসিক বীরগণের কেমন ক্ষমতা! দশ সহস্র মাত্র গ্রীক সেনা অনায়াসে বিঘ্নসমূহ উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সক্রেটিসের শিষ্য বিজ্ঞবর জেনোফন নামক ইতিহাসলেখক ঐ গ্রীক সেনাগণকে স্বদেশে প্রত্যানীত করেন।

এই সময় অবধি গ্রীকজাতির সহিত পারসীকদিগের পুনর্ব্বার সংগ্রাম আরম্ভ হইল। গ্রীস দেশের মধ্যে এক্ষণে স্পার্টাই সর্ব্বপ্রধান হইয়াছিল। অতএব তদ্দেশীয় সেনাপতিগণ সসৈন্যে যাইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিলেন। 'এজিসিলেয়স্' নামা অতি বুদ্ধিমান স্পার্টার খঞ্জ ভূপাল পারস্য সাম্রাজ্যকে ছারখার করিয়া ফেলিলেন। পারসীকেরা বাহুবলে গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া আপনাদিগের অর্থবল বিস্তার আরম্ভ করিল। অর্থাৎ উহারা আর্গস, করিন্থ, এথেন্স এবং থিবস প্রভৃতি নগরের নাগরিকগণকে বহু অর্থ প্রদান করিয়া স্পার্টার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে সম্মত করিল। এই যুদ্ধের উপক্রম হইলে স্পার্টীয়েরা আপনাদিগের রাজা এজি-সিলেয়সকে গ্রীসে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু তিনি স্বদেশের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিলেন না। পরিশেষে ২৮৭ পূঃ খৃঃ অব্দে 'আণ্টাল কিডাস্' নামক একজন স্পার্টার নাগরিক পারস্যে যাইয়া সাধারণ সন্ধিবন্ধন করিয়া আসিল। উক্ত সন্ধিপত্রীর নিয়মানুসারে 'এসিয়া মাইনরের' উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় উপনিবেশ সমুদায় পারস্য সম্রাটের অধীন হইল, গ্রীসের অন্তর্গত কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ নগর মাত্রের পরস্পর স্বাধীন

থাকিবার প্রস্তাব হইল, এবং স্পার্টার যুদ্ধপোত সমস্ত পারস্য সম্রাটের হস্তগত হইল। ফলতঃ একান্ত স্বার্থপর স্পার্টার লোকেরা আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত গ্রীসের মাহাত্ম্য পারস্য-সম্রাটের পদাবনত করিল।

দশম অধ্যায়।

[থিবসের প্রাধান্য—ফিলিপ—ডিমস্থিনিস—মাসিডোনিয়ার প্রাধান্য।]

স্পার্টীয়েরা এইরূপে পারস্যের সহিত হীন সন্ধি করিয়া নানা প্রকার কৌশলে পুনর্ব্বার স্বদেশে আপনাদিগের প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিল। একদা তাহাদের সেনাপতি 'ফিবিডাস' অধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক থিবস নগরের দুর্গাধিকার করিয়া তন্মধ্যে সৈন্য রাখিয়া আসিল। স্পার্টীয়েরা ফিবিডাসের দণ্ড করিল বটে, কিন্তু তৎকৃত অধিকার পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইল না। এই সময়ে থিবসের সহিত স্পার্টার সন্ধি ছিল; সুতরাং স্পার্টার তাদৃশ দুষ্টাচরণ দর্শনে গ্রীসের সকল লোকেই স্পার্টীয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। তৎকালে 'পিলোপিডাস' নামক কোন মহাত্মা থিবস হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া স্থানান্তরে নিবাস করিতেছিলেন। তিনি

একদা রাত্রিযোগে কতিপয় স্বজন সমভিব্যাহারে ছদ্ম বেশ ধারণ করিয়া থিবস নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং স্পার্টীয়পক্ষ দুরাচারদিগকে বিনষ্ট ও নির্ব্বাসিত করিয়া জন্মভূমির স্বাধীনতা সাধন করিলেন। এই সময়ে ‘ইপা-মিনণ্ডাস’ নামা কোন পণ্ডিত থিবসে বাস করিতেন। তিনি শাস্ত্রানুশীলন পরিত্যাগ করিয়া তৎকালোপযোগী শস্ত্রবিদ্যা অবলম্বন পূর্ব্বক বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে পর থিবসের লোকেরা তাঁহাকেই সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। ইপামিনণ্ডাস যুদ্ধে নানা প্রকার আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিলেন, এবং ‘লিউক্ট্রার’ যুদ্ধে শত্রু পক্ষীয়দিগের গর্ব্বচূর্ণ করিয়া স্পার্টা নগর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে গেলেন। ফলতঃ তাঁহার সময়ে থিবস নগর গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইল। এথি-নীয়েরাও ঈর্ষাবশ হইয়া আপনাদিগের পরম শত্রু স্পার্টীয়দিগের সহিত যোগ দিল। কিন্তু উহারা কেহই থিবসের তেজোহ্রাস করণে সমর্থ হইল না। ‘মান্টি-নিয়ার’ যুদ্ধে এথেন্স এবং স্পার্টার মিলিত সৈন্যচয় ইপা-মিনণ্ডাসের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। কিন্তু সে যুদ্ধে তিনি স্বয়ং নিহত হইলেন। এই সময়ে স্পার্টার রাজা সুবিখ্যাতনামা এজিসিলেয়সও লোকান্তর গমন করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে মিসরে গমন করিয়াছিলেন। কারণ মিসরীয়েরা পারস্যরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উত্থা-পন করিয়া তাঁহার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল।

কিন্তু এজিসিলিয়স মিসরে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি হীনবল হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনান্তর লৌকিক লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে স্পার্টীয়েরা একান্ত ক্ষীণবল হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করিতে লাগিল. এবং ৩৬১ পূঃ খৃঃ অব্দে সন্ধিপত্র অবধারিত হইয়া কিয়ৎ কালের নিমিত্ত সমরানল নির্ব্বাপিত হইল।

থিবীয়দিগের প্রাধান্তের সময় তাহারা মাসিডোনিয়া প্রদেশে একদল সৈন্য প্রেরণ করে। তৎকর্তৃক মাসিডোনীয় রাজাদিগের অন্তর্ব্বিবাদের নিষ্পত্তি হয়, এবং তথাকার রাজপুত্র ফিলিপ থিব্‌স নগরে আনীত হয়েন। ইপামিনণ্ডাস যুবরাজ ফিলিপের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, এবং তাঁহাকে স্বাবিষ্কৃত সমরকৌশল সকল শিক্ষা করাইয়া বিলক্ষণ যুদ্ধনিপুণ করিয়াছিলেন। ফিলিপ স্বদেশে রাজা হইয়া আপনার রণপাণ্ডিত্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে মাসিডোনিয় এবং থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী গ্রীসীয় ঔপনিবেশিকদিগকে আপন অধীন করিলেন, মাসিডোনিয়ার সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, গ্রীসের বাগ্মিগণকে উৎকোচ প্রদানদ্বারা স্ববশীভূত করিলেন, এবং যখন গ্রীকেরা সকলে মিলিত হইয়া ফোসীয়দিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তিনি কৌশলপূর্ব্বক আপনাকে ঐ মিলিত সৈন্যের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করাইলেন! এই রূপে মাসিডোনিয়ার রাজা গ্রীসের মধ্যে অদ্বিতীয় শক্তি

সম্পন্ন হইলে পর কোন কোন সুবোধ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ এথেন্স নগরের প্রধান সদ্বক্তা 'ডিমস্থিনিস' বহু পূর্ব্বাবধি ফিলিপের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। জগতে যে সকল প্রজাসাধারণ ব্যক্তি সময়ে সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া গিয়াছেন, ডিমস্থিনিস তাঁহাদিগের মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইঁহার জীবনচরিত পাঠ করিলে মনে অদ্ভুত রসের উদয় হয়, এবং 'মনুষ্যের অসাধ্য কিছুই নাই,' এই প্রসিদ্ধ উক্তি সপ্রমাণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি বালককালে তোতলা ছিলেন, ইঁহার মুদ্রাদোষও বিবিধ প্রকার ছিল; স্মৃতিশক্তিও উত্তম ছিল না—বহু পরিশ্রমে যাহা অভ্যাস করিতেন, অল্পক্ষণ মধ্যেই তাহা সমুদায় বিস্মৃত হইতেন। ইনি শিক্ষাগুরুও উত্তম পায়েন নাই; এবং সহাধ্যায়িগণ পাঠকালে ইঁহার বিকৃত অঙ্গভঙ্গী দর্শন করিয়া হাস্য বিদ্রুপাদিদ্বারা সর্ব্বদাই মনোমালিন্য জন্মাইত। কিন্তু ডিমস্থিনিস্ এই সকল বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া জগতে অদ্বিতীয় খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, তাঁহার তুল্য সদ্বক্তা কোন ব্যক্তি এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তিনি বাল্যকালে জিহ্বার জড়তা নিবারণ করিবার নিমিত্ত মুখমধ্যে উপলখণ্ড স্থাপন করিয়া সমুদ্রকূলে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেন—মুদ্রাদোষ নিবারণার্থ আপন স্কন্ধ-

দেশের উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ করবালদ্বয় আলম্বিত করিয়া রাখিতেন, সুতরাং বিকৃত অঙ্গভঙ্গী হইলেই অসিধারে তাঁহার শরীর বিদ্ধ হইত।—স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত তিনি যে পুস্তক পাঠ করিতেন, তাহা স্বহস্তে সমুদয় লিখিতেন, বিশেষতঃ থুকিডিডিস প্রণীত বিচিত্র ইতিহাস গ্রন্থখানিকে তিনি উপর্য্যুপরি আট বার লিখেন। পরন্তু পাছে লোকালয়ে গমন করিলে নিরর্থক সময়াতিপাত হয়, এই ভয়ে অর্দ্ধমুণ্ডিত মস্তক হইয়া স্বগৃহে নিরুদ্ধ থাকিতেন; এবং এক খানি দর্পণ সমক্ষে রাখিয়া স্ববিরচিত বক্তৃতা পাঠ করিয়া স্বয়ং স্বকীয় দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। ডিমস্থিনিস্ এইরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া স্বদেশের হিতসাধনে সচেষ্ট হইলেন। তিনি দেখিলেন যে মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ অত্যন্ত দুরাকাঙ্ক্ষ এবং যেমন দুরাকাঙ্ক্ষ তেমনি চতুর, সুতরাং কেহ তাহার মনোগত অভিপ্রায় অবগত হইতে পারেন না। ডিমস্থিনিস্ এথেন্স পুরবাসিগণকে সর্ব্বদাই সাবধান করিতেন, যেন তাহারা ফিলিপের বলবৃদ্ধি করিতে না দেয়। কিন্তু এথিনীয়েরা প্রথমে কোন বিশেষ চেষ্টা করিল না। পরিশেষে ৩৩৮ খৃঃ অব্দে যখন ফিলিপের দুষ্টাভিপ্রায় সুব্যক্ত হইল, তখন এথিনীয়েরা থিবীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কিরোনিয়া' নামক স্থানে যুদ্ধ করে। কিন্তু সেই যুদ্ধে উহারা সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হয়। এই অবধি মাসিডোনিয়ার রাজা নামে না হউন কিন্তু

কার্য্যে সমুদায় গ্রীসের অধিপতি হইয়াছিলেন। অনন্তর ফিলিপ মনস্থ করিলেন, সমুদায় গ্রীসীয় সৈন্য লইয়া পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করিবেন। ৩৩৭ পূঃ খৃঃ অব্দে করিন্থ নগরে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে অবধারিত হয় যে, গ্রীসের সর্ব্বস্থান হইতে সৈন্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফিলিপ পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে যাইবেন। কিন্তু 'পসেনিয়স' নামা কোন দুরাত্মা সহসা তাঁহার প্রাণবধ করাতে তৎকালে গ্রীকদিগের অভিসন্ধি সিদ্ধির ব্যাঘাত উপস্থিত হইল।

একাদশ অধ্যায়।

[মহানুভব আলেকজাণ্ডর—এণ্টিপেটর।]

যখন ফিলিপের মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র আলেক-জাণ্ডরের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষ মাত্র। কিন্তু আলেক-জাণ্ডর সেই তরুণ বয়সেই নিজ নৈসর্গিক অসাধারণ ক্ষমতার নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি রাজা হইয়া দেখিলেন, তাঁহাকে অক্ষম বিবেচনা করিয়া তদীয় পিতৃশত্রুগণ সকলে পুনর্ব্বার শীর্ষোত্তোলন করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ রণসজ্জা করিয়া প্রথমতঃ থ্রেস-দেশবাসী অসভ্য লোকদিগের উপর আপনার প্রভুত্ব পুনঃ সংস্থাপিত করিলেন। তাহার পর অন্যান্য অনেক শত্রুকে দমন করিয়া নিজ রাজ্যের উত্তরাঞ্চল একেবারে

উপদ্রবশূন্য করিয়াছেন এমত সময়ে শুনিলেন থিবীয়েরা সকলে ঐকমত্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিদ্রোহাচরণ করিয়াছেন। তাহারা জনরবে শ্রবণ করিয়াছিল, যে, আলেকজাণ্ডার থ্রেসবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন। এই শুনিয়া তাহারা পুনর্ব্বার স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়। আলেকজাণ্ডার এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র অতি বেগে আগমন করিয়া হঠাৎ থিবসনগর সমক্ষে উপনীত হইলেন। থিবীয়েরা তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। আলেকজাণ্ডার উহাদিগের প্রতি একান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া সমুদায় থিবসনগর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, আর যাবতীয় নাগরিকগণকে দাস-স্বরূপে বিক্রীত করিলেন।

আলেকজাণ্ডারের এই পুরুষ দণ্ডে যদিও তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইয়াছে বটে, তথাপি উহার দ্বারা তৎকালে এই এক মহৎ্পকার দর্শিল যে, বিদ্রোহোন্মুখ অপরাপর গ্রীকেরা তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া নিবৃত্ত হইল, এবং যেমন তাহারা তাঁহার পিতার প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছিল, সেই রূপ তাঁহার প্রাধান্যও স্বীকার করিল।

৩৩৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ত্রিংশৎ সহস্র পদাতি এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে পারস্যদেশ আক্রমণ করিতে গেলেন। এসিয়ামাইনর 'গ্রানিকস' নদীর কূলে প্রথম যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেন এবং তাহাতেই সমুদয় এসিয়ামাইনর তাঁহার অধিকৃত হইল।

অনন্তর পারস্য সম্রাটের ভৃতিভুক্ অনেক গ্রীসীয়সৈন্য কর্তৃক রক্ষিত হইলেও 'হালিকার্ণাসস্" নগর আলেক্‌জাণ্ডারের অধিকৃত হইল। ইহার পর "গর্ডিয়ম" নামক নগরে প্রবেশ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডার তথাকার প্রসিদ্ধ-গ্রন্থি ছিন্ন করতঃ একটি ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ করিয়া আপনি যে এসিয়াখণ্ডের প্রধান সম্রাট হইবেন, জনগণের মনে এমত প্রতীতি জন্মাইলেন। এইরূপ কথিত ছিল যে, যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থি খুলিতে পারিবে সেই আসিয়াখণ্ডে অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য লাভ করিবে। আলেকজাণ্ডার গ্রন্থি মোচন করিতে পারিলেন না, কিন্তু নিজ করবাল দ্বারা তাহা ছিন্ন করতঃ কহিলেন, এইরূপেই সাম্রাজ্য লাভ করিতে হয়। ইহার পর তিনি 'সিডনস্' নামক নদীর সাতিশয় শীতল জলে অবগাহন করিয়া হঠাৎ জ্বরিত হয়েন। সেই পীড়ার সময় কোন ব্যক্তি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া জানায় যে আপনার চিকিৎসক ফিলিপ শত্রুস্থানে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া ঔষধের ছলে আপনাকে বিষপ্রদান করিবে, অতএব ফিলিপ প্রদত্ত ঔষধ আপনি সেবন করিবেন না। কিন্তু আলেকজাণ্ডার অতি শৈশবাবধি ফিলিপকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল যে, তাদৃশ ব্যক্তি কদাপি এমন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এই ভাবিয়া যখন ফিলিপ তাঁহাকে ঔষধ প্রদান করিতে আসিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার এক হস্তে সে ঔষধ লইয়া পান করিতে করিতে অপর হস্ত দ্বারা ফিলিপকে পূর্ব্বোক্ত

পত্র পাঠ করিতে দিলেন। ধর্ম্মাত্মা ফিলিপ আপনার প্রতি প্রভুর তাদৃশ বিশ্বাস দর্শনে যে কি পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইলেন, তাহা বর্ণনীয় নহে।

পারস্যরাজ দরায়ুস এত দিন নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য সমাবেশ করিয়া সিলিসিয়া প্রদেশের প্রান্তে আসিয়া আলেক্জাণ্ডারের গতিরোধ করিলেন। ঐ স্থানের নাম ইসস। তথায় যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে পারস্যসম্রাট সর্ব্বতোভাবে পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও কন্যাদ্বয় বিজেতার হস্তগত হইয়া তৎকর্ত্তৃক অতি সমাদর ও সম্মান পূর্ব্বক পরিরক্ষিত হইতে লাগিলেন। এই যুদ্ধের পর আলেক্জাণ্ডার বহু যত্নে 'টাইয়র' এবং 'গাজা' নামক নগরদ্বয় অধিকৃত করিয়া তত্রত্য নাগরিকগণের থিবীয়দিগের তুল্য দুর্গতি করিলেন এবং ক্রমে "পালেষ্টিন" "সিরিয়া" ও "মিসর" প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া "লিবিয়া মরুর মধ্যস্থ যুপিটর আমন" দেবের মূর্ত্তি দর্শন করিতে গেলেন। আলেক্জাণ্ডার নীল নদের মুখে "আলেকজান্দ্রিয়া" নামে এক নগর নির্ম্মাণ করেন। সেই নগর অচিরকাল মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ প্রধান বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিল। টাইয়র বিনাশে চতুর্দ্দিকস্থ নানা দেশীয় বণিক্গণ বাণিজ্যার্থে আলেক্জান্দ্রিয়াতেই আসিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে দরায়ুস পূর্ব্বাপেক্ষা মহত্তর সৈন্যসংগ্রহ

করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়াছিলেন। আলেক্জাণ্ডার তৎ শ্রবণমাত্র মিশর হইতে নির্গত হইলেন, এবং 'ইউফ্রেটিস' ও "টাইগ্রিস" নদী উত্তীর্ণ হইয়া "গগামিলা" নামক স্থানে আসিয়া পারসীক সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। কথিত আছে যে, যে দিনে এই যুদ্ধ হয়, তাহার পূর্ব্ব রাত্রিতে আলেক্জাণ্ডারের প্রধান সেনাপতি "পার্মিনিও তাঁহাকে কোন উন্নত প্রদেশ হইতে নিষুপ্ত শক্রসৈন্য প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন, এই রাত্রিতেই শক্রকে আক্রমণ করা বিধেয়। কিন্তু মহাত্মা আলেক্জাণ্ডার উত্তর করিলেন, 'না আমি চৌর্য্য দ্বারা জয়লাভ করিতে অভিলাষী নহি'। পর দিনের যুদ্ধে আলেক্জাণ্ডারের সম্পূর্ণ বিজয় হইল। দরায়ুস নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন, এবং সেই সময়ে তাঁহারই সহচর দুরাত্মা "বেসস" কর্ত্তৃক নিহত হইলেন। আলেক্জাণ্ডার বেসসের প্রতি সমুচিত শাস্তি বিধান করিয়াছিলেন।

ইহার পর "বাক্ট্রিয়া" "সগ্ডিয়ানা" প্রভৃতি পার্ব্বতীয় প্রদেশ সমস্ত আলেক্জাণ্ডারের অধীনতা স্বীকার করিল। তিনি ক্রমে ক্রমে আধুনিক তুরাণের দক্ষিণ ভাগ ও কাবুল প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া বর্ত্তমান আটক নগরের সন্নিহিত কোন স্থানে সিন্ধু নদী উত্তীর্ণ হইলেন। তৎকালে "পোরস" নামা কোন বীর পুরুষ পঞ্জাব প্রদেশে রাজ্য করিতেন। তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মাবলম্বন পুরঃসর আলেক্জাণ্ডারের সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করেন এবং তাঁহার সমুদায় সৈন্য যুদ্ধে

ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেও পোরস যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। পরিশেষে বন্দিভাবে আলেক্‌জাণ্ডারের সমক্ষে নীত হইলেন। যখন বিজেতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "হে মহাবীর। তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব? পোরস নির্ভয়ে উত্তর করিলেন "রাজার প্রতি যেরূপ কর্ত্তব্য, তাহাই কর।" আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার তেজোগর্ভ বাক্যে রুষ্ট না হইয়া প্রত্যুত সাতিশয় তুষ্টই হইলেন, এবং রাজোচিত ব্যবহার করিয়া পোরসকে তাঁহার সমুদায় রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

পোরসকে জয় করিয়া আলেক্‌জাণ্ডার দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করতঃ শতদ্রু নদীতীরে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার সৈন্যগণ নিরন্তর যুদ্ধপরিক্লিষ্ট হইয়া অতঃপর দিগ্‌বিজয়ে তাঁহার সহগামী হইতে অসম্মত হইল। সেই হেতু আলেকজাণ্ডারকে অগত্যা দিগ্‌বিজয়ে নিবৃত্ত হইতে হইল। কিন্তু তিনি সহজে ফিরিয়া আসিলেন না। তিনি সিন্ধু নদীতে অনেক তরী নির্ম্মাণ করাইয়া "নিয়ার্কস" নামা আপনার এক জন সেনাপতিকে পোতাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন এবং আপনি স্থলচর সৈন্যগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া উক্ত নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমস্ত জয় করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, পরিশেষে যখন ভারত সমুদ্র তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, তখন আর নূতন দেশ জয় করা হইল না ভাবিয়া আলেক্‌জাণ্ডার মনোদুঃখে ক্রন্দন করিয়াছিলেন।

নিয়ার্কস সমুদায় অর্ণবপোত লইয়া সমুদ্রে গমন করতঃ ক্রমে আরব সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া পারস্যোপসাগরে প্রবেশ করিলেন। এদিকে আলেক্‌জাণ্ডার সিন্ধু নদীর মুখ হইতে পশ্চিমাস্য হইয়া গমন করতঃ বলেচ্‌স্থানের ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। সেই মরুভূমিতে বিবিধ কষ্টে আলেক্‌জাণ্ডারের সমূহ সৈন্য নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে তিনি বেবিলন নগরে উপস্থিত হইয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

কিন্তু অতঃপর আলেক্‌জাণ্ডারকে অধিক কাল রাজ্য করিতে হইল না। তাঁহার স্যাতিশয় পানদোষ জন্মিয়াছিল। এমন কি, এক দিন অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া তিনি এমত উন্মত্ত হয়েন যে, আপনার প্রিয়তম সেনাপতি ও ধাত্রীপুত্র ক্লাইটসকে স্বহস্তে নিহত করেন। এই পান দোষেই তাঁহার ভয়ঙ্কর জ্বর উপস্থিত হয়। তিনি একাদশ দিবস জ্বর ভোগ করিয়া ৩২ বৎসর বয়সে ৩২৩ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে লৌকিকী লীলা সম্বরণ করেন।

আলেক্‌জাণ্ডার অন্যান্য যুদ্ধবীর রাজাদিগের ন্যায় নরশোণিতলোলুপ ছিলেন না। তিনি খ্যাতিলিপ্সা করিতেন বটে, কিন্তু কেবল যুদ্ধ করিয়াই যে খ্যাতিলাভ করিবেন, এমত ইচ্ছা করিতেন না। যাহাতে মনুষ্য সাধারণের বিদ্যা ও সুখবৃদ্ধি হয়, নিরন্তর এমন চেষ্টাও করিতেন।

আলেক্‌জাণ্ডার যুদ্ধে যত নগর নষ্ট করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক নগর সংস্থাপিত করেন। তিনি গ্রীস

হইতে আগমন কালে স্বসমভিব্যাহারে অনেকানেক ইতিহাসবেত্তা ও দার্শনিক পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের দ্বারা এসিয়াখণ্ডে গ্রীকদিগের শাস্ত্র এবং শিল্প বিদ্যা প্রচারিত হয়। আলেক্জাণ্ডারের গুরু জগদ্বিখ্যাত "অরিষ্টটল" নিজ শিষ্য কর্ত্তৃক প্রেরিত বিবিধ রত্ন, প্রাণী ও উদ্ভিদাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শাস্ত্রের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

আলেক্জাণ্ডারের আর এক মহা গুণ এই বলিতে হয় যে, তিনি বিজিত পারসীকদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না করিয়া যাহাতে তাহারা গ্রীকদিগের ন্যায় জ্ঞানবান ও গুণবান হয়, এমত চেষ্টাই করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দরায়ুস রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং আপনার প্রধান প্রধান সেনাপতিকেও অনুরোধ করিয়া প্রধান প্রধান পারসীক বংশীয় কামিনীগণের পাণিগ্রহণ করান। সম্রাট্ এই রূপে গ্রীক এবং পারসীকদিগকে মিলিত করিয়া উভয়ের প্রতি অপক্ষপাত ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাহাতে গ্রীকেরা মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। বিশেষতঃ আলেক্জাণ্ডার পারসীকদিগের ব্যবহৃত সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত প্রভৃতি অতি বিনীতবৎ আচরণে আপনার মনোস্তুষ্টি প্রকাশ করাতে সাহঙ্কার-প্রকৃতিক গ্রীকেরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল, এবং অনেকে রাজবিদ্রোহের মন্ত্রণা করিয়াছিল। আলেক্জাণ্ডার বহু যত্নে ঐ বিদ্রোহের দমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে

পার্মিনিও এবং তৎপুত্র "ফিলোটাস" প্রভৃতি কতিপয় প্রধান প্রধান সেনাপতির প্রাণদণ্ড করিতে হইয়াছিল।

যাহা হউক আলেক্‌জাণ্ডার যে এক জন অতি উদার চরিত্র ব্যক্তি ছিলেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। তবে যে ব্যক্তি আশৈশব যখন যে কর্ম্মে হস্তার্পণ করিয়াছে, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, যাঁহার কীর্ত্তি জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া সকলেরই স্বীকৃত হইয়া থাকে, এবং যাহার মনোগত কোন বাসনাই কখন ব্যর্থ হয় নাই, তাদৃশ ব্যক্তি যে আপনার অলৌকিক সৌভাগ্য দর্শনে আপনাকে মনুষ্যসাধারণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিবে, এবং আপনাকে মনুষ্যমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় কোন কোন নিয়মের অনধীন জ্ঞান করিবে, ইহা সহজেই বোধ-গম্য হইতে পারে।

আলেক্‌জাণ্ডার যখন পারস্য দেশ জয় করিতে যান, তখন পিতৃবন্ধু 'এণ্টিপেটরকে' আপন প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া মাসিডোনিয়ায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। এণ্টিপেটর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন নাই। স্পার্টানিবাসিগণ পুনর্ব্বার অস্ত্রধারণ করিয়া আপনাদের প্রাধান্য সংস্থাপনের চেষ্টা পায়। কিন্তু এণ্টিপেটর 'ইজি' নামক স্থানে যুদ্ধ করিয়া উহাদিগকে পরাভূত করিলে স্পার্টীয়েরা তাঁহার পদাবনত হইয়া শরণ প্রার্থনা করে। ইহার পর আর গ্রীসে শীঘ্র কোন বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু আলেক্‌জাণ্ডারের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইলে

এথিনীয়েরা অস্ত্র ধারণ করে। উঁহারা প্রথমে এণ্টি-পেটরকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করে, এবং তাহার পর থেসালীর অন্তর্গত 'লামিয়া' নামক নগরে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখে। পরন্তু, হঠাৎ উহাদিগের সেনাপতির মৃত্যু এবং এসিয়া হইতে সমূহ মাসিডোনীয় সৈন্যের আগমন হওয়াতে এথিনীয়েরা ৩২২ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'ক্রাননের' যুদ্ধে পরাজিত হয়। এই সময়ে ডিমস্থিনিস বিষপানদ্বারা শরীর ত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সহিত এথেন্সের মাহাত্ম্যও তিরোহিত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়।

[আলেক্‌জাণ্ডারের উত্তরাধিকারিগণ—গ্রীসে রোমীয়দিগের প্রাধান্য।]

আলেক্‌জাণ্ডার মৃত্যুকালে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হইবেন তিনিই আমার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবেন। বোধ হয়, যেন ঐ মহাত্মা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার রাজ্যে উত্তরাধি-কারিত্বে কাহাকেও অভিহিত করায় আপনার মানহানি ব্যতীত অন্য কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। ফলতঃ আলেক্‌জাণ্ডারের সেনাপতিগণ যিনি যাহা পাইলেন, অমনি

সেই রাজ্যের রাজা হইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। 'টলমি সোটর' মিসরের রাজা হইলেন, এণ্টিপেটর ও তাঁহার পুত্র 'কাসাণ্ডর' মাসিডোনিয়ার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন, 'আণ্টিগোনস' এবং 'ইউমিনিস' এসিয়া মাইনরের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন, 'সেলুকস' বেবিলন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হইলেন এবং 'লিসিমাকস' থ্রেসে রাজ্য করিতে লাগিলেন। কাসাণ্ডর মাসিডোনিয়ার আধি-পত্য প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে আলেক্‌জাণ্ডারের বংশ-নাশ করিলেন। আণ্টিগোনস কর্ত্তৃক ইউমিনিস হত হইলেন। তাহাতে আণ্টিগোনসের প্রতি রুষ্ট হইয়া অপরাপর সেনাপতিগণ সকলে তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিলেন, এবং ৩০১ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র 'ডেমিট্রিয়সকে' ইপসরের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া আপনারা তাঁহাদিগের সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। এই ডেমিট্রিয়স ইহার কিয়ৎকাল পরে এথেন্সে গিয়া তথায় আপন পক্ষ বৃদ্ধি করেন, এবং তাহার পর মাসিডোনিয়ার রাজা হন; কিন্তু নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা প্রযুক্ত 'ইপাইরসের' রাজা "পিরহসে"র সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে পরাভূত হইয়া পলায়ন করেন। সেলু-কস তাঁহাকে ধরিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। পিরহস কিছুকাল মাসিডোনে রাজ্য করিলে পর থ্রেস দেশের রাজা লিসিমাকস আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। পিরহস লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ

হইয়া মাসিডোন ত্যাগ করিলে লিসিমাকস তাবৎ গ্রীস ও মাসিডোনের উপর একাধিপত্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজাপালন নিতান্ত মন্দ করেন নাই; কিন্তু তিনি দ্বিতীয় পত্নীর অনুরোধে তৎ সপত্নী পুত্রের প্রাণ-বধ করিলে পর, তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ দুঃখার্ত্তা হইয়া সেলুকসের সমীপে পলায়ন করিল। সেলুকস তৎকর্তৃক উত্তেজিত হইয়া লিসিমাকসের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং ২৮৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে 'সাইরুপিডিয়নের' যুদ্ধে সসৈন্যে তাঁহাকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু সেলুকসও গ্রীসের অধিরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন না। মিসররাজ টলমির পুত্র "টলমি সেরানস" সেলুকসের প্রাণবধ করিয়া আপনি মাসিডোনের রাজা হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে "কেল্ট" জাতীয় অনেক লোকে গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে সেরানস হত হইলেন। এই কেল্ট জাতীয়েরা আপনাদিগের রাজা "ব্রেনস" কর্তৃক পরিচালিত হইয়া ডেলফির দেবালয় আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। উক্ত ব্যাপার ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। টলমি সেরানসের মৃত্যু হইলে পর ডেমিট্রিয়সের পুত্র 'আন্টিগোনস গানাটাস' মাসিডোনিয়ার রাজা হয়েন—কিন্তু পিরহস ইটালি হইতে আসিয়া তাঁহাকে একবার সিংহাসন ভ্রষ্ট করেন। পরে পিরহস স্বয়ং আর্গস আক্রমণ

করিতে গিয়া নিহত হইলে গনাটাস পুনর্ব্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন।

গনাটাসের বংশীয "ফিলিপ" যে সময়ে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনাধিকারী হইলেন, তখন তিনি অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন; অতএব 'আণ্টিগোনস ডসন' নামে এক ব্যক্তি তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে পিলপনিসসের অন্তর্গত "একেয়া প্রদেশের বারটি নগরের লোক মিলিত হইয়া একটি সাধারণ সভা স্থাপন করতঃ পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমুদায় গ্রীসের স্বাধীনতা সাধনের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু তৎকালে স্পার্টার রাজা "এজিস" এবং তাঁহার পর তদুত্তরাধিকারী ক্লিওমিনিস উভয়ে নিজ প্রজাবর্গের রীতি চরিত্র সংশোধন করিয়া পুনর্ব্বার স্পার্টা নগরের পূর্ব্ববৎ প্রাধান্য সংস্থাপনের যত্ন করিতে ছিলেন। একীয় নাগরিকগণের প্রাড্বিবাক আরাটস' ও তাহাদিগের সেনাপতি পিলোপিমেন' মাসিডন রাজপ্রতিনিধি আণ্টিগোনস ডসনকে আপনাদিগের পক্ষ করিয়া স্পার্টার রাজা ক্লিউমিনিসের সহিত তুমুল যুদ্ধ করেন। ২১১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সেলোসিয়ার যুদ্ধে স্পার্টার রাজা পরাজিত হইলেন।

যে সময়ে একীয় নাগরিকেরা পরস্পর সন্ধিবন্ধনদ্বারা প্রবল হইবার চেষ্টা পায় সেই সময়ের মধ্যে গ্রীসের

ইটোলিয়া প্রদেশবাসিগণও আপনাদিগের মধ্যে ঐরূপ সন্ধি-বন্ধন করে। অতএব তৎকালে এথেন্স, স্পার্টা থিব্‌স প্রভৃতি গ্রীসের প্রধান প্রধান স্থান বলহীন হইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে একীয়, ইটোলীয় এবং মাসিডোনীয় এই তিন জাতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাদিগের পরস্পর বিবাদেই গ্রীসের স্বাধীনতা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কারণ রোমীয়েরা তৎকালে সাতিশয় প্রবল হইয়া ক্রমশঃ আপনাদিগের সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছিল। মাসিডোনরাজ ফিলিপ উহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ইটোলিয়ার সৈন্যগণ রোমীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিল এবং সেই জন্যই 'কাইনোকিফেলী' নামক স্থানে ১৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মাসিডোনীয়রাজ পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। এই সময়াবধি রোমীয়েরা গ্রীস দেশে অদ্বিতীয় প্রাধান্য লাভ করিল। ফিলিপের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র 'পর্সিয়স' রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। ইনি রোমীয়দিগের প্রাধান্য সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন। ১৬৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে পিডনা' নামক স্থানে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রোমীয়েরা জয়ী হইয়া পর্সিয়সকে রণবন্দী করিয়া লইয়া যায়।

ইহার কিয়ৎকাল পরে একীয়েরা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশপূর্ব্বক রোমীয়দিগের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইল।

তাহাতে এক দল রোমীয় সৈন্য আসিয়া গ্রীস আক্রমণ করে, এবং ১৪৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে লুকোপিট্রার' যুদ্ধে একীয় সেনাগণকে পরাভূত করিয়া করিন্থ নগর ধ্বংশ করিয়া ফেলে। সেই সময়ে রোম কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, গ্রীসের নগরে নগরে আর কোন প্রকার সন্ধিবন্ধন হইবে না, এবং অতঃপর রোমীয়েরাই গ্রীস দেশের শাসন কার্য্য সম্পন্ন করিবে।

রোমকজাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়।

[ইটালী দেশের প্রকৃতি ও বিভাগ—ঐ দেশ নিবাসী প্রাচীন জাতীয়দিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—রোমের পূর্ব্বাবস্থা—উহার প্রকৃত প্রাচীন ইতিবৃত্তের অভাব—রোমীয়দিগের সামাজিক ব্যবস্থা—শাসন প্রণালী—বিবিধ প্রকার সাধারণী সভা—ধর্ম্মপ্রণালী—রাজতন্ত্রতার নাশ।]

ইউরোপ খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে ইটালী নামে একটী প্রায়দ্বীপ আছে। ঐ প্রায়দ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই জল বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর, এবং ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। উহার মধ্য ভাগে মেরুদণ্ড স্বরূপ আপিনাইন নামক পর্ব্বতশ্রেণী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, এবং সেই পর্ব্বতের পূর্ব্ব পশ্চিম বিভাগের উপত্যকা ভূমিতে নানা জনপদ আছে।

পূর্ব্বকালে এই দেশের দক্ষিণ উপকূলে গ্রীক জাতীয় লোকেরা আসিয়া অনেকানেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করে। তাহার উত্তরে অর্থাৎ ইটালী দেশের মধ্যস্থলে পিলাসজীর বংশোদ্ভব লোকেরা বাস করিত। তাহারা

নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিতে বিভক্ত ছিল। কিন্তু তাহাদিগের ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য দর্শনে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, প্রথমে তাহাদিগের ঐক্যবাক্য ছিল। পিলাস্‌জি-জাতীয়দিগের উত্তরে অর্থাৎ বর্ত্তমান টস্কানী প্রদেশে আর একটি স্বতন্ত্র জাতির নিবাস ছিল। তাহাদিগের নাম ইট্রস্কান্‌ বা ইট্রুরীয়জাতি। আরও উত্তরে অর্থাৎ পো নামক নদীর অববাহিকার মধ্যে গলজাতীয় লোকের বাস ছিল। এই জন্য তৎপ্রদেশ শিশাল্পিন্‌গল্‌ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

ইটালীর মধ্যস্থল নিবাসী যে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিলাস্‌জীয় জাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারা (লাটিন, অস্কান, ভলসীয়, সাবাইনীয়, সাম্নাইট, ইকুরীয় এবং অম্বিয়) ইত্যাদি নানা নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাহারা যে সকলেই এক বংশোদ্ভব, এক প্রকৃতিক এবং পূর্ব্বে একই মূল ভাষায় কথোপকথন করিত, তাহার সন্দেহ নাই। তাহারাই মিলিত হইয়া পরাক্রান্ত রোমীয় জাতির উৎপাদন করে, সুতরাং তাহাদিগের বিবরণেই সমুদায় ইটালী দেশের ইতিবৃত্ত পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রাচীন ইতিহাসাদি অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত জাতীয়েরা কতিপয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রামে বাস করিয়া থাকিত, এবং তাহারই মধ্যে কোন গ্রাম বিশেষকে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া স্বীকার করিত। উল্লিখিত লাটিন জাতীয়দিগের ঐরূপ প্রধান স্থলের নাম ("আলবালঙ্গা")

ছিল। (ত্রিশটি ভিন্ন ভিন্ন লাটিন নগরের প্রতিভূগণ প্রতি বর্ষে এক একবার করিয়া সেই নগরের প্রান্তে আগমন করতঃ যুপিটর লাটিয়ারস দেবের পূজা এবং সাধারণ-বিবেচ্য বিষয় সকলের বিচার করিত।)

টাইবর নদীর তীরবর্ত্তী পালাটাইন পর্ব্বতের অধিত্যকায় রোম নামে যে নগর ছিল, তাহা ঐ ত্রিশটি লাটিন নগরের মধ্যে একটি। এই নগরটি ক্রমশঃ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, এবং সমুদায় ইটালীর উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। কিন্তু ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে ইটালীর উত্তর প্রদেশ নিবাসী গলজাতীয়েরা এই নগর আক্রমণ করতঃ ইহার সাতিশয় দুরবস্থা করিয়া পরিশেষে অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। তাহাতে ইহার প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ যাহা ছিল; সমুদায় নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং রোম নগর কিরূপে ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়াছিল—কোন্ কোন্ প্রধান ব্যক্তিই বা ইহাতে প্রাচীন কালে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং কোন্ সময়ে এই নগরের শাসন-প্রণালী কিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল—তৎসমুদায় সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইবার এক্ষণে কোন উপায় নাই। পরন্তু রোমীয়েরা কালক্রমে অতিশয় প্রবল ও সম্পত্তিশালী এবং বিদ্যানুশীলনে অনুরক্ত হইয়া উঠে—সুতরাং তাহারা আপনাদিগের জন্মভূমির পুরাবৃত্ত সংকলনে যে সাতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; জনশ্রুতি পরম্পরায় এবং প্রাচীন কবিগণের রচনায় যে সকল পুরাকালের বিবরণের উল্লেখ

ছিল, তাহা হইতেই পরবর্ত্তী ইতিহাস লেখকেরা এক এক প্রকার স্ব স্ব মনঃ কল্পিত পুরাবৃত্ত সংকলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের লিপি-কৌশলে বিমুগ্ধ হইয়া নব্য ইউরোপীয় লোকেরাও বহুকালাবধি উক্ত কল্পিত বিবরণ সমস্তকে প্রকৃত ইতিবৃত্ত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণের অনুসন্ধান দ্বারা ঐ সকল বিবরণের বাস্তবিক প্রকৃতি অবগত হওয়া গিয়াছে। পরন্তু আধুনিক অনুসন্ধান দ্বারা উক্ত উপাখ্যান সমস্তের অলীকত্ব সপ্রমাণ হইলেও তদ্দ্বারা প্রাচীন রোমীয়দিগের সামাজিক অবস্থা এবং শাসন প্রণালীর অনেকানেক বিচিত্র নিয়মও অবগত হওয়া গিয়াছে—অতএব তাদৃশ অনুসন্ধান যে পুরাবৃত্ত শাস্ত্রের পক্ষে বিশিষ্ট ক্ষেমঙ্কর হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই।

রোম নগর লাটিন জাতির অধিকৃত ভূভাগের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ছিল। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব দিকে সাবাইনীয়দিগের অধিকার এবং উত্তর ভাগে ইট্রুরীয়দিগের দেশ। কোন সময়ে সাবাইনীয়দিগের এবং ইট্রুরীয়দিগের দুইটী নগর রোম কর্ত্তৃক বিজিত হইয়া অথবা তাহার সহিত সন্ধিবদ্ধ হইয়া মিলিত হইয়া যায়। সুতরাং তদবধি রোমের প্রজাবর্গ তিনটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে প্রকৃত রোম নিবাসিগণ রামনিস্—সাবাইনীয় নগরবাসীরা টাইটিস্—এবং ইট্রুরীয় বংশোদ্ভব সকলে লুসিরিস নামে প্রসিদ্ধ

হইয়াছিল। শ্রেণী ত্রিতয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইটীর যাদৃশ ক্ষমতা, সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল, তৃতীয় শ্রেণীর তাদৃশ ছিল না। প্রত্যেক শ্রেণী দশটী দশটী ভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ সকল ভাগের নাম কিউরী। অতএব রোম নগরে সর্বশুদ্ধ ৩০টি কিউরী ছিল। প্রত্যেক কিউরীও দশ দশ জেন্সে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক জেন্সের অন্তর্গত লোকেরা আপনাদিগকে সগোত্র জ্ঞান করিত, সুতরাং রোমে তিন শত স্বতন্ত্র গোত্রের বাস ছিল। গোত্র-সম্ভূত ব্যক্তিবর্গকে পেট্রিসীয় বলা যাইত।

উক্ত তিন শত গোত্রের মধ্যে যে দুই শত গোত্র রামসিস্ এবং টাইটিস্ শ্রেণী ভুক্ত ছিল, সেই দুই শত গোত্রের জ্ঞানবান্ বয়োবৃদ্ধ স্বামিগণ রাজার উপদেষ্টা এবং কার্য্যসচিব ছিলেন। উঁহাদের যে সভা হইত, তাহার নাম সেনেট। সেনেটের সভ্যগণ রাজাদেশানুসারে সভাস্থলে মিলিত হইয়া তাঁহার সহিত সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। যে বিষয়ে রাজা এবং সেনেটের এক মত হইত, তাহা পূর্ব্বোক্ত তিন শত জেন্সের কমিটিয়া কিউরীয়েটা নামক সাধারণ সভাস্থলে পুনর্ব্বার বিচারিত হইত। ইহাতেই দেখা যাইত যে, রোমীয়েরা কখনই একান্ত রাজতন্ত্রাধীন ছিল না। প্রথমাবধি তাহাদিগের রাজগণকে প্রজাসাধারণের অভিমতি বুঝিয়া কার্য্য করিতে হইত। রোমের রাজা রোমের প্রধান শান্তিরক্ষক, প্রধান বিচারকর্ত্তা, প্রধান

সেনাপতি এবং প্রধান যাজক ছিলেন। কিন্তু তিনি তথাকার প্রধান ব্যবস্থাপক ছিলেন না—আর শান্তিরক্ষণাদি কর্ম্মেও তিনি সেনেটের অভিমতি না লইয়া কার্য্য করিতে পারিতেন না। বিশেষতঃ কমিটিয়া কিউরীয়েটা সভাতে তাঁহার প্রতি অভিযোগ পর্য্যন্ত চলিতে পারিত। প্রাচীন রোমীয় ইতিহাস লেখকগণ বলিয়া গিয়াছেন যে মার্স দেবের পুত্র মহাবীর "রমুলস" রোমনগর সংস্থাপিত করিয়া উল্লিখিত সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া যান।

যদি এই পর্য্যন্তই দেখিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় তাহা হইলে রোমের রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্পূর্ণ রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। রোমীয়েরা প্রথমাবধি সাতিশয় সমরপ্রিয় ছিল। তাহারা অনুক্ষণ চতুর্দ্দিকস্থ লাটিন, সাবাইনীয় এবং ইট্রুরীয় জাতির প্রতি আক্রমণ করিয়া আপনাদিগের অধিকার বৃদ্ধি করিত। কথিত আছে যে, তাহাদিগের তৃতীয় ও চতুর্থ রাজা "টলস হষ্টিলিয়স" এবং "আঙ্কস মার্সিয়সের" সময়ে রোম নগরের বহির্ভাগে অনেক লোক তাহাদিগের শাসনাধীন হইয়া বাস করে। কমিটিয়া কিউরীয়েটা সভাতে সে সকল লোকের আহ্বান হইত না। তাহাদিগকে প্লিবীয় বলা যাইত। তদ্ভিন্ন রোমনগরের মধ্যে অনেকানেক শিল্পী ও অপরাপর বৈদেশিক লোক আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা কোন

জেন্স সম্ভুক্ত হইতে পারে নাই। সুতরাং সাধারণ সভাস্থলে তাহাদিগের আহ্বান হইত না। তাহাদিগকে ক্লাইএণ্ট কহিত। ক্লাইএণ্টেরা নগর মধ্যেই বাস করিত, অথচ শাসনকার্য্য সম্বন্ধে তাহাদিগের কোন ক্ষমতা ছিল না, সুতরাং তাহারা নাগরিক দুষ্ট লোকের ভয়ে এক একটি জেন্সের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইয়া থাকিত। এতদ্ব্যতিরিক্ত কি জেন্সসম্ভুক্ত পেট্রিসীয়, কি প্রত্যন্ত নিবাসী প্লিবীয়, কি জেন্স-শরণাপন্ন নাগরিক ক্লাইএণ্ট, ইহাদিগের সকলেরই আবার অনেকানেক ক্রীত দাস ছিল। দাসেরা নিতান্ত হীন অবস্থায় কালযাপন করিত, উহাদিগের স্বামী উহাদিগকে বিক্রয় করিতে পারিত, প্রাণবধ করিলেও দণ্ডার্হ হইত না—ফলতঃ গৃহপালিত গো-মেষাদির অবস্থা হইতে দাসদিগের অবস্থা অধিক উৎকৃষ্ট ছিল না। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হয় যে, রোমের শাসন-প্রণালী কুলতন্ত্র ছিল—বাস্তবিক প্রজাতন্ত্র ছিল না।

কিন্তু কালক্রমে প্লিবীয়দিগের যেমন সংখ্যা ও বল বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, অমনি লুসিরিস্ শ্রেণী হইতেও জেন্স স্বামিগণ সেনেট সভায় প্রবিষ্ট হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং প্রাচীন জেন্স কতিপয় ক্রমে ক্রমে নির্ব্বংশ হইয়া নিঃশেষিত হইয়া গেল, প্লিবীয়দিগের মধ্যেও যাহারা বিশেষ ধনশালী ছিল, তাহারা নূতন

নূতন জেন্সে নিবদ্ধ হইল। কথিত আছে, রোমের পঞ্চম রাজা 'টার্কুইনস প্রিস্কসের' রাজ্যকালে এই সকল পরিবর্ত্ত ঘটে।

রোমের ষষ্ঠ রাজা "সার্ব্বিয়স্" প্লিবীয়দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি নগর ও পল্লীগ্রাম নিবাসী সমুদায় প্লিবীয়দিগকে ত্রিংশৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া কমিটিয়া ট্রিবিউটা নামে তাহাদিগের একটী সাধারণ সভা সংস্থাপিত করেন। প্লিবীয়েরা সেই সভাস্থলে সমাগত হইয়া কেবল আপনাদিগের শ্রেণীসম্পৃক্ত সকল বিষয়ের বিবেচনা করিত, সাধারণ রাজশাসনকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কিন্তু সর্ব্বিয়স্ যে আর একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা সাধারণ সকল বিষয়েই প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা প্রাপ্তি হইবার সোপান হইল। এই সভার নাম কমিটিয়া সেঞ্চুরিয়েটা। উহাতে দাস ভিন্ন অপর সকল প্রকার রোমীয় লোকের আহ্বান হইত। ইহার সভ্যগণ স্ব স্ব বিভবানুসারে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল। ঐ পাঁচ শ্রেণী আবার ১৯৫ ভাগে বিভক্ত ছিল। ইহার প্রত্যেক ভাগকে সেঞ্চুরি বলিত। সভাস্থলে প্রতি সেঞ্চুরির মতই সমান বলবৎ হইত। সুতরাং কেবল প্রথম শ্রেণীর মধ্যেই অশীতি সেঞ্চুরি নিবেশিত থাকাতে সভার সমুদায় ক্ষমতাই সেই শ্রেণী সম্ভুক্ত আঢ্য রোমীয়দিগের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। বস্তুতঃ মহাত্মা সোলন্ এথেন্স নগরে যে প্রণালীতে

সাধারণী সভা সংস্থাপিত করেন, সর্ব্বিয়সের এই সভাও বহু অংশে তাহার অনুরূপ হইয়াছিল। এই প্রকার বিভবানুসারিণী সভার দোষ গুণ দুইই আছে। ইহার গুণ এই যে, বংশ মর্য্যাদানুসারিণী শাসন প্রণালী প্রচলিত থাকিলে কোন সামান্য বংশোদ্ভব ব্যক্তি যদিও সহস্র গুণশালী হয়েন, তথাপি তিনি রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারেন না। নীচবংশে জন্মিয়াছেন বলিয়াই ঈশ্বর প্রদত্ত গুণগ্রামকে নীচ ব্যবসায়ে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে হয়। চেষ্টা করিলে উন্নতিলাভ করিতে পারিব, মনোমধ্যে এমত একটা বোধ না থাকিলে কোন ব্যক্তিই উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হয় না। এই জন্য বংশমর্য্যাদানুসারিণী শাসন-প্রণালী অপেক্ষা বিভবানুসারিণী শাসন প্রণালী চেষ্টা-শক্তির সম্বর্দ্ধিনী বলা যাইতে পারে। কারণ যত্নদ্বারা সম্পত্তিশালী হওয়া যায়, কিন্তু সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করা কখনও কাহারও চেষ্টার অধীন হইতে পারে না। পরন্তু বিভবানুসারিণী শাসন প্রণালীর দোষও আছে। ইহার দোষ এই যে, আঢ্য এবং দুঃস্থ লোকে এক সভাস্থ হইলে যখন দুঃস্থেরা দেখিতে পায় যে, আঢ্যদিগের অপেক্ষা তাহাদিগের সংখ্যা অধিক, তখন তাহারা প্রায়ই বলপ্রয়োগ দ্বারা শাসন প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলে, আঢ্যদিগের হস্তে অধিক ক্ষমতা থাকিতে দেয় না। কিন্তু সাধারণ হীনাবস্থ প্রজামাত্রেই অতিশয় অজ্ঞ ও লঘুচিত্ত হইয়া থাকে। যে সে ব্যক্তি মিষ্ট কথায় অথবা

উৎকোচ প্রদান করিয়া উহাদিগের মন ভুলাইতে পারে। সুতরাং ক্রমশঃ বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর বিভবাস্থ-সরিণী-শাসন-প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজ্যশাসনের ভার স্বতঃই ব্যক্তি বিশেষের হস্তগত হইয়া যায়।

রোমের সপ্তম রাজা 'টার্ক ইনস' সর্ব্বিয়স্ প্রবর্ত্তিত শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা করাতে রোমী-য়েরা একমত হইয়া তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল। তিনি লাটিনদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের মনে রোমের প্রতি বৈরভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই অবধি রোমীয়েরা আর কাহাকেও রাজপদাভিষিক্ত করিল না। দুই ব্যক্তিকে 'কনসল' উপাধি প্রদান করিয়া শান্তিরক্ষকের ও সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ইহাদিগের এক এক জন এক এক মাস করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিত এবং বৎসরান্তে তাঁহারা কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অন্য দুই ব্যক্তি তৎপদে নিযুক্ত হইত। রোমে এইরূপ শাসন প্রণালী ৫০৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্রবর্ত্তিত হয়।

রোমীয়দিগের রাজ্যশাসন প্রণালী এক প্রকার বর্ণিত হইল। উহাদিগের ধর্ম্মপ্রণালীও উত্তম ছিল। উহারা বহু দেব দেবী মানিত এবং সকল পর্ব্বতে—সকল বনে—সকল নদীতে—দেবতাবিশেষের আবির্ভাব স্বীকার করিত। কিন্তু উহারা প্রথমাবস্থায় কোন দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত না; রোমীয় ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে, রোমের

দ্বিতীয় রাজা 'নুমাপম্পিলিয়স্' 'ইজিরিয়া' দেবীর অনুগ্রহে রোমের ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদায় প্রণয়ন করেন। নুমা 'পিথাগোরস নামক গ্রীকপণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন, এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রের প্রভাবে ভবিষ্য গণনা করিতে পারিতেন। রোমীয়দিগের মধ্যে "পণ্টিফ্" "অগর্" "ফ্লেমেন" "বেষ্টা" প্রভৃতি যত প্রকার যাজক যাজিকার পদবী ছিল, নুমাই তৎসমুদায় সংস্থাপিত করেন। পরন্তু ইতিহাসলেখকদিগের এই সকল কথা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। প্রাচীন রোমীয়েরা ইট্রুরীয়দিগের স্থানে ধর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করে। কোন জাতির ধর্ম্ম বা রাজশাসনের রীতি কখনই ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না, এবং হয় নাই। কিন্তু মনুষ্যের প্রকৃতি এই যে, তাহারা ব্যক্তিবিশেষকে তৎপ্রণেতা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালী সংস্থাপন—লাটিন জাতীয়দিগের পরাভব—পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দিগের মধ্যে বিবাদারম্ভ—ট্রিবিউন প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগের নিয়োগ—কোরাইওলেনস্—ভূমিবিভাগবিষয়িণী ব্যবস্থা—প্লিবীয়দিগের বলবৃদ্ধি—শাসনপ্রণালীর পরিবর্ত্ত—নূতন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রস্তাব।]

রোমীয়েরা আপনাদিগের শাসন-প্রণালী সম্যক্রূপে প্রজাতন্ত্র ছিল বলিয়া চিরকাল শ্লাঘা করিত। সুতরাং রোমীয় কবিগণ যে, সেই প্রজাতন্ত্র শাসনারম্ভের সময়কে সর্ব্বপ্রকার বীরতার সময় বলিয়া বর্ণন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যেমন তাঁহারা আপনাদিগের আদিপুরুষ রমুলসকে মার্স দেবের পুত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—যেমন তাঁহাদিগের ধর্ম্ম সংস্থাপক নুমাকে ইজিরিয়া দেবীর বল্লভ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—সেইরূপ প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রবর্ত্তক জুনিয়স ব্রুটসকেও তাঁহারা অতিমানুষগুণসম্পন্ন বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন। যাহা হউক, জুনিয়স ব্রুটসের অলৌকিক অপক্ষপাতিতা, হোরেসিয়স কক্লিসের ভীম-পরাক্রম, মুসিয়স স্কিভোলার অতিমানুষ সহিষ্ণুতা—ইত্যাদি বিবরণ যদিও প্রকৃত ইতিবৃত্তমূলক না হয়, তথাপি রোমের সেই প্রথম অভ্যুদয়কালে যে তথায় অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ,

জিতেন্দ্রিয়, বীরপুরুষগণ প্রাতুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই।*

ফলতঃ তাদৃশ ব্যক্তিগণের প্রাতুর্ভাব না থাকিলে রোমনগর কখনই সেই মহাসঙ্কটাবহ কাল উত্তীর্ণ হইয়া সকলের উপর প্রভুত্বলাভ করিতে সমর্থ হইত না। বিশেষতঃ ইট্রুরীয়দিগের অধিপতি পর্শেনা ঐ সময়ে এক বার সম্পূর্ণরূপেই রোমনগর অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নগরবহির্ভাগে যে ২৬টী প্লিবীয় পল্লী ছিল, তাহার মধ্যে কেবলমাত্র দশটী পল্লী নিজ অধিকার সম্ভূক্ত করিয়া অন্যান্য সমস্ত প্রদেশ রোমীয়দিগকে প্রত্যর্পিত করিয়া যান। এই বিপদ উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই আবার ত্রিশটী লাটিন নগর মিলিত হইয়া রোমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। তাহাতে রোমী-

* কথিত আছে (১) জুনিয়স ব্রুটস বিচারাসন পরিগ্রহ করিয়া নিজ ঔরস পুত্রের প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা দিয়াছিলেন। (২) হোরেসিয়স কক্লিস একাকী শত শত বিপক্ষ সৈনিকের সহিত যুদ্ধ করিয়া রোমনগরের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। (৩) মিউসিয়স স্কিভোলা বন্দী হইলে প্রজ্বলিত হোমকুণ্ডের মধ্যে নিজ দক্ষিণ হস্ত প্রবিষ্ট করিয়া অবিকৃত মুখে শত্রু রাজা পর্শেনাকে বলিয়াছিলেন যে, আমার ন্যায় তিন শত রোমীয় যুবক তোমার বধের নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে জানিবে।

য়েরা সাতিশয় ভীত হইয়া লার্স্যাস নামক এক ব্যক্তিকে ডিরেক্টরের পদাভিষিক্ত করিল। ডিরেক্টর রোমের সর্ব্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারিতেন। কেহই তাঁহার আজ্ঞার অন্যথাচরণ করিতে পারিত না। এমন কি, তিনি মনে করিলে দেশাচার ও চির প্রচলিত ব্যবস্থাপ্রণালীর বিরুদ্ধেও কার্য্য করিতে পারিতেন। কথিত আছে, রোমীয়েরা [illegible] পূঃ খৃষ্টাব্দে রিজিলস্ হ্রদের নিকট লাটিন জাতীয় সৈন্যগণকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করে। এই যুদ্ধে লাটিনদিগের মন্ত্রণাসহায় টারকুইনস সুপর্ব্বস আহত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধান কাল হইতেই রোমের কবিকল্পিত বিবরণও অন্তর্হিত হইয়া প্রকৃত ইতিবৃত্তের প্রকাশ হইতে থাকে।

যত দিন জনগণের অন্তঃকরণে কোন সাধারণ শত্রুর ভয় প্রবল থাকে, তাবৎকাল উহাদিগের মধ্যে অন্তর্ব্বিবাদ উদ্রিক্ত হইতে পারে না। কিন্তু সেই ভয় দূরীকৃত হইলেই লোকের পরস্পর দ্বেষভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। টার্কুইনসের অন্তর্দ্ধান হইলে রোমের পেট্রিসীয় ও প্লিবীয় নামক দুই প্রতিপক্ষ দলে সেইরূপ ঘটিল। অন্যান্য অসভ্য জাতীয়দিগের ঋণসংক্রান্ত ব্যবস্থার ন্যায় প্রাচীন রোমীয়দিগের ঋণ সংক্রান্ত ব্যবস্থা নিতান্ত নৃশংস ছিল এবং তাহাতে পেট্রিসীয়দিগের নিকট ঋণগ্রস্ত প্লিবীয়েরা নানা প্রকারে প্রপীড়িত হইতেছিল। এই জন্য প্লিবীয়েরা

প্রার্থনা করে যে, তাহারা কোন রূপে ঋণদায় হইতে মুক্তি পায়। কিন্তু পেট্রিসীয়গণ তাহাতে একান্ত অসম্মত হয়। অতএব প্লিবীয়েরা সকলে মিলিত হইয়া ৪৮৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোম নগর পরিত্যাগ করিয়া যায়। তখন পেট্রিসীয়েরা দেখিল যে, এই সময়ে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নগর রক্ষা করা ভার হইবে। এই ভাবিয়া তাহারা মেনিয়স্ আগ্রিপা নামক কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে প্লিবীয়দিগের নিকট প্রেরণ করে। আগ্রিপা অতি সুচতুর ব্যক্তি ছিলেন, এবং সাধারণ লোকে যে, রূপকবর্ণনার বিশিষ্ট সমাদর করিয়া থাকে, তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। তিনি প্লিবীয়দিগের নিকটে গমন করিয়া মানবদেহস্থ হস্তপদাদির সহিত উদরের বিবাদ সম্বন্ধীয় যে প্রসিদ্ধ উপাখ্যান প্রচলিত আছে, তাহা উহাদিগকে শ্রবণ করাইলেন। প্লিবীয়েরা তৎশ্রবণে ক্ষান্ত হইয়া নগর মধ্যে প্রত্যাগমন করিল। কিন্তু তাহারা যে কেবল কথাতেই ভুলিল, এমত নহে। তাহারা ঋণের দায়ে কারারুদ্ধ অথবা দাসত্বে নিযুক্ত প্লিবীয়দিগকে মুক্ত করাইল, এবং ট্রিবিউন অভিহিত পাঁচ জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করাইল। ট্রিবিউনেরা, কমিটীয়া ট্রিবিউটা নামক সাধারণী প্লিবীয় সভার অধ্যক্ষতা করিতেন, এবং যাহাতে প্লিবীয়দিগের অনিষ্টকর কোন নিয়ম প্রচলিত না হইতে পায়, এমত চেষ্টা করিতেন। ট্রিবিউনেরা প্রাড়্বিবাকাদি কোন

রাজ কর্ম্মচারীর দণ্ডাধীন ছিলেন না। এই সময়ে "ইডাইল". অভিধেয় আর দুই জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়। ইহারা নগরীয় হর্ম্ম্যাদি সমস্তের তত্ত্বাবধান করিত, এবং যাহাতে উত্তমর্ণ ও বণিকবর্গের অত্যাচারে প্লিবীয়েরা দুঃখ না পায় তজ্জন্যও যত্ন করিত।

প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাদ হওয়াতে রোমে কৃষিকার্য্যের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল। তজ্জন্য ৪৯০ পূঃ খৃঃ অব্দে তথায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। সেই সময়ে সিসিলি দ্বীপ হইতে অনেক বণিকতরী শস্য পরিপূরিত হইয়া রোমে আনীত হইয়াছিল। নিরন্ন প্লিবীয়েরা ঐ শস্য পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করে। তাহাতে আভিজাত্যাভিমানী "কোরাইওলেনস্" নামক এক ব্যক্তি পেট্রিসীয়দিগকে এই পরামর্শ দেন যে, প্লিবীয়েরা ইহার অনতিকাল পূর্ব্বে যে সকল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ না করিলে উহাদিগের প্রার্থনা পরিপূরণ করা হইবে না। ইহা শুনিয়া প্লিবীয়েরা কোরাইওলেনসকে রোম হইতে নির্ব্বাসিত করে। তিনি রোমীয়দিগের পরম শত্রু ভলসীয়দিগের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং নিজ অসামান্য সৈন্যাধ্যক্ষতাগুণে অতি শীঘ্রই আসিয়া রোম নগর অবরুদ্ধ করিলেন। রোমে হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পেট্রিসীয়গণ তাঁহার নিকট গমন করিয়া স্তুতিবাদ করিলেও তাঁহার

ক্রোধোপশম হইল না। পরিশেষে তাঁহার গর্ভধারিণী স্বয়ং গমন করিয়া যথাসাধ্য অনুনয় করিলে কোরাইওলেনস মাতৃবাক্য অবহেলনে অসমর্থ হইয়া ভলসীয় সৈন্যগণকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। ভলসীয়েরা রোমনগর জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিল। সেই আশা ভঙ্গ হওয়াতে তাহারা স্বদেশে যাইয়াই কোরাইওলেনসের প্রাণদণ্ড করিল।

ভলসীয়েরা রোমের অধিকারভুক্ত যে সকল নগর জয় করিয়াছিল, তাহার অনেকগুলি উহাদিগের অধীন থাকে। তাহাতে উহাদিগের অধিকার লাটিন জাতীয় লোকের সীমার অন্তর্ভূত হওয়াতে ভলসীয়দিগের সহিত লাটিনদিগেরও বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। "স্পরিয়স কাসিয়স" নামক এক জন বিচক্ষণ কন্সল সেই সুযোগে লাটিনদিগের সহিত রোমের সন্ধিবন্ধন করেন। তাহার পর ৩৮৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে উক্ত কাসিয়সেরই যত্নে হর্নিসীয়দিগের সহিত রোমের সন্ধি সংস্থাপিত হয়। এই রূপে লাটিন, হর্নিসীয় এবং রোমীয় জাতির ঐকমত্যাবধারণ হইলে ভলসীয়েরা তাহাদিগের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। সুতরাং ভলসীয়দিগের দেশ সমুদয় ক্রমশঃ রোমীয়দিগের হস্তগত হইতে লাগিল।

যে বৎসর হর্নিসীয়দিগের সহিত রোমীয়দিগের সন্ধি সংস্থাপিত হয়, সেই বৎসরেই ভূমিবিভাগের নিয়ম অবধারণের নিমিত্ত রোমে প্রথম গোলযোগ উপস্থিত হইয়া

ছিল। রোমের ভূমিবিভাগ বিষয়িণী ব্যবস্থা কিরূপ তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তাহারা সমুদায় ভূমি দুই ভাগে বিভক্ত করিত। এক ভাগ বিজিত জনপদবাসীদিগকে প্রত্যর্পিত হইত আর এক ভাগ রোমের অধিকার সম্ভুক্ত হইত। শেষোক্ত ভূমিতে কোন ব্যক্তি বিশেষের স্বত্ব থাকিত না, উহা রোমের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। এই রূপে রোমের সাধারণস্বামিক ভূমি ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তৃত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মধ্যে যে ভূমিতে যত শস্যোৎপন্ন হইত, তাহার দশমাংশ মাত্র রাজকীয় করস্বরূপে প্রদান করিয়া পেট্রিসীয়েরা ঐ ভূমি জমা করিয়া লইতে পারিত। কেবল দ্রাক্ষালতা অথবা অলিব বৃক্ষ রোপণ করিলে পূর্ণ লাভের পঞ্চমাংশ করস্বরূপ দিতে হইত। প্লিবীয় অথবা ক্লাইয়েণ্টদিগের কাহারও সেরূপ অধিকার ছিল না। এই প্রকার সাধারণ ভূমিসম্পত্তি থাকাতে যে, রোমীয়নাগরিকদিগের সমূহ উপকার দর্শিয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। কোন যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিলেই প্রয়োজনোপযোগী অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিত এবং কোন কারণে রোমের অনেক লোক দুঃস্থ হইয়া পড়িলে তাহাদিগকে ঐ ভূমির কিয়দংশ দান করিলেই তাহাদিগের দারিদ্র্য দশার মোচন হইতে পারিত। এই রূপে দীন প্লিবীয়দিগকে সাধারণভূমির কিঞ্চিৎ অংশ অনেকবার

প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত ভূসম্পত্তি জমা লইলে আপনাদিগের অধিক লাভ হয় দেখিয়া পেট্রিসীয়গণ ক্রমে সে নিয়ম রহিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

কাসিয়স তৃতীয়বার কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া এই প্রস্তাব করেন যে, প্লিবীয়গণ অনেকে দারিদ্র্যদশাপন্ন হইয়া কষ্ট পাইতেছে, অতএব তাহাদিগকে সাধারণ ভূমির কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দেওয়া যাউক। পেট্রিসীয়েরা কন্সলের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিরক্ত হইল, কিন্তু প্লিবীয়েরা যথাসাধ্য চেষ্টা সহকারে কন্সল মহোদয়ের মতের পোষকতা করাতে পেট্রিসীয়েরা তৎপ্রতিরোধে সমর্থ হইল না। কিন্তু বর্ষের শেষে যখন কাসিয়স্ আপন পদ পরিত্যাগ করিলেন, তখন পেট্রিসীয়েরা তাঁহার নামে কমিটিয়া কিউরিয়েটা সভাতে অভিযোগ উত্থাপন করিয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিল। কাসিয়সের প্রতি পেট্রিসীয়দিগের এমত আক্রোশ হইয়াছিল যে, তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন উহারা তাহা ভাঙ্গিয়া সমভূমি করিল এবং সেই বাটীর অবস্থান ভূমিও একান্ত অপবিত্র বলিয়া পরিগণিত করিল। এই রূপে কাসিয়সের ব্যবস্থাপিত ভূমিবিভাগের নিয়ম তখন প্রচলিত হইতে পারিল না। ইহার বহুবর্ষ পরে অর্থাৎ ৪৭৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে যখন এক জন ট্রিবিউন তাৎকালিক কন্সলদিগের বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ করিতে চাহেন যে, উহারা কাসিয়সের

প্রণীত ভূমিবিভাগ ব্যবস্থা প্রচলিত করেন নাই, তথনও পেট্রিসীয়েরা গোপনে সেই কণ্টকস্বরূপ ট্রিবিউনের প্রাণ বিনাশ করিয়া আপনাদিগের স্বার্থ ও প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিল।

(ইহার পর অবধি প্রতিপক্ষ পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয়দলে ঘোরতর বিবাদ হইতে লাগিল। পেট্রিসীয়েরা প্রথমতঃ এমত বলে যে, কমিটিয়া সেঞ্চুরিয়েটা নামক সভাতে প্লিবীয়েরাও অবস্থান প্রাপ্ত হয়, এই জন্য সেই সাধারণী সভার দ্বারা কন্সল মনোনীত না হইয়া তাহাদিগের কিউরিয়েটা সভাতেই সে কার্য্য নির্ব্বাহিত হইবে! দুই বৎসর তাহাই হইল। প্লিবীয়েরা আপনাদিগের ট্রিবিউটা সভাতে সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহা নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। কিন্তু তাহারা তজ্জন্য চেষ্টা করিতে একদিনও বিরত হয় নাই। পরে ৪৮৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে তাহারা এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইল যে, দুই জন কন্সলের মধ্যে তাহারাই একজনকে নিযুক্ত করিতে পারিবে। আবার [illegible] পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়দিগের নিরন্তর যত্নে ইহাও ব্যবস্থাপিত হইল যে, ট্রিবিউন ও ইডাইলগণ সেঞ্চুরিয়েটা সভাতে মনোনীত না হইয়া ট্রিবিউটা সভাতেই মনোনীত হইবে। অপরন্তু এই সময়ে ইহাও অবধারিত হইল যে, ট্রিবিউটা সভাতে কেবল প্লিবীয়দিগের নিজসম্পৃক্ত বিষয়ের বিবেচনা না হইয়া তথায় রাজকার্য্যের তাবৎ বিষয়েরই পর্য্যালোচনা হইতে

পারিবে। আর ঐ সভাতে নূতন নূতন নিয়মেরও উদ্ভাবন হইতে পারিবে, এবং সেই সকল নিয়ম পেট্রিসীয় সভার অনুমোদিত হইলেই সর্ব্বসাধারণের পালনীয় হইবে।

যখন এই সকল ব্যবস্থা প্রচলিত হয়, তখন রোমে যে কেমন অন্তর্ব্বিবাদ চলিতেছিল, তাহা বর্ণনা অসাধ্য। বাস্তবিক রোম নগর দুইটী পরস্পর প্রতিপক্ষ সৈন্যের শিবির স্বরূপ হইয়াছিল। সকলের মনেই দৃঢ়তর বিদ্বেষ, ঈর্ষ্যা, লোভ এবং হিংসা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। এমত সময়ে ভয়ানক মারীভয় উপস্থিত হইল, এবং তাহাতে শত শত ব্যক্তি প্রতিদিন কালগ্রাসে নিপতিত হইতে লাগিল। সুতরাং তখন যে রোমনগর নিতান্ত ক্ষীণবল হইয়া অনায়াসেই শত্রুর বশ্য হইবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। ইকুরীয় এবং ভল্‌স্‌সীয়গণ মিলিত হইয়া রোমের দ্বার পর্য্যন্ত সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। আর একজন সাবাইন জাতীয় সামান্য দস্যু রোমের প্রধান দুর্গ 'কাপিটলে' আসিয়া আপনার বাসস্থান সংস্থাপিত করিল। তাহাকে স্থানান্তরিত করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল।

৪৭১ পূঃ খৃষ্টাব্দে প্লিবীয়েরা যে সকল ব্যবস্থা প্রচলিত করাইয়া লয়, তদ্দ্বারা রোমের সর্ব্বিয়স কৃত শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, অর্থাৎ প্লিবীয়েরা

ট্রিবিউটা সভাতে, আর পেট্রিসীয়েরা কিউরিএটা সভাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে। সেঞ্চুরিএটা সভার কোন ক্ষমতাই থাকে না। এই সকল কারণে শাসন-প্রণালী অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইলে ৪৬২ পূঃ খৃষ্টাব্দে আর্সা নামে একজন ট্রিবিউন এই প্রস্তাব করিলেন যে, রোমের ব্যবস্থা-প্রণালী সমুদায় সংশোধিত করিয়া লিপিবদ্ধ করা আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

[দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা—দিসেম্বর নিয়োগ—পুনর্ব্বার কমন্স নিয়োগ—সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধৃ ট্রিবিউনের নিয়োগ—বিয়াই নগর জয়—গল জাতীয় লোকের দ্বারা রোমের দাহ—লিসিনীয় ব্যবস্থা—প্রিটরের নিয়োগ—প্লিবীয়দিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি—ল্যাটিন ও সাম্নাইট জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধ—পিরহসের সহিত যুদ্ধ—ইটালীর লোক বিভাগ —শাসন প্রণালী।]

রোমীয়েরা ক্রমে ক্রমে সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হইতেছিল—বিষয় বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদিগের মধ্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা ও বিচারের প্রয়োজন হইতেছিল—প্রতিপক্ষ দুই দলের দ্বেষাদ্বেষীতেও শাসনপ্রণালী ক্রমশঃ

পরিবর্ত্তিত হইতেছিল—এবং অধিকার বিস্তৃত হওয়াতে ধর্ম্মাধিকরণে নানাপ্রকার জটিলতা উপস্থিত হইতে-ছিল—সুতরাং এই সময়ে ব্যবস্থা প্রণালী সংশোধিত এবং লিপিবদ্ধ হইয়া স্থিরীকৃত হইবার সম্যক্ আবশ্যকতা হইয়াছিল। অতএব ট্রিবিউন আর্সা তদর্থে প্রার্থনা করিলে যদিও পেট্রিসীয়েরা তৎক্ষণাৎ সম্মত হয় নাই বটে, তথাপি অত্যল্পকাল মধ্যেই তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্লিবীয়দিগের সহিত একমত হইতে হইল। প্রথমতঃ তিনজন সেনেটর এথেন্স নগরে আইন শিক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রেরিত হয়েন, এবং তাঁহারা আইন শিখিয়া ফিরিয়া আসিলে পর ৪৫০ পূঃ খৃষ্টাব্দে দশ জন সুবিজ্ঞ পেট্রিসীয়ের প্রতি একখানি ব্যবস্থাসংহিতা প্রস্তুত করিবার ভার প্রদত্ত হয়। ঐ দশ জন ব্যবস্থাপক সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহারা যে সংহিতা প্রস্তুত করেন, তাহা দ্বাদশখানি প্রস্তর-ফলকে লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য ইতিহাসে উহা 'দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থা' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই সকল অভিনব ব্যবস্থা রোমের প্রাচীন ব্যবস্থা অপেক্ষা প্লিবীয়দিগের পক্ষে অধিক অনুকূল হইয়াছিল। ইহা দ্বারা এমত অবধারিত হইল যে, পেট্রিসীয় এবং ক্লাইয়েণ্ট দল প্লিবীয়দিগের ট্রিবিউটা সভা সম্ভুক্ত হইলে। সেঞ্চুরিএটা সভাতে সকল বিষয়েরই পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে, এবং তৎসভাকৃত নিষ্পত্তির পর আর কাহারও

বিচার চলিবে না। আর ইহাও নিশ্চিত হইল যে, সেই সময়াবধি রোমে দুই জন কন্সল নিযুক্ত না হইয়া তৎ-পরিবর্ত্তে দশ জন দিসেম্বর নিযুক্ত হইবেন, ও তাঁহারাই সকল রাজকার্য্য সম্পাদন করিবেন; কিন্তু ঐ দশ জনের মধ্যে পাঁচজন প্লিবীয় দলস্থ লোক হইবেন। পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাপকগণ তাঁহাদিগের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া এক বৎসরের মধ্যে স্ব স্ব পদ পরিত্যাগ করিবেন, প্রথমে এরূপ কথা ছিল। কিন্তু তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিলম্ব করিয়া দুই বৎসর অতীত করিলেন। তৃতীয় বৎসরে তাঁহাদিগের মধ্যে এপিয়স ক্লডিয়স্ নামা এক ব্যক্তি বর্জিনিয়া নাম্নী একটী সুন্দরী কন্যার প্রতি অত্যাচার করাতে রোমীয়েরা আর দিসেম্বরদিগের শাসনাধীন থাকিতে ইচ্ছা করিলেন না। অনেক বিবাদের পর পুনর্ব্বার দুই জন কন্সল নিযুক্ত হইল। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ ফলকের ব্যবস্থাই প্রচলিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে প্লিবীয়গণ আর একটী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে অভিজাত্যাভিমানী পেট্রিসীয়গণ প্লিবীয়দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ নিবন্ধন করিত না। ৪৪৫ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঐ রীতি রহিত করণের উপযোগী একটী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। ইহার পর আবার প্লিবীয়েরা বলিল যে, আমাদিগের মধ্যে কেহ কখন কন্সল পদাভিষিক্ত হইতে পায় না। অতএব একজন প্লিবীয় আর একজন পেট্রিসীয় এইরূপ করিয়া দুই জন কন্সল রাজকার্য্য

নির্ব্বাহ করিবেন। পেট্রিসীয়েরা ইহাতে সম্মত না হইয়া কন্সলের কর্ম্ম ভাঙ্গিয়া সেন্সর, কুইষ্টর এবং যোদ্ধৃটি-বিউন নামে তিন প্রকার নূতন পদবীর সৃষ্টি করিল। তন্মধ্যে কিউরিয়েটা সভা কর্তৃক পেট্রিসীয় দল হইতে দুই ব্যক্তি পাঁচ বৎসরের নিমিত্ত সেন্সর নিযুক্ত হইলেন। সেন্সরেরা রাজ্যের ধনাধ্যক্ষ ছিলেন, ব্যক্তি মাত্রের বিভব বিবেচনা করিয়া তাহাদের প্রতি যথোচিত কর নির্দ্ধারিত করিতেন এবং লোকের চরিত্র এবং আচারের বিচার করিয়া কাহাকে নীচ পদ হইতে উচ্চ পদবীতে উন্নত করিতেন, আর কাহাকেও নীচ পদস্থ করিয়া অবমানিত করিতেন। কুইষ্টর অভিহিত কর্ম্মচারিদ্বয় পেট্রিসীয় দল হইতে সেঞ্চুরীয়েটা সভা কর্তৃক মনোনীত হইতেন, রাজ্যের আয় ব্যয় স্থিতির হিসাব রাখা তাঁহাদিগের কর্ম্ম ছিল। যোদ্ধৃট্রিবিউন উপাহিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না। সেঞ্চুরিয়েটা সভা কর্তৃক প্লিবীয় এবং পেট্রিসীয় উভয় দল হইতেই ইহাঁরা মনোনীত হইতে পারিতেন, কিন্তু কন্সল নিযুক্ত করিতে হইলে পেট্রিসীয় দল হইতেই করিতে হইত।

এই পর্য্যন্তই হইয়াই বিবাদ নিষ্পত্তি হইল না। যখন প্লিবীয়েরা প্রবল হইয়া উঠিত, তখন যোদ্ধৃট্রিবিউন নিযুক্ত হইত, নচেৎ পেট্রিসীয়গণ স্বদল হইতে কন্সল নিযুক্ত করিয়া রোমে আপনাদিগের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতেন। পেট্রিসিয়েরা ডিরেক্টর নিযুক্ত করিতে

পারিলেই প্রায় প্লিবীয়গণকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারিত। আর প্লিবীয়েরা যুদ্ধ উপস্থিত হইলেই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাইত, এবং পেট্রিসীয়দিগের স্থানে স্বাভিপ্রেত সাধনের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে প্রত্যাবৃত্ত হইত না। চমৎকারের বিষয় এই যে, প্লিবীয়েরা এমত প্রবল হইয়াও তাদৃশ শান্ত ভাবে আপনাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে যত্ন করিত। উহারা মনে করিলে অবশ্যই বল-দ্বারা পেট্রিসীয়দলকে নত করিতে পারিত; কিন্তু প্রাচীন রোমীয়দিগের মনে আপনাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং সেই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি এমন দৃঢ় ভক্তি ছিল যে, তাহারা বলদ্বারা তাহার পরিবর্ত্তকরণে কোন প্রকারেই প্রবৃত্ত হইত না। প্লিবীয়েরা পেট্রিসীয় দিগের স্থানে ভিক্ষা করিয়া—আবদার করিয়া—কখন কখন কৌশল করিয়াও—আপনাদিগের অবস্থার উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিত; কিন্তু বলদ্বারা অথবা দেশাচারকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত না। ইহাতেই বোধ হয় যে, রোমীয়েরা অতি গম্ভীর-প্রকৃতি, নিয়ম-পরতন্ত্র লোক ছিল, এবং সেই জন্যই অচিরাৎ সমুদায় পৃথিবীর উপর অতুল কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিল। প্লিবীয়েরা ঘরে পেট্রিসীয়দিগের সহিত যতই বিবাদ করুক না কেন, বাহিরে শত্রু সমক্ষ হইলে তাহারা সর্ব্বতোভাবে পেট্রিসীয়দিগের বশীভূত থাকিয়া কর্ম্ম করিত—কখন ঘুণাক্ষরেও ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিত

না। এই জন্যই এত অন্তর্ব্বিবাদ সত্বেও রোমীয়েরা প্রতিপক্ষ ভলসীয় এবং ইকুরীয়দিগকে অনায়াসে পরাভূত করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের সমুদায় দেশ আপনাদিগের হস্তগত করিয়াছিল।

ইহার পর মহাপরাক্রান্ত বিয়াই নগর অধিকার করিবার নিমিত্ত রোমীয়দিগকে অবিরত দশ বর্ষকাল যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল ইতিপূর্ব্বে সকল যুদ্ধেই রোমীয় সেনাগণ বর্ষে বর্ষে যথাসময়ে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে গৃহে আসিয়া নিজ নিজ কৃষিকার্য্যাদি করিত, কিন্তু বিয়াই যুদ্ধে তাহারা সেরূপ অবকাশ পাইল না। সুতরাং তাহাদিগের ভরণ পোষণার্থে সাধারণ ধনাগার হইতে ভৃতি প্রদান করিবার প্রয়োজন হইল। এই সময়াবধি রোমের সৈনিকগণ ভৃতি প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করে। ইহার পূর্ব্বে তাহারা যুদ্ধকালেও আপনাদিগের প্রয়োজনীয় সমুদায় ব্যয় আপনারাই নির্ব্বাহিত করিয়া শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিত। এই সময়ে কামিলস নামা কোন ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহারই সেনাপতিত্বে বিয়াই নগর বিজিত হয়। কিন্তু ইনি বিয়াই পরাজিত করিয়া অতিশয় অহঙ্কৃত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্লিবীয়েরা বিয়াই নগরের সমুদায় ভূমি আপনারা বিভাগ করিয়া লইতে চাহিলে, তিনি তাহা নিবারণ করিলেন, এবং সেই হেতু রোম হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন এই সময়ে অর্থাৎ ৩৯০ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা

অতি পরাক্রান্ত গলজাতীয় লোক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইল। তাহারা রোমীয়দিগকে সম্মুখ-সংগ্রামে পরাভূত করিয়া অবশেষে উহাদিগের নগর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল। রোমীয়েরা অনেকে বিয়াই নগরে পলায়ন করিয়া আপনাদিগের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। কথিত আছে যে কামিলস এই গলদিগকে পরাস্ত করেন। কিন্তু বোধ হয় সে কথা প্রকৃত নয়। রোমীয়েরা একান্ত অভিমানপরবশ হইয়া এরূপ অলীক কথার উত্থাপন করিয়া থাকিবে।

গলজাতীয়েরা চলিয়া গেলে রোমীয়েরা পুনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়া আপনাদিগের নগর নির্ম্মাণ করিল, এবং পূর্ব্বে যেমন দুই দলে বিবাদ করিত, পুনর্ব্বার সেইরূপ বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গলদিগের আক্রমণের সময় মানলিয়স নামক পেট্রিসীয় এক ব্যক্তি অত্যন্ত সাহসপ্রকাশ করিয়া কাপিটল দুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমে প্লিবীয়দিগের পক্ষ হইয়া যাহাতে ঋণ-বিষয়ক ব্যবস্থা সকলের পারুষ্য মোচন হয়, এমত চেষ্টা করেন। সেই জন্য পেট্রিসীয়েরা তাঁহার প্রাণবধ করে। রোমের দুঃসময়ে লাটিন এবং হার্নিসীয় জাতীয়েরা তৎপ্রতি পূর্ব্ব মৈত্রীভাব পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু কামিলসের যত্নে তাহাতে রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হইতে পায় নাই। তিনি শত্রু সকলকে দমন করিয়া অতি শীঘ্রই রোমনগরীকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। কিছু

কাল পরে অর্থাৎ ৩৮৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে লিসিনিয়স নামক একজন ট্রিবিউন তিনটী ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিলেন। তাহাদিগের মর্ম্ম এই (১) পেট্রিসীয়েরা কেহ সাধারণ ভূমিসম্পত্তির মধ্যে পাঁচশত জুগুরার (প্রায় আড়াই বিঘায় এক জুগুরা হয়) অধিক ভূমি অধিকার করিতে পারিবে না আর অবশিষ্টাংশ সমুদায় ভূমি প্লিবীয়দিগকে প্রদান করা হইবে। (২) পূর্ব্বে যেরূপ দুই জন করিয়া কন্সল নিযুক্ত হইত, এক্ষণেও সেইরূপ হইবে, এবং দুই জন কন্সলের মধ্যে একজন কন্সল প্লিবীয় দলস্থ হইবে। (৩) উত্তমর্ণেরা অধমর্ণদিগের স্থানে যত সুদ পাইয়াছে তৎসমুদয় আসল হইতে বাদ হইবে, এবং আসলের অবশিষ্টাংশ প্রদান করিলেই অধমর্ণগণ ঋণদায় হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

পেট্রিসীয়েরা কামিলসকে ডিক্টেটরের পদাভিষিক্ত করিয়া প্লিবীয়দিগকে দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ট্রিবিউনেরা এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাসহকারে স্বাভীষ্ট সাধনে যত্নবান হইল যে, তিনিও উহাদিগের মতের অন্যথা করণে সমর্থ হইলেন না। ট্রিবিউন-দিগের পূর্ব্বাবধি এই ক্ষমতা ছিল যে, তাহারা কোন ব্যবস্থার বা অভিনব প্রস্তাবের পাণ্ডুলিপির নিম্নভাগে 'ভিটো' অর্থাৎ 'নিষেধ' এই বাক্য লিখিলে আর কোন মতেই সেই প্রস্তাব প্রচলিত হইতে পারিত না। এই বার তাহারা আপনাদিগের ঐ নিষেধ বাক্য প্রয়োগ

করিবার ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করিয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যই স্থগিত করিয়া রাখিল। সুতরাং অনেক বিবাদের পর ৩৬৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে পেট্রিসীয়গণ অগত্যা পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থা প্রচলনে সম্মত হইল। কিন্তু তাহারা বলিল যে, ইহার পর কন্সলদিগের কোন দেওয়ানি মোকদ্দমা বিচার করিবার ক্ষমতা থাকিবে না—সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ প্রিটর উপাহিত এক জন পেট্রি-সীয় নিযুক্ত হইবে। কিন্তু পেট্রিসীয়গণের এত চেষ্টাতেও কিছু ফল দর্শিল না। ৩৫৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে এক জন প্লিবীয় ডিক্টেটর পদাভিষিক্ত হইল, ৩৫১ পূঃ খৃষ্টাব্দে এক জন প্লিবীয় সেন্সরের কর্ম্ম পাইল, ৩৩৭ পূঃ খৃষ্টাব্দে এক জন প্লিবীয় প্রিটরের কর্ম্মে নিযুক্ত হইল এবং ৩০০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগর পন্টিফ প্রভৃতি মহামান্য যাজক পদবীতেও প্লিবীয়গণ উন্নত হইতে লাগিল। এই সময়ের মধ্যে রোমীয়দিগের সহিত দক্ষিণদিকস্থ প্রবল সাম্নাইট জাতির সংগ্রাম হয়। তাহাতে লাটিন জাতীয়েরাও রোমের প্রবল বিপক্ষ-দলের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার দ্বারা রোমের কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। প্রত্যুত ডিলি-য়স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের প্রযত্নে এবং রণপণ্ডিত কামিল-গণের প্রবর্ত্তিত যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করাতে রোমীয়েরা সকল যুদ্ধেই বিজয় লাভ করিয়া পরিশেষে মধ্য ইটালীতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং উহারা

ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ ইটালীতে আপনাদিগের অধিকার বিস্তার করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, ইটালীর দক্ষিণ ভাগে গ্রীকেরা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করে। সেই সকল গ্রীকেরা বিশেষতঃ টারণ্টম নিবাসিগণ রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া ইপাইরসের রাজা যুদ্ধবীর পিরহসকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। পিরহস বহু গ্রীক সৈন্য এবং হস্তিযূথ লইয়া ইটালীতে অবতীর্ণ হইলেন। ২৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে হিরাক্লিয়া নগর সমীপে রণস্থলে গ্রীক এবং রোমীয় সৈন্যগণের প্রথম সন্দর্শন হইল। রোমীয়েরা ইহার পূর্ব্বে কখন হস্তী দর্শন করে নাই। সুতরাং সেই প্রকাণ্ডকায় ভীষণ মূর্ত্তি পশু সকল দর্শনে তাহারা নিতান্ত ভীত হইল। পিরহস যুদ্ধে জয়ী হইলেন। জয়ী হইয়া তিনি সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে রোমে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু রোমীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিল যে, আমরা কখন বিজিত হইয়া কাহারও সহিত সন্ধি করিব না। বিশেষতঃ পিরহস ইটালী পরিত্যাগ করিয়া না গেলে তাঁহার সহিত সন্ধির কথাই হইবে না। ২৭৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে আস্কুলম নামক স্থানে পিরহসের সহিত রোমীয়দিগের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও পিরহস জয়ী হইলেন। কিন্তু যুদ্ধকালে রোমীয়দিগের বীরমূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি এমত সৈন্য পাইলে অথবা ইহারা আমার মত সেনানায়ক পাইলে

অনায়াসে আমরা সমুদয় পৃথিবী জয় করিতে পারি। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, আমি জয়ী হইয়াছি বটে, কিন্তু আর একটী বার এমত জয়লাভ করিতে গেলেই আমার সর্ব্বনাশ হইয়া যাইবে। এই সময়ে পিরহসের চিকিৎসক রোমীয়দিগের কন্সলকে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিয়া পাঠায় যে, তোমারা আমায় উপযুক্ত পুরস্কার করিবে এমত স্বীকার করিলে আমি পিরহসকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করি। রোমীয়েরা তাহাতে ঐ দুরাত্মার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সেই লিপি পিরহসের নিকট প্রেরণ করে। পিরহস ইহার পর সিসিলিদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। তিন বৎসর অতীত হইলে তিনি পুনর্ব্বার ইটালীতে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং বেনিবেণ্টম নামক স্থানে রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপেই পরাস্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বেই ইটালী হইতে প্রস্থান করিলেন। রোমীয়েরা সমুদায় দক্ষিণ ইটালী অধিকার করিয়া লইল। ইহার পর সাম্নাইট জাতীয়েরা পুনর্ব্বার স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

এই সময়ে অর্থাৎ ২৬১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সমুদায় ইটালীর লোককে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক প্রকৃত রোমীয়, অপর রোম-সখ অর্থাৎ রোমের প্রজা, এবং তৃতীয় লাটিন লোক। ইহার মধ্যে রোমে প্লিবীয় পেট্রিসীয় এবং ক্লাইয়েণ্টদিগকে, এবং রোম নগরের চতুর্দ্দিকস্থ যাব-

তীয় ব্যক্তি যাহারা কোন ট্রাইব সম্ভুক্ত ছিল, তাহাদিগকে প্রকৃত রোমীয় বলা যাইত। আর যাহারা প্রকৃত রোমীয় বটে, কিন্তু সেনেটের অভিমতে রোম হইতে দূরে গিয়া উপনিবেশে বাস করিয়াছিল, তাহাদিগকেও রোমীয় বলা যাইত। অপরন্তু কোন ব্যক্তি কোন উৎকৃষ্টগুণে বিভূষিত অথবা সমধিক সম্পত্তিশালী এবং পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলে তিনি সেনেট হইতে "রোমীয়"—এই গৌরব সূচক উপাধি প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত রোমীয়দিগের মধ্যে গণ্য হইতেন। ইহাতেই বোধ হইবে যে, রোমীয় মাত্রেরই শাসন কর্তৃত্বে অধিকার ছিল না। যাহারা রাজধানী হইতে দূরে বাস করিত, তাহারা রোমীয় পদের বাচ্য হইলেও রোমের কোন সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য্যে হস্তার্পণ করিতে পারিত না। কতকগুলি মাত্র রোমীয়ের শাসন-কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু কোন রোমীয়ই স্বাধীনতায় বঞ্চিত ছিল না।

রোমসখ বলিয়া যে সকল অন্যান্য ইটালীয় জাতির উল্লেখ করা যায়, তাহাদিগের সকলের সহিত রোমের একই প্রকার সম্বন্ধ ছিল না। কিন্তু তাহাদিগের সকলেই রোমের প্রাধান্য স্বীকার করিত; এবং রোমের মতামত নিরপেক্ষ হইয়া পরস্পর সন্ধি বিগ্রহ করার অধিকার ত্যাগ করিয়াছিল। এমন কি, এক নগরের সহিত তৎপার্শ্ববর্ত্তী অপর নগরের কোন সম্পর্কই ছিল না, সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র থাকিয়া যে যাহার আপন আপন রীতি, নীতি, ব্যবস্থা ও

ধর্ম্ম প্রণালীর অনুসারে কার্য্য করিত। লাটিন লোক বলিয়া যাহাদের উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বোক্ত রোমীয় এবং তৎপ্রজাবর্গের মধ্যবর্ত্তী ছিল। তাহারা বাস্তবিক রোমের কতকগুলি ঔপনিবেশিক মাত্র, ইটালীর নানা স্থানে বিকীর্ণ হইয়া থাকাতে সর্ব্বত্র রোমীয়দিগের প্রভুত্ব অব্যাহত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সময়ে রোমীয়দিগের শাসন-প্রণালী, যেরূপ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাও বর্ণনা করা আবশ্যক, যেহেতু এখনকার প্রণালী পূর্ব্বকালের প্রণালী অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, এবং ইহারই অবলম্বনে রোমীয়েরা অনায়াসে ইটালীর বহির্ভাগেও অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়।

কিউরিয়েটা সভা রহিত হইয়া গিয়াছিল এবং সেঞ্চুরিয়েটা ও ট্রিবিউটা সভাদ্বয়ের মধ্যে আর কোন বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এইক্ষণে সেনেটে ব্যবস্থা সকল প্রস্তাবিত হইয়া সেঞ্চুরিয়েটা সভার সম্মতির নিমিত্ত প্রেরিত হইতে পারিত; আর ট্রিবিউনগণ জনসাধারণের ট্রিবিউটা সভা আহ্বান করিয়া সেই সভাতেও নূতন ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে পারিতেন। সেই প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সেঞ্চুরিয়েটা সভার সম্মতি খ্যাপন হইলেই উহা প্রচলিত হইতে পারিত। ব্যবস্থা প্রস্তাবনায় পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় উভয় পক্ষেরই সমান ক্ষমতা হইয়াছিল। ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে এই সময়ে এপিয়স ক্লডিয়স নামা এক জন সেন্সর নিম্ন শ্রেণিস্থ নাগরিক লোকদিগকে ট্রিবিউটা সভাসম্ভুক্ত করেন, এবং

যাহার যেরূপ বিভব তাহা বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া সেক্রিয়েটা সভার সভ্য নিয়োগ সম্বন্ধে, অনেক পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

[প্রথম পুনিক যুদ্ধ—রোমীয়দিগের বৈদেশিক অধিকার বৃদ্ধি—কার্থেজীয়দিগের কর্তৃক স্পেন দেশ অধিকার—হানিবল—দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ—মাসিডনরাজ ফিলিপের সহিত যুদ্ধ—সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধ—হানিবলের প্রাণত্যাগ—তৃতীয় পুনিক যুদ্ধ—গ্রীসের স্বাধীনতা বিলোপ—রোমীয়দিগের প্রদেশ অধিকার—শাসনের রীতি - রোমীয়দিগের মধ্যে অর্থলোভের প্রবেশ।]

ইটালী দেশ সমুদায় অধিকৃত হওয়াতে রোমীয়দিগের সহিত অপরাপর জাতির ক্রমশঃ সংস্রব হইতে লাগিল। তৎকালে ইটালীর দক্ষিণদিকস্থিত সিসিলি দ্বীপ নিবাসিগণ নিরন্তর অন্তর্বিবাদে আসক্ত হইয়াছিল। মেমার্টাইন নামক এক দল পরাক্রান্ত দস্যু মেসিনা-নগরবাসী গ্রীক জাতীয়দিগকে বিনষ্ট করিয়া ঐ নগর অধিকার করে; তাহাতে সিরাকুসের রাজা সসৈন্য আসিয়া উক্ত নগর অবরোধ করেন; পরন্তু সেই সময়ে প্রাচীন ফিনিকীয়দিগের প্রসিদ্ধ উপনিবেশ কার্থেজ হইতে কতকগুলি সৈন্য আসিয়া মেসিনা

নগরের দুর্গ অধিকার করিয়া লয়। কার্থেজদিগের সহিত সিরাকুস রাজ্যের সাতিশয় বিরোধ ছিল। কারণ ইহার পূর্ব্বাবধি কার্থেজীয়েরা সিসিলি-দ্বীপ অধিকার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছিল। তাহারা কখনই ঐ দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগের হস্তগত করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু নিরন্তর যত্নদ্বারা ক্রমে ক্রমে উহার সমুদায় দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল ভাগে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিল। মেমার্টিনীয়েরা কার্থেজীয়গণের ভয়ে ভীত হইয়া রোমের শরণাপন্ন হইলে রোমীয়েরা তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার বাসনায় সিসিলি দ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করিল। এই রূপে কার্থেজীয়দিগের সহিত রোমের যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহাকে প্রথম পুনিক যুদ্ধ বলে। ইহা ২৩ বৎসর ধরিয়া হয়; এবং এই যুদ্ধে রোমীয়েরা রণ- পোত নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা জলযুদ্ধ করিতে শিখে। কার্থেজীয়েরা বহু কালাবধি বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া বিপুল ধনসম্পত্তিশালী হইয়াছিল। তাহারা স্বয়ং কদাচিৎ অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে যাইত না, ভৃতিভুক্ সৈন্যদ্বারাই সকল সংগ্রাম কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। তাহাদিগের ভৃতিভুক্ সৈন্যগণ যে, স্বকার্য্যতৎপর রোমীয় সৈন্যের সহিত সংগ্রামে সমর্থ হইত না, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিন্তু বিশিষ্ট রণদক্ষ সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা কখন কখন রোমীয়দিগকেও পরাভব করিতে পারিত। স্পার্টা নগর নিবাসী জাণ্টী-

পস্ নামক কোন যুদ্ধবীর একবার কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রোমীয় সেনানী সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞ রেগুলস্ কার্থেজ আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন। আর হামিল্কার নামক এক জন সুবিজ্ঞ কার্থেজীয় সেনাপতির অধীনেও কার্থেজীয়েরা সিসিলি ও দক্ষিণ ইটালীতে রোমীয়দিগের অনেক হানি করিয়া পরিশেষে আপনাদিগের এক দল বিদ্রোহী সৈন্যকে পরাভব করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাহারা সর্ব্বদাই এরূপ জয়ী হইত না। রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধে কার্থেজীয়েরাই অনেক স্থানে পরাজিত হইত। সুতরাং পরিশেষে উহারা সন্ধিকরণে সম্মত হইয়া সিসিলি-দ্বীপ পরিত্যাগ এবং বিপুল অর্থদণ্ড প্রদান করিতে স্বীকার করিল।

ইহার পর ২৩ বৎসরের মধ্যে রোমীয়েরা সমুদায় সিসিলি-দ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। সিস্যালপীন গল নামক পো নদীর অববাহিকাও উহাদের হস্তগত হইল। আর বিনিস উপসাগরের উত্তর ও পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী ইলিরিয়া প্রদেশের রাজ্ঞী দস্যুবৃত্তি দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ জনপদবাসিগণকে উত্যক্ত করিয়াছিলেন বলিয়া রোমীয়েরা তাঁহারও রাজ্য লইয়া স্বাধিকার-সম্ভুক্ত করিল। সার্ডিনিয়া দ্বীপও এই সময়ে রোমীয়দিগের হস্তগত হয়।

এতাবৎ সময়ে কার্থেজীয়েরাও নিতান্ত নিশ্চিন্ত ছিল না। উহারা সিসিলি এবং সার্ডিনিয়া প্রভৃতি দ্বীপ

গুলিতে বল প্রকাশ করিতে না পাইয়া ক্রমে ক্রমে স্পেন দেশের সমুদায় পূর্ব্বোপকূল ভাগ আপনাদিগের অধিকৃত করিল। তাহাদিগের বিচক্ষণ সেনাপতি হামিল্কার এই সকল কার্য্যের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহার যত্নে কার্থেজীয়দিগের এই নূতন রাজ্য এমত প্রবল হইয়া উঠিল যে, রোমীয়েরাও তদ্দর্শনে শঙ্কান্বিত হইতে লাগিল। তাহারা বলিয়া পাঠাইল যে, কার্থেজীয়েরা যেন ইব্রোনদী পার হইয়া না আইসে। এই সময়ে হামিল্কারের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার জামাতা হস্‌দ্রুবাল কার্থেজীয় সৈন্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু ইনিও বহুকাল জীবিত ছিলেন না। ইহাঁর পর হামিল্কারের সুযোগ্য পুত্র হানিবল, ষড়বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কার্থেজীয়দিগের সেনাপতিত্বে নিযুক্ত হইলেন। ইনি নবম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পিতৃশিবিরে আনীত হইয়া যাবজ্জীবন কেবল যুদ্ধের রীতি নীতি শিক্ষা এবং বিবিধ রূপ সংগ্রাম ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। ইহাঁকে ইহাঁর পিতা অতি শৈশবেই দেবতার নিকট শপথ করাইয়া রোমের পরম শত্রু করিয়া রাখিয়া যান। ইহাঁর তুল্য যুদ্ধবীর বোধ হয় অদ্যাপি কেহ কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি রোমীয়দিগের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ইব্রোনদী পার হইয়া রোমাশ্রিত সাগণ্টম নামক নগর আক্রমণ করিলেন। রোমীয় দূত তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তিনি নিষেধ মানিলেন না; সুতরাং ২১৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে

রোমের সহিত কার্থেজীয়দিগের পুনর্ব্বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইহাকে দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধ বলে।

এই যুদ্ধ যে অতি ভয়ানক হইয়া উঠিবে, রোমীয়েরা তাহা প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। হানিবল আপন ভ্রাতা হাস্‌দ্রুবালের প্রতি স্পেন রাজ্য শাসনের ভারার্পণ করিয়া অতি শীঘ্রই পিরেণীস্ পর্ব্বতশ্রেণী লঙ্ঘন করিয়া গল দেশের দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন করতঃ বৃহৎ বৃহৎ ভেলক নির্ম্মাণ করাইয়া তৎসহযোগে হস্তী অশ্বসমেত রোম নদী উত্তীর্ণ হইলেন, বিপক্ষ পক্ষীয় বন্য জাতীয় গলদিগকে সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত করিলেন এবং পঞ্চদশ দিনের মধ্যে অশ্রুতপূর্ব্বক্লেশ সহ্য করিয়া আল্পস্ পর্ব্বতচয় উল্লঙ্ঘন করতঃ সসৈন্য ইটালীর উত্তর ভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন।

তত্রত্য গলজাতীয়েরা অতি স্বল্পকাল পূর্ব্বেই রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তথনও তাহাদিগের মন হইতে রোমীয়দিগের প্রতি দ্বেষভাব অপনীত হইয়া যায় নাই; সুতরাং তাহারা দলে দলে আসিয়া হানিবলের সৈন্য পরিপুষ্ট করিতে লাগিল। রোমীয়দিগের দুই জন কন্সল সিপিও এবং সেম্প্রেনিয়স্ একে একে টিসিনস্ ও ট্রিবিয়া নদী কূলে হানিবলের গতি রোধ করিতে গিয়া তৎকর্ত্তৃক পরাভূত হইলেন। ফ্লামিনিয়স নামক আর এক জন কন্সলও থ্রাসিমিন হ্রদের নিকট হানিবলের সহিত

যুদ্ধ করিয়া তৎকর্তৃক পরাজিত এবং স্বয়ং নিহত হই-লেন। তখন রোমীয়েরা জানিতে পারিল যে, হানি-বল তাহাদিগের সামান্য শত্রু নহেন। উহারা তৎক্ষণাৎ ফেবিয়স নামক অতি বিচক্ষণ এক ব্যক্তিকে ডিক্টে-টরের পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে দেশ রক্ষার ভার অর্পণ করিল। ফেবিয়স্ অতিশয় সতর্ক পুরুষ ছিলেন। তিনি কদাচিৎ হানিবলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে নিকটে থাকিয়া আক্রমণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপ করিয়া তিনি একদা কৃতকার্য্য প্রায় হইয়া-ছিলেন। হানিবল সসৈন্য কোন গিরিশঙ্কট মধ্যে প্রবেশ করিলে পর ফেবিয়স হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ফেলিলেন—কোন দিকে বাহির হইবার পথ রহিল না। এমন সময় রাত্রি উপস্থিত হইল। হানিবল মশাল জ্বালিয়া অনেকগুলি গরুর শৃঙ্গে বাঁধিয়া পর্ব্বতের একদেশে ঐ সকল গরু তাড়া-ইয়া দিলেন। রোমীয়েরা মনে করিল যে, হানিবল ঐ দিক আক্রমণ করিতে যাইতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে সেই দিকেই ধাবমান হইল। হানিবল সেই সুযোগে অন্য পথ দিয়া প্রস্থান করিলেন। এই রূপে দুই সেনাপতি নানা প্রকার রণকৌশল প্রকাশ করিতে-ছিলেন, কেহ কাহারও কোন বিশেষ হানি করণে সমর্থ হয়েন নাই, এমত সময়ে রোমীয়েরা সত্বর যুদ্ধ

সমাপন করিবার প্রত্যাশায় ফেবিয়সের পরিবর্ত্তে বারো এবং এমিলিশস্ নামক দুই জন কন্সলকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিল। বারো অত্যন্ত উদ্ধত স্বভাব-ছিলেন। তিনি যে দিন সৈন্যাধ্যক্ষতা পাইলেন, সেই দিনই হানিবলের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। "কেনি" নামক স্থানে এই ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়। ইহাতে সাতচল্লিশ হাজার প্রকৃত রোমীয় যোদ্ধা সমরশায়ী হইয়াছিল। রোমের সংস্থাপনাবধি একাল পর্য্যন্ত কখন উহার এরূপ বিপদ হয় নাই। গল জাতীয়েরা রোম দগ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বোধ হয় তাহাদিগের সহিত যুদ্ধেও রোমের এত অধিক লোকের প্রাণনাশ হয় নাই॥ এই যুদ্ধ ২১৬ পূঃ খৃষ্টাব্দে ঘটে। চমৎকারের বিষয় এই যে, এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও রোমীয়েরা আপনাদিগের গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল না। এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া হানিবল উঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয়েরা তখন সন্ধি সংস্থাপনে সম্মত হইল না। এ পর্য্যন্ত গল ভিন্ন ইটালীর অন্য কোন জাতি হানিবলের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। কেনি যুদ্ধের পর উঁহারা অনেকে ভীত হইয়া ক্রমে ক্রমে হানিবলের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। বিশেষতঃ কাপুয়া নগর নিবাসিগণ হানিবলের মহা সম্মান ও সমাদর করিল। শীত কালে হানিবল তাহাদিগের নগরে গিয়া অবস্থান করিলেন। এই হইতেই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিল। কাপুয়া

নিবাসিগণ সাতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। উহাদের সহ-বাসে হানিবলের সেনা সকল ইন্দ্রিয়-সুখাস্বাদন করিয়া যুদ্ধক্লেশ পরাঙ্মুখ হইয়া পড়িল। তিনি কার্থেজ হইতে নূতন সৈন্য আনয়নের নিমিত্ত অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্বদেশীয়গণের আলস্যে সেই সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইল। পরিশেষে তাঁহার ভ্রাতা হাসদ্রুবাল স্পেন হইতে তাঁহার সাহায্যার্থ আসিতেছিলেন, কিন্তু পথিমধ্যে নিরো নামক কন্সলের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনিও পরাভূত ও নিহত হইলেন।

এই শেষোক্ত ব্যাপার যে ঘটিয়াছে, হানিবল তাহার কিছুই জানিতেন না। যখন রোমীয় সৈনিকেরা হাস্-দ্রুবলের ছিন্ন মস্তক লইয়া তাঁহার শিবির মধ্যে নিক্ষেপ করিল, তখন ভ্রাতৃনিধন ব্যাপার তাঁহার প্রথম অবগতি হইল। কিন্তু হানিবল এমন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও নিজ নৈসর্গিক রণপাণ্ডিত্যের গুণে ইহার পরেও অবিরত পনর বৎসর কাল ইটালীতে অবস্থান করতঃ রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে রোমীয়েরা প্রবল হইতেছিল। অপর যেখানে যায়, উহারা সেই খানেই জয়লাভ করে, কিন্তু হানিবলের সহিত যুদ্ধ করিলেই পরাভূত হইয়া উহাদিগকে পলায়ন করিতে হয়। পরি-শেষে সিপিও নামক কোন যুবাপুরুষ কন্সল পদাভি-ষিক্ত হইয়া প্রথমে স্পেনে বিজয়লাভ করতঃ পরে আফ্রি-কায় গমন করিলেন, এবং তত্রত্য নুমিডিয়া প্রদেশের

রাজা মাসিনিসার সহিত মিলিত হইয়া কার্থেজ নগর আক্রমণের উপক্রম করিলেন। তখন কার্থেজীয়েরা একান্ত নিরুপায় হইয়া হানিবলকে স্বদেশ রক্ষার্থ আহ্বান করিলেন। তিনি অগত্যা ইটালী পরিত্যাগ করিয়া কার্থেজে গিয়া উপস্থিত হইলেন। "জামা" নামক স্থানে সিপিওর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। সেই যুদ্ধে হানিবল পরাজিত হইলেন। ২০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ যুদ্ধ ঘটনা হয়। এই যুদ্ধের পরেই কার্থেজীয়েরা যৎপরোনাস্তি হীনতা স্বীকার করিয়া রোমের সহিত সন্ধি স্থাপন করে।

দ্বিতীয় পুনিক যুদ্ধের সময়ে মাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করিয়া রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হানিবলের প্রাবল্যের সময় তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। রোমীয়েরা হানিবলকে পর্য্যুদস্ত করিয়াই ফিলিপের প্রতি মনোযোগ করিল এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া গ্রীসের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া দিল। ইহাতে গ্রীকেরা প্রথমতঃ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু অতি শীঘ্রই তাহাদিগের বোধ হইল যে স্বাধীনতা রূপ পরম সুখ কখন অন্য কর্তৃক প্রদত্ত হইতে পারে না। যিনি স্বাধীন হইবেন, তাঁহার আপনার যোগ্যতা থাকা চাই। এখন আর গ্রীকদিগের সে যোগ্যতা ছিল না। তাহারা রোমীয়দিগের প্রাবল্য দর্শনে ভীত হইয়া সিরিয়া

দেশের রাজাকে আপনাদিগের উদ্ধারার্থে আহ্বান করিল। সিরিয়ারাজ আণ্টিয়োকস্ তাহাদিগের সহায়তা করিতে গিয়া অতি শীঘ্রই রোমীয়দিগের নিকট পরাজিত হইলেন। তিনি মার্টিনিয়ার যুদ্ধে পরাভূত হইয়া তাহাদিগের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করিলে তাহারা তাঁহার অধিকার সমস্ত লইয়া নিজ পক্ষীয় রাজগণকে প্রদান করিল এবং হানিবলকে স্থান দান করিতে তাঁহাকে নিবারণ করিল। হানিবল ইহার পর অন্য এক রাজার আশ্রয়গ্রহণ করিতে গেলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহাকে ধরিয়া দিবার নিমিত্ত সেই রাজার নিকট দূত প্রেরণ করিল। তখন মহাত্মা হানিবল বিষপানদ্বারা জীবন বিসর্জ্জন সহকারে নিজ সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। ইহার পর ১৪৯ পূঃ খৃষ্টাব্দে রোমীয়েরা নিতান্ত অন্যায়াচরণ করিয়া পুনর্ব্বার দুর্ব্বল কার্থেজীয়দিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল, এবং কার্থেজীয়েরা সহস্র চেষ্টা করিলেও তাহাদিগের নগর ভস্মীভূত এবং আবাল বৃদ্ধ সমস্ত লোককে দাসরূপে বিক্রীত করিল। যে দিন সিপিও কর্তৃক কার্থেজ বিনষ্ট হইল, সেই দিন মমিয়স নামক অপর একজন কন্সল গ্রীসের অন্তর্গত করিন্থ নগর নষ্ট করিয়া সেই দেশের স্বাধীনতার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিলেন।

এই সকল যুদ্ধে রোমীয়েরা যে যে দেশ জয় করিয়াছিল, সমুদয় স্মরণ করিয়া দেখিতে গেলে জানা যাইবে যে, ভূমধ্য সাগরের চতুর্দ্দিক প্রায় সকলই উহাদিগের

অবিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় হইতে রোম রাজ্যকে, ইটালী ও প্রদেশাধিকার এই দুই ভাগে বিভক্ত করা গিয়া থাকে। প্রদেশাধিকারে রোমীয়েরা যেরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করে, তাহা অবগত হওয়া আবশ্যক। রোমীয়েরা কোন প্রদেশ জয় করিলে তথাকার প্রচলিত রীতি নীতির অধিক পরিবর্ত্ত করিত না। যেখানকার যে ধর্ম্ম, যে অবস্থা, যে রীতি তাহাই প্রচলিত রাখিত। বিশেষের মধ্যে এই যে, সেই প্রদেশের সৈন্য তথায় থাকিত না। রোমীয়েরা কেবল ইটালী হইতে আপনাদের সৈন্য সংগ্রহ করিত এবং প্রদেশাধিকার হইতে অর্থ সংগ্রহ করিত। প্রতি প্রদেশে দুই জন করিয়া প্রধান শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। তন্মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহার উপাধি 'প্রিটর' এবং তাঁহার সহকারীর উপাধি 'কুইষ্টর'। কর আদায়ের ভার কতকগুলি রোমীয় তহসিলদারের প্রতি অর্পিত হইত। উহাদিগকে 'পব্লিকান' বলিত। উহারা যে প্রজাবর্গের প্রতি অতিশয় অত্যাচার করিত তাহার সন্দেহ নাই।

রোমে পেট্রিসীয় এবং প্লিবীয় দলের যেরূপ প্রভেদ পূর্ব্বে ছিল, এক্ষণে আর তাহার কোন চিহ্নই ছিল না। এখন যাহার ধন-সম্পত্তি অধিক, সেই রোমে মহামান্য প্রজাপ্রিয় হইয়া উচ্চ রাজকর্ম্ম পাইতে পারিত। সুতরাং রোমীয়েরা যে, তৎকালে নিতান্ত ধনলোলুপ হইবে, তাহার সন্দেহ কি? তাহাদিগের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে

দূরস্থ প্রদেশ সকলে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইত; বিশেষতঃ স্পেন দেশে 'বিরিয়াথস্' নামক কোন বীর পুরুষের অধীনে লুসিটেনিয়া প্রদেশবাসিগণ যে অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপন করে, তাহা সামান্য যুদ্ধেই নিবৃত্ত হয় নাই। তাহার পর আবার নুমানসিয়া নাগরিকেরাও বহুকালাবধি রোমের বিপক্ষতাচরণ করে এবং পরিশেষে সিপিও কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার উপক্রম দেখিয়া সকলে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ফলতঃ রোমের এই অতি প্রাবল্যের সময়ই উহার বিনাশের হেতুভূত দোষ সকল ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছিল। কিন্তু সেই সময়ে কোন রোমীয় লোক ইহা বুঝিয়াছিল কি না বলা যায় না। তবে কথিত আছে, সিপিও কার্থেজে অগ্নি প্রদান করিয়াই বলিয়াছিলেন যে, আমার জন্মভূমি রোমেরও কোন সময়ে এরূপ দুরবস্থা ঘটিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

[রোমীয় নাগরিকদিগের অবস্থা এবং চরিত্র—দুর্বৃত্ত লোকের সাহায্যে আঢ্যদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা—টাইবিরিয়স গ্রাকস—কেইয়স গ্রাকস—নুমিডিয়ার যুদ্ধ—টিউটন এবং কেম্ব্রীয় লোকের সহিত যুদ্ধ—ইটালীয়দিগের বিদ্রোহ—সেই বিদ্রোহ শান্তি—মিথ্রিডেটিসের সহিত যুদ্ধ—মেরাইয়স এবং সলা—।]

রোমীয়দিগের প্রদেশাধিকার শাসনের রীতি যেরূপ বর্ণিত হইল, তদ্দ্বারাই বোধ হইয়া থাকিবে যে, ঐ সময়ে উঁহাদিগের মান, সম্ভ্রম এবং গৌরব যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল, পূর্ব্বগত কোন জাতীয় লোকের কখন সেরূপ হয় নাই। তখন রোম নগরে জন্মগ্রহণ করা কি পরম সৌভাগ্যের বিষয় হইত! সেই নগরে জন্মগ্রহণ করিলেই পৃথিবীর অন্য সকল দেশের রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক গৌরবান্বিত হইবার উপায় হইত। যে ব্যক্তি রোমে অতি সামান্য লোকের মধ্যে গণ্য ছিল সেও স্পেন হইতে আসিয়ামাইনর পর্য্যন্ত যে স্থানে কেন গমন করুক না, সকলেরই দর্শনীয়, মাননীয় এবং বন্দনীয় হইয়া চলিত। অর্থগৃধ্নু রোমীয়গণ অতি সহজেই আপনাদিগের ধনতৃষ্ণা পরিপূর্ণ করিতে পারিত, কীর্ত্তিপ্রিয় রোমীয়গণ অত্যল্প আয়াসেই চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিতেন এবং ধর্ম্মশীল রোমীয়গণও সেই সময়ে মানবকুলের সমধিক উপকার করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সময়ে রোমনগরীতে ধন লোলুপ, যশোলুব্ধ এবং দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির সংখ্যা যত অধিক হইয়াছিল, ধর্ম্মশীল এবং মানবকুল হিতৈষী ব্যক্তির সংখ্যা তেমন অধিক ছিল না। তেমন অধিক কি? রোমীয়দিগের ধর্ম্মবুদ্ধি কখনই সম্যক্ ঔদার্য্যগুণসম্পন্ন হয় নাই। তাহারা কখনই মানবসাধারণের হিতেচ্ছাকে ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিত না। তাহাদিগের মধ্যে যিনি পরম ধার্ম্মিক হইতেন, তিনি স্বদেশহিতৈষীই হইতেন, তাঁহারও উপচিকীর্ষাপ্রবৃত্তি সমুদয় মানবজাতিকে স্ববিষয়ীভূত করিতে পারিত না। সুপ্রসিদ্ধ কেটোর চরিত্র ইহার সম্পূর্ণ দৃষ্টান্তস্থল। এই ব্যক্তি রোমে অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। কিন্তু ইনিও কার্থেজীয়দিগের এমত বিদ্বেষ করিতেন যে, সেনেটে যখন কোন বিষয়ে কোন বক্তৃতা করুন না, সর্ব্বশেষে "কার্থেজ বিনষ্ট করা উচিত" এই বলিয়া কথা সমাপন করিতেন। কিন্তু এস্থলে এ কথাও বলা আবশ্যক যে, অদ্যাপি বাস্তবিক সমগ্র নরকুলহিতৈষা কোন খানে বিশিষ্টরূপে কার্য্যকারিণী হয় নাই। এখনও মানবের ধর্ম্মবুদ্ধি নিজ নিজ সমাজসীমা অতিক্রম করিয়া যায় না, যদিও কথায় যায় কাজে যায় না এবং যেখানে কেবল কথায় মাত্র যায় সেখানে মিথ্যা, কিতব এবং বঞ্চনার ভাগই বাড়িয়া উঠে মাত্র।

এই সময়ে গ্রীকদিগের সংস্রবে রোমীয়েরা কিছু কিছু বিদ্যাচর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছিল, এবং আপনাদিগের

প্রাচীন ব্যবহারাদি পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। পরন্তু তাহারা গ্রীকদিগের দেবতাগণের পূজা আপনাদিগের দেশে প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহাদিগের গূঢ় তাৎপর্য্য গ্রহ ব্যতিরেকে আপাত মনোরম ভ্রষ্টাচার সমস্তেরই অনুকরণ করিয়াছিল।

ধনসম্পদ, ভ্রষ্টাচার এবং কৃত্রিম সভ্যতার আবির্ভাব হইলে কখন কোন দেশের প্রজাবর্গের মধ্যে সাম্যভাব থাকিতে পারে না। রোমেও তাহা ঘটিল। তখন শুনিতে সকল রোমই সমান ছিল বটে, আইনেও এই কথার কোন অন্যথা ছিল না বটে, কিন্তু বাস্তবিক তখন রোমীয় প্রজাবর্গের মধ্যে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল। যাঁহারা ধনবান এবং যাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ অনেক প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা এক দল আর যাহারা নির্ধন বা কোন বিখ্যাত বংশ সম্ভূত নয়, তাহারা অপর দল; রোমীয়েরা এই প্রকার দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে রাজকার্য্য সমুদায়ই ধনীদিগের হস্তগত ছিল। নির্ধনেরা কেবল সভাস্থলে প্রস্তাবিত বিষয়ে স্ব স্ব অভিমত প্রকাশ করিতে পারিত এবং সেই সকল মত লইয়াই রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইত। এই জন্য ধনিগণ নির্ধনদিগকে স্ববশীভূত করিবার নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিত। লোকে দুষ্ট মন্ত্রণা সকল দুষ্ট উপায়দ্বারাই সিদ্ধ করিয়া থাকে; সুতরাং ধনবানেরা যখন কেবল উন্নত পদের প্রত্যাশা-

পন্ন হইয়া নির্ধনদিগকে তোষামোদ করিতে লাগিল তখন তাহারা যে, 'উহাদিগকে গোপনে উৎকোচ প্রদান করিবে, আপনাদিগের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াও জনসাধারণের চিত্তরঞ্জনার্থ বিবিধ নাট্য কৌতুকাদি প্রদর্শন করাইবে এবং মনে মনে যাহা থাকুক, কিন্তু যতদিন কর্ম্ম না হয়, ততদিন মুখে সকলের সহিত মিষ্ট আলাপ করিয়া সকলকে বঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিবে—ইহা সহজেই বোধগম্য হইতে পারে। এরূপ বহুকালাবধি হওয়াতে জনসাধারণে প্রায়ই সৎক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা জীবকোপার্জ্জনের চেষ্টা করা পরিত্যাগ করিল। উহারা কোন উন্নত পদাকাঙ্ক্ষী ধনবানের পক্ষে সভাতে অভিমত প্রদান করিলেই তাহার স্থানে যথেষ্ট অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারিবে, এই আশার উপরে নির্ভর করিয়া থাকিতে লাগিল, সুতরাং অত্যল্পকাল মধ্যেই নিতান্ত নীচবুদ্ধি ও দুষ্টাচার হইয়া পড়িল।

রোমের বাস্তবিক দশা এরূপ হইলেও তৎকালে এই সকল দোষ কিছুই প্রকাশ পায় নাই। প্রত্যুত সেই সময়ে প্রদেশ শাসনকর্ত্তৃগণ সকলেই বিপুল বিভবশালী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ রোমনগরীকে অতীব রম্য প্রাসাদ সমূহে পরিশোভিত করিলেন, অনেকানেক ব্যক্তি ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া সুবৃহৎ উদ্যানাদি প্রস্তুত করিতেছিলেন, এবং সেনাপতিগণ দূর

স্থিত প্রদেশ সকল জয়লব্ধ করিয়া জনসমূহের নিকট খ্যাতি লাভের চেষ্টা করিতেছিলেন। সুতরাং যেমন কোন পীড়াবিশেষে শরীরের বাহ্যকান্তি এবং পুষ্টিবর্দ্ধন দৃষ্ট হয়, কিন্তু অভ্যন্তরে উহা সম্পূর্ণরূপে অসার এবং বল-শূন্য হইতে থাকে, রোমেরও অবিকল সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল।

কোন কোন পরিণামদর্শী বিচক্ষণ রোমীয় স্বদেশের তাদৃশ অবস্থা অনুভব করিয়া যাহাতে দোষ সমস্ত সংশোধিত হয়, এমত চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। বিশেষতঃ টাইবিরিয়স্ গ্রাকস্ নামা এক ব্যক্তি তদর্থে সম্যক্ যত্নবান হইয়াছিলেন। তিনি প্রথম সিপিওর কন্যা কার্ণেলিয়ার পুত্র। তিনি মাতৃসন্নিধানে বাল্যাবধি বিবিধ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়েন, এবং ১৩৩ পূঃ খৃষ্টাব্দে ট্রিবিউন পদে উন্নত হইয়া অবিলম্বে যাহাতে লিসিনীয় ব্যবস্থা প্রচলিত হয় ও কোন ব্যক্তির সাধারণ ভূমি সম্পত্তিতে পাঁচ শত জুগুরার অধিক অধিকার না থাকে, এমত চেষ্টা করেন। তাহাতে বিষয়াপন্ন ব্যক্তিমাত্রেই টাইবিরিয়সের পরম শত্রু হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারা মন্ত্রণা করিয়া অক্টোবিয়স নামা এক জন ট্রিবিউনকে আপনাদিগের মতাবলম্বী করিল। অক্টেবিয়স্, টাইবিরিয়সের প্রস্তাবিত বিধি প্রচলিত হওয়া নিষেধ করিল। টাইবিরিয়স সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বুঝাইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি সাধারণ সভাস্থলে অক্টেবিয়সের

নামে নালিশ করিয়া তাহাকে পদচ্যুত করাইলেন। রোমে ট্রিবিউন নিয়োগ হওয়া অবধি কখন এমত ব্যাপার ঘটে নাই। টাইবিরিয়সের শত্রুপক্ষীয়গণ এই সূত্র পাইয়া প্রচার করিয়া দিল যে, তিনি রোমের চির প্রচলিত শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনি রাজা হইবার চেষ্টা পাইতেছেন। একান্ত অব্যবস্থিতচিত্ত নির্ব্বোধ জনসাধারণের মনে বৈরিবর্গের এই অশ্রদ্ধেয় অপবাদে প্রতীতি জন্মিল এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে টাইবিরিয়সের পক্ষ পরিত্যাগ করিল; পরে শত্রুগণ একদা হঠাৎ মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া সভাস্থলে কতিপয় সহচর সমেত দেশহিতৈষী টাইবিরিয়সের প্রাণবধ করিল। ১২৩ পূঃ খৃঃ।

টাইবিরিয়সের মৃত্যুর দশ বৎসর পরে তাহার কনিষ্ঠ সোদর কেইয়স্, ট্রিবিউন পদাভিষিক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠের অনুগামী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, সেনেট সভার সভ্যগণ নিতান্ত ধন লোলুপ হইয়া ধর্ম্মাধিকরণ ব্যাপারে অত্যন্ত গর্হিতাচরণ করিতেছেন। তাঁহারা বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে যাহার স্থানে অধিক উৎকোচ প্রাপ্ত হয়েন, তাহাকেই জয়ী করেন। অতএব তিনি এই এক ব্যবস্থা প্রচলিত করাইলেন যে, ধর্ম্মাধিকরণের ভার সেনেটের হস্তে অর্পিত না হইয়া নাইট অর্থাৎ অশ্বারোহিদলের হস্তগত হইবে। কেইয়স্ আরও প্রস্তাব করিলেন যে, লাটিন প্রভৃতি অপরাপর ইটালীয় জাতিগণ রোমের নাগরিকদিগের ন্যায় সাধা-

রণ সভাতে স্ব স্ব অভিমত ব্যক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবে। এই কথার প্রস্তাব হইবামাত্র রোমের আঢ্যগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ড্রুসস নামক অন্য এক জন ট্রিবিউনকে আপনাদিগের পক্ষ অবলম্বন করাইল। ঐ ট্রিবিউন সাতিশয় ধূর্ত্ততাপ্রকাশপূর্ব্বক প্রজাসাধারণের নিকট এমত সকল ব্যবস্থার প্রস্তাব করিতে লাগিল যে, তাহা প্রচলিত হইলে তদ্দ্বারা কেইয়সের প্রস্তাবিত আইনের অপেক্ষাও উহাদিগের আপাততঃ সমূহ উপকার দর্শে। ড্রুসস্ এইরূপে স্বয়ং প্রজাপ্রিয় হইয়া উঠিল, এবং কেইয়সের মান সম্ভ্রম দিন দিন ন্যূন হইতে লাগিল। যখন কেইয়সের প্রতি লোকের অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল, তখন শত্রুরা এক দিন তাঁহার দলবলকে আক্রমণ করিয়া একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। ১২১ পূঃ খৃঃ। 'গ্রাকস্' অভিধেয় সোদরদ্বয়ের এইরূপ বিনাশ হওয়াতে তাৎকালিক রোমদিগের রীতি চরিত্র সংশোধিত হইতে পারিল না, আঢ্য রোমীয়গণ পূর্ব্বের ন্যায় উৎকোচগ্রাহী এবং পরপীড়ক থাকিয়া গেল।

এই সময়ে নুমিডিয়ার রাজা মাসিনিসার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই ঔরস এবং এক পোষ্যপুত্র থাকে। সেই পোষ্য-পুত্রের নাম 'জগার্থা'। এই ব্যক্তি তাৎকালিক রোমীয়দিগের দুষ্ট চরিত্র সমুদায় পরিজ্ঞাত হইয়া মনে মনে নিশ্চয় করিল যে, এতাদৃশ অধর্ম্মশীল মনুষ্যদিগকে বশীভূত করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে না। এই ভাবিয়া

সে মাসিনিসার পুত্রদ্বয়কে নষ্ট করিয়া আপনি নুমিডিয়ার রাজা হইল। রোমীয়দিগের সহিত মাসিনিসার সখ্য ছিল। অতএব তাহারা সেই সখ্যের ভান করিয়া জগর্থার বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ করিল। ১১১ পূঃ খৃঃ। জগর্থা তাৎকালিক রোমীয়দি গর স্বভাব জানিত। তদনুসারে সেনাপতিগণকে অর্থ প্রদান দ্বারা সে আপন বশীভূত করিয়া ফেলিল, কেবল নামে মাত্র তাহার সহিত যুদ্ধ চলিতে লাগিল। বাস্তবিক সে সচ্ছন্দে নিজ দুষ্কর্ম্মার্জ্জিত রাজ্য ভোগ করিতে লাগিল, এবং বোধ হয়, যদি আর কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইত, তবে তাহার রাজ্যের প্রতি কোন ব্যাঘাতই ঘটিত না। কিন্তু সে ঐ সময়ে মাসিনিসার পৌত্রকেও বিনষ্ট করিল। ইহাতে রোমের প্রজাসাধারণ তাহার প্রতি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং মেটলস্ নামা এক জন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিকে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিল। মেটেলস্ সচ্চরিত্র, কিন্তু একান্ত আভিজাত্যাভিমানী এবং গর্ব্বিত স্বভাব ছিলেন। একদা তাঁহার সহকারী নীচ বংশোদ্ভব মেরাইয়স্ নামা কোন ব্যক্তি স্বয়ং কন্সল পদের প্রার্থী হইয়া রোমে আগমন করিবার নিমিত্ত তাঁহার স্থানে বিদায় যাচ্ঞা করিলে, মেটেলস্ তাঁহাকে অনেক কটু বাক্য বলেন। মেরাইয়স্ তাহাতে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া বিনানুমতিতেই রোমে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সাধারণ লোকের অনুগ্রহে নিজ

আকাঙ্ক্ষিত কন্সল পদে অভিষিক্ত হইয়া আপনি জগর্থার সহিত যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া গমন করিলেন। মেরাইয়স্ এক জন প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীর ছিলেন। তিনি শাস্ত্র বিদ্যাকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া কেবল শস্ত্র বিদ্যারই গৌরব করিতেন। তাঁহার শিক্ষিত সৈন্যগণ ক্লেশ সহিষ্ণু ও রণদক্ষ হইয়াছিল। অতএব জগার্থা তাহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া মরিটানিয়ার রাজা বকসের নিকট গিয়া শরণ লইল। এই সময়ে সলা নামে ভদ্রবংশীয় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কোন ব্যক্তি মেরাইয়সের সহযোগী ছিলেন। তাঁহার কৌশলে ভুলিয়া রাজা বকস শরণাপন্ন জগার্থাকে রোমীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন। জগার্থা রোমে আনীত হইয়া এক কারাগৃহে নিরুদ্ধ হয়, এবং তথায় অশনাভাবে মহা ক্লেশে প্রাণ পরিত্যাগ করে। ১০৬পূঃ খৃঃ।

নিউমিডিয়ার যুদ্ধ সমাপন হওয়াতে রোমীয়েরা সাতিশয় আনন্দযুক্ত হইল। কারণ এই সময়ে কিম্ব্রি ও টিউটন নামক দুই অসভ্যজাতীয় লোক, আপনাদিগের স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে ইউরোপের মধ্যে আহার ও নিবাসস্থান অনুসন্ধান করিয়া পর্যটন করিতে ছিল। তাহারা যে দেশে প্রবেশ করিত, সেই দেশের নিবাসী সমস্ত লোককে খড়্গসাৎ করিয়া তাহাদিগের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইত। তাহাদিগের সংখ্যা পাঁচ লক্ষের ন্যূন ছিল না। রোমীয়েরা তাহাদিগের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল। কিন্তু যেমন কোন সুবৃহৎ

কঠিন বস্তুর প্রতি সামান্য উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলে সেই উপলখণ্ডই আপনি প্রতিহত বা চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, উক্ত অসভ্য জাতিদিগের সংঘাতে রোমীয় সৈন্যেরও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সেই সমূহ বিপৎকালে রোমীয়েরা মেরাইয়সকে পুনর্ব্বার কন্সলের পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে ঐ যুদ্ধের ভার অর্পণ করিল। মেরাইয়স ১০২ পূঃ খৃষ্টাব্দে গলদেশের অন্তর্গত এইসস্ নামক নগরের নিকটে টিউটনদিগকে সমূলে সংহার করিলেন এবং তৎপর বৎসরেই ইটালীর অন্তর্গত বাসীন নামক নগরের নিকট কিম্ব্রিগণকে বিনষ্ট করিলেন।

এই রূপে রোম সাম্রাজ্য পুনঃ পুনঃ তাঁহা কর্তৃক রক্ষিত হইলে মেরাইয়সের মনোমধ্যে সাতিশয় অহঙ্কারের উদয় হইল। তিনি রোমের কোন ব্যক্তিকে তৃণ তুল্যও জ্ঞান করিতেন না। আপনি দুঃস্থ প্রজাসমূহের অধিনায়ক হইয়া আঢ্য এবং আভিজাত্যাভিমানী সকল প্রজাবর্গের প্রতি অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েরা তাঁহার প্রতিযোগী সলার পক্ষাবলম্বন করিয়া যাহাতে মেরাইয়সের গর্ব্ব চূর্ণ হয়, এমত যত্ন করিতে লাগিল। সলা পূর্ব্বাবধি বলিতেন, জগার্থাকে আমিই ধৃত করিয়াছি। সেই যুদ্ধে মেরাইয়সের অপেক্ষা আমার পৌরুষ অধিক। রোম নগরী এই রূপে দুই প্রতিপক্ষ দলে বিভক্ত হইয়াছে, এমত সময়ে একটি ভয়ঙ্কর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিবার উপক্রম হইল।

এই সময়ে রোম-সথ সংজ্ঞক ইটালীর লোকেরা বলিতে লাগিল যে, আমরা রোমের সৈন্য হইয়া দূরদেশে যাই, আমাদিগের দ্বারাই রোমীয় সাম্রাজ্য বিস্তৃত এবং পরিরক্ষিত হয়, অথচ রোমীয়েরা আমাদিগের উপর অযথা কর্তৃত্ব করে। আমরা রাজকার্য্য বিষয়ে আমাদিগের অভিমত, প্রকাশ করিতে পাই না, অতএব আমরা সকলে মিলিয়া রোম সাম্রাজ্যের প্রাধান্য লুপ্ত করিব, এবং উহার পরিবর্তে ইটালিকা নামে একটি রাজধানী সংস্থাপিত করিয়া সকলে এক মত হইয়া থাকিব। দক্ষিণ ইটালীর লোকেরাই এই রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া যুদ্ধারম্ভ করে। যদি লাটিন অম্ব্রিয় এবং ইট্রুরীয়গণ এই সময়ে তাহাদিগের সহিত যোগ দিত, বোধ হয় তাহা হইলে রোমের প্রাধান্য এই যুদ্ধেই লুপ্ত হইয়া যাইত। উহারা যোগ না দেওয়াতে রোমের প্রাধান্য রক্ষা হইল। আর রোমীয়েরা কৌশল করিয়া সর্ব্বত্র এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিল যে, যাহারা আমাদিগের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করে নাই, আমরা তাহাদিগকেই আমাদিগের সমান অধিকার দিব। কিছুকাল পরে রোমীয়েরা ইহাও অঙ্গীকার করিল যে, যাহারা সর্ব্বাগ্রে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আপনাদিগের অপরাধ স্বীকার করিবে, তাহাদিগকেও রাজকার্য্যে তুল্য অধিকার প্রদান করা যাইবে। এই রূপ ঘোষণা প্রচার করাতে পূর্ব্বের বিদ্রোহ ব্যাপার সমুদায় ইটালী দেশ ব্যাপক হইতে পারিল না; আর যাহারা বিদ্রোহে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহারাও একে একে আসিয়া পুনর্ব্বার রোমের শরণাগত হইল। পরন্তু সাম্নাইট জাতীয়েরা সর্ব্ব শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। উহাদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে, এমত সময়ে পূর্ব্ব দিকে রোমীয়দিগের আর এক প্রবল শত্রুর উদয় হইল। সেই শত্রু কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী পণ্টস্ দেশের রাজা মিথ্রিডেটিস। ইহাঁর পিতা রোমীয়দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন। কিন্তু রোমীয়েরা তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া নামক একটি প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। ইহাতে মিথ্রিডেটিস মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ গুপ্ত ভাবে আপন বল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। প্রথমে রোমীয়দিগকে কিছুই না বলিয়া নিজ সৈন্য সমুদয়কে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, এবং যখন তাঁহার এমত বোধ হইল যে, রোমীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবেন, তখন (৮৮ পূঃ খৃ) তিনি হঠাৎ তাহাদিগের অধিকার আক্রমণ করিয়া একেবারে সমুদয় আসিয়ামাইনর প্রদেশ আপন হস্তগত করিলেন। মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি অর্কিলেয়স ঐ সময়ে গ্রীস দেশে প্রবেশ করিলেন। এথিনীয়গণ তাঁহাকে অতি সমাদর করিয়া গ্রহণ করিল। এবং প্রায় সমুদয় গ্রীসদেশ অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত হইয়া পড়িল।

রোমীয়েরা সল্লাকে কন্সল পদাভিষিক্ত করিয়া এই ভয়ানক শত্রুর দমনার্থে প্রেরণ করে। তাহাতে মেরাইয়স

একান্ত ঈর্ষাপ বশ হইয়া আপন দল বল লইয়া হঠাৎ রোমে প্রবেশ করিলেন, এবং বিপক্ষবর্গের অনেক ব্যক্তিকেই নষ্ট করিয়া সলাকে পদচ্যুত করিলেন, এবং আপনি তাঁহার পদাভিষিক্ত হইলেন। এই সংবাদ সলার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। নিজ সৈন্যাগণদ্বারা মেরাইয়স পক্ষীয় লোকদিগকে দমন করিলেন, এবং পুনর্ব্বার কন্সল পদ প্রাপ্ত হইয়া মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। সলা কর্তৃক মিথ্রিডেটিসের সেনাপতি অর্কিলেয়স দুই বার সম্মুখসংগ্রামে পরাভূত হয়েন, এবং মিথ্রিডেটিস স্বয়ং অন্য এক জন রোমীয় সেনাপতির নিকট পরাস্ত হইয়া পরিশেষে সন্ধি প্রার্থনা করেন।

এখানে রোম নগরীতে সলার অবর্ত্তমান কালে মেরাইয়স এবং তৎস্বপক্ষ কন্সল সিন্না অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সাম্নাইট জাতীয়েরা তাঁহাদিগের পৃষ্ঠপূরক হইয়াছিল, এবং প্রায় সমুদায় ইটালী তাঁহাদিগের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল, অথবা তাঁহাদিগের অত্যাচারের ভয়ে কম্পিত হইতেছিল। সলা এমত সময়ে পুনর্ব্বার রোমে প্রত্যাগমন করিলেন। তিনি এইবার এমন নৃশংস ব্যবহার করিতে লাগিলেন যে, "অল্পকাল মধ্যেই মেরাইয়সের দলবল একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল। এইরূপে শত্রুদমন হইলে ৮১ পূঃ খৃষ্টাব্দে সলা এক বৎসর কালের নিমিত্ত ডিরেক্টর পদবী অর্থাৎ রোমের সর্ব্ব-

কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে মনে একান্ত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, মেরাইয়সের পক্ষীয় ব্যক্তি মাত্রকেই সংহার করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি আপনার শত্রুবর্গের নামের এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে তাহার এক এক খণ্ড অনুলিপি রোমের স্থানে স্থানে সংস্থাপিত করিতেন। সলার এই আজ্ঞা হইয়াছিল যে, যাহাদিগের নাম ঐ তালিকায় প্রকাশিত থাকিবে, তাহাদিগকে যে কেহ পারে মারিয়া ফেলিলে তাহার নালিস গ্রাহ্য হইবে না, প্রত্যুত হত্যাকারিগণ তাঁহার স্থানে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। সলা আপন সৈন্য-গণকে ইটালীর স্থানে স্থানে অনেক নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। তাহাতে সর্ব্বত্রই তাঁহার মতাবলম্বীদিগের নিবাস হওয়াতে তাঁহার বল আরও দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। তিনি দশ সহস্র দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া তাহা-দিগকে আপন শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করিলেন। আর রোমের শাসন-প্রণালী পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেইরূপ করি-বার অভিপ্রায়ে তিনি ট্রিবিউনদিগের শক্তি খর্ব্ব করি-লেন। ট্রিবিউটা সভায় ব্যবস্থা প্রস্তাবিত করিবার যে ক্ষমতা হইয়াছিল, তাহা রহিত করিয়া দিলেন। ধর্ম্মা-ধিকরণের ভার ইকাইট দলের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া সৈনেট সভার সভ্যদিগকে প্রত্যর্পিত করিলেন। ফৌজ-দারী আইন সমুদায় সংশোধিত করিলেন, এবং পরে আপনি ডিক্টেটর পদ স্বেচ্ছাতঃ পরিত্যাগ করিয়া সকল

লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটি-সের সহিত রোমীয়দিগের পুনর্ব্বার বিবাদ ও যুদ্ধ হইল, কিন্তু এই দুই যুদ্ধে মিথ্রিডেটিসের জয় হইয়াছিল বলিতে হইবে। কারণ ইতিপূর্ব্বে সলা তাঁহাকে কেবল পণ্টস দেশ মাত্র দিয়া তাঁহার অপর সমুদয় অধিকার রোম-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দ্বিতীয় যুদ্ধের পর যে সন্ধি হয়, তাহাতে কাঁপাডোসিয়া এবং আসিয়া মাইনরের মধ্যপ্রদেশের কিয়দংশ মিথ্রিডেটিসের রাজ্য সম্ভুক্ত হইয়াছিল।

সলার ভয়ে মেরাইয়সের পক্ষীয় অনেক ব্যক্তি কেহ বা সিসিলি, কেহ বা স্পেন, কেহ বা আফ্রিকা ইত্যাদি নানা দেশে বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। উহারা ঐ সকল দেশে পুনর্ব্বার দলবদ্ধ হওয়াতে সলা তাহাদিগের বিরুদ্ধে আপন সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করেন। সলার সকল সেনাপতির মধ্যে পম্পী নামক এক ব্যক্তি বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন এবং প্রায় সকল যুদ্ধেই জয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন। সলা তাঁহার অতিশয় গৌরব করিতেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[পম্পী—জুলিয়স্ সিজর—সিসিরো—দলপতিত্রয়ের সাম্রাজ্যশাসন—সিজরের কীর্ত্তিকলাপ—পম্পীর ঈর্ষা—উভয়ের যুদ্ধ—সিজরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব—তাঁহার অপমৃত্যু—ব্রুটস্ এবং কাসিয়স্—আণ্টনি এবং অক্টেবিয়সের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব—শেষোক্তের অগষ্টস নাম পরিগ্রহ।

পূর্ব্বাধ্যায়ে যে পম্পীর নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাঁহারই কীর্ত্তি কলাপ বর্ণিত হইবে। ইহার পূর্ব্বাবধি রোমীয়গণ আর স্বাধীনতাপরায়ণ এবং পুরুষার্থসাধন-তৎপর ছিল না। তাহাদিগের ইতিবৃত্ত ব্যক্তি বিশেষের জীবনচরিতে পর্য্যবসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা-তেই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, রোমীয়েরা ক্রমশঃ নিষ্প্রভ হইয়া দিন দিন একাধিপতি রাজার শাসনাধীন হইবার উপযুক্ত হইয়া আসিতেছিল। এক্ষণে তাহাদিগের যে স্বাধীনতা ছিল, তাহা কেবল নামে মাত্র। পম্পী, সলার অনুমতিক্রমে সিসিলি দ্বীপে এবং আফ্রিকাখণ্ডে গিয়া তত্রত্য মেরাইয়স পক্ষীয় লোক সকলকে পরাজয় করিলেন। পরিশেষে তাঁহাকে স্পেন দেশে যাত্রা করিতে হইয়াছিল। তথায় সর্টোরিয়স নামা মেরাইয়সের পক্ষীয় একজন অতি বিচক্ষণ সেনাপতি একটী স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিয়া অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। সর্টোরিয়সের যুদ্ধনৈপুণ্যের তুলনার স্থল মহান্ আলেক্-

জাগুার এবং হানিবল প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত যুদ্ধবীরগণের চরিতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। পম্পী তাঁহারসহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে ৭২ পূঃ খৃঃ এক জন দুরাত্মা সর্টোরিয়সের প্রাণ বধ করিয়া স্বয়ং সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, সে অনায়াসেই পম্পীর বশ্য হইয়া পড়িল।

পম্পী এইরূপে বিজয়লাভ করিয়া রোমে আসিতেছেন, এমত সময়ে ইটালীর উত্তরভাগে আর একটী প্রতিপক্ষ সৈন্য তাঁহার সম্মুখে পড়িল। তিনি তাহাদিগকে পরাভব করিলেন। তাহারা কে এবং কি প্রকারে সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে হইলে রোমীয়দিগের এক প্রকার দুষ্ট ব্যবহারের উল্লেখ করিতে হয়। প্রাচীন জাতীয়-দিগের মধ্যে গ্রীক ও রোমীয়েরা বিশেষ সভ্য বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু গ্রীকেরা রোমীয়দিগের অপেক্ষা অনেক অংশে উৎকৃষ্ট ছিল। রোমীয়েরা অতিশয় নৃশংস ছিল, গ্রীকেরা সেরূপ নির্দ্দয় ছিল না। গ্রীকেরা কাব্যশাস্ত্র বিনোদনে অনেক কাল ক্ষেপণ করিত, রোমীয়েরা নির-ন্তর বিবাদ বিগ্রহ লইয়াই থাকিত। গ্রীকদিগের প্রধান আমোদ নাট্য দর্শন করা, রোমীয়দিগের প্রধান আমোদ মল্লক্রীড়া দর্শন করা। সে মল্লক্রীড়া অতি ভয়ঙ্কর ছিল। তাহাতে অসংখ্য মল্লের প্রাণবধ হইত। কিন্তু আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতি রোমীয় মাত্রেই তদ্দর্শনে সাতিশয় আনন্দ অনুভব করিত। এই নিমিত্ত যে সকল ব্যক্তি

রোমে লোকের অনুরাগ লাভ করিয়া প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার বাসনা করিত, তাহারা নানা দেশ হইতে অতীব বিক্রমশালী মল্লসমূহকে আনয়ন করাইত, এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অন্যান্যের সহিত অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি বন্য পশুর সহিত যুদ্ধ করাইত। এই রূপে অসংখ্য মল্ল ইটালীর নানা স্থানে আনীত হইয়া সর্ব্বদা শিক্ষিত হইত। একদা স্পার্টাকস্ নামে এক জন মল্ল, রক্ষিগণের হস্ত হইতে পলায়ন করিয়া আর কতিপয় মল্লের সহিত মিলিত হইয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিবার মানসে একত্র দলবদ্ধ হইল। রোমীয়দিগের দাস সংখ্যাও অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। তাহারাও অনেকে যাইয়া স্পার্টাকসের সহিত যোগ দিল। ফলতঃ দিন দিন উহাদের দল পুষ্ট হইতে লাগিল, এবং অত্যল্প কাল মধ্যে উহারা রোমীয় কন্সলদিগকে সসৈন্যে পরাভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছু কাল পরে ৭১ পূঃ খৃঃ সমবেত দাস সেনা ক্রাসস্ নামক এক জন রোমীয় সেনাপতি কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইটালীর উত্তর ভাগে প্রস্থান করে ও হঠাৎ স্পেন-বিজেতা পম্পীর সম্মুখে পড়ে। পম্পী উহাদিগকে সংহার করিয়া রোমে প্রত্যাগমন করেন।

জনসাধারণ পম্পীর প্রতি একান্ত ভক্তিমান হইয়াছিলেন। অতএব সেই সময়ে ভূমধ্য সাগরে অতিশয় জলদস্যুর ভয় হওয়াতে তাহারা তৎক্ষণাৎ

পম্পীকে সেই সাগর ও তচ্চতুর্দ্দিকস্থ ভূভাগের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত প্রদেশের শাসনাধিকার প্রদান করিয়া দস্যুদমনার্থ নিযুক্ত করিল। পম্পী তিন বৎসরের নিমিত্ত ৬৭ পূঃ খৃঃ এই কর্ম্ম পাইলেন। কিন্তু তিনি তিন মাসের মধ্যেই দস্যুকুলকে একেবারে নির্ম্মূল করিয়া সমুদায় ভূমধ্যসাগর নিরুপদ্রব করিলেন। পম্পী যত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ। ইহাতে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণ বৃদ্ধি হইল, এবং তিনি মিথ্রিডেটিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণার্থ আদিষ্ট হইলেন। পণ্টসরাজ ইতিপূর্ব্বে সর্টোরিয়সের সহিত একমত হইয়া রোমীয়দিগের প্রতিকূলে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে লুকলস নামা একজন সেনাপতি তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি মিথ্রিডেটিসকে আসন্নপ্রায় করিয়াছেন, এমত সময়ে পম্পী সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পম্পীর যুদ্ধে পণ্টসরাজ সর্ব্বতোভাবে পর্য্যুদস্ত হইয়া ৬৩ পূঃ খৃঃ বিষপান দ্বারা জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। পম্পী তাহার পর 'সিরিয়া' যুডিয়া প্রভৃতি অনেক দেশ জয় করিয়া রোম সাম্রাজ্য সম্ভূক্ত করিলেন। রোমে পম্পীর গৌরবের ইয়ত্তা রহিল না। রোমীয় সেনাপতিগণের এই রীতি ছিল যে, তাঁহারা কোন সংগ্রামে বিজয়লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলে বিজয়চিহ্ন প্রকাশ পূর্ব্বক মহাসমারোহ করিতেন। পম্পী নিজ বিজয় সমারোহ যেমন ঘটা করিয়া

নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কখন তেমন আড়ম্বর করেন নাই।

পম্পীর এই প্রাধান্যের সময় আর এক ব্যক্তি রোমে প্রাদুর্ভূত হইয়া নিজ গুণগ্রাম বিস্তার দ্বারা জনসাধারণের মাননীয় হইতেছিলেন। রোমে ইহাঁর তুল্য ক্ষমতাবান, বুদ্ধিমান ও গুণবান দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ কখন জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইনি যেমন যুদ্ধ বিদ্যায় সর্ব্বাগ্রগণ্য তেমনি সদ্বক্তা এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থকারও ছিলেন। ইহাঁর নাম জুলিয়স্ সীজর। মৃত মেরাইয়সের পক্ষীয় যে সকল লোক অবশিষ্ট ছিল, তাহারা সকলে ইহাঁকেই আপনাদিগের দলপতি স্বরূপ মান্য করিত। সলা যখন ঐ পক্ষীয় সকল লোকের প্রাণ সংহার করিবার প্রতিজ্ঞা করেন তখন সীজরকেও বিনাশ করিবার মনন করিয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধুবর্গের অনুরোধপরবশ হইয়া নিজ মানস সফল করিতে পারেন নাই। পম্পী ইহাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। সুতরাং এই দুই ব্যক্তিতে অতিশয় প্রণয় জন্মিয়াছিল। কিন্তু সীজরের খ্যাতি তখনও অধিক হয় নাই। তখন রোমে সিসিরোই পম্পীর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন। সিসিরো যুদ্ধ বিদ্যায় পারগ ছিলেন না। কিন্তু পৃথিবীতে যত সদ্বক্তা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ডিমস্থিনিস সর্ব্বপ্রধান এবং সিসিরো তদ্দ্বিতীয়। ইহার ন্যায় সুলেখকও কোন দেশে অধিক জন্মে নাই। এক বৎসরের

নিমিত্ত কন্সল পদাভিষিক্ত হইয়া ইনি ক্যাটালিন নামক এক জন দুরাত্মার ষড়যন্ত্র সমুদায় অনুসন্ধান ও প্রকটন করিয়া রোম নগর রক্ষা করেন। তৎপ্রযুক্ত রোমীয়েরা এই মহাত্মাকে "স্বদেশের পিতা" এই গৌরব সূচক উপাধি প্রদান করে। বস্তুতঃ সিসিরো যে এক জন পরম স্বদেশহিতৈষী, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধুশীল ব্যক্তি ছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি সীজর প্রভৃতি কূট-বুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণ বৃত্তি সম্যক্ বুঝিতেও পারিতেন না, আর যদিও কোন কোন স্থলে বুঝিতেন তথাপি ভীরু স্বভাব প্রযুক্ত কদাপি উহাদের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্য করিতেও পারিতেন না। তিনি ভাল মানুষ অতএব যে পক্ষে থাকিবেন, সেই পক্ষেই ধর্ম্ম আছে, লোকে ইহা বিবেচনা করিবে, এই ভাবিয়া দুরাকাঙ্ক্ষ দুষ্টগণ সকলেই তাঁহাকে স্বদলস্থ করিবার চেষ্টা করিত। সিসিরোও কখন এ পক্ষে কখন ও পক্ষে থাকিয়া আপন মতের চঞ্চলতা এবং ধূর্ত্তদিগের চাতুর্য্য সপ্রমাণ করিতেন। কিন্তু তিনি প্রায় কখনই সীজরের পক্ষ পরিত্যাগ করেন নাই।

যখন সীজরের সহিত পম্পীর প্রণয় হইল, তখন সিসিরোও উহাঁদের সহিত মিলিত হইলেন। আর তাৎকালিক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনবান্ ক্রাসস নামা ব্যক্তিও উহাদিগের সহিত এক পরামর্শ হইলেন।

অসীম ক্ষমতাবান সীজর, অতুল সৌভাগ্যশালী পম্পী এবং প্রভূত ধন সম্পত্তিশালী ক্রাসস—এই তিন জনের একত্র সংযোগ হইলেই ইহাঁরা রোমের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। কারণ রোম নাগরিক মাত্রেই এই তিন জনের অন্যতম কোন ব্যক্তির দলসম্ভূক্ত হইয়াছিল। ইহাঁরা রোম সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া আপনাপন শাসনাধীন করিলেন। অভিমানশালী পম্পীর ভাগে স্পেন, আফ্রিকা, ইটালী প্রভৃতি সুসংস্থাপিত দেশ সমুদায় পড়িল, অর্থলোভী ক্রাসস্ সুসমৃদ্ধ আসিয়া-মাইনর শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন, পরিণামদর্শী সীজর অতি ভীষণস্বভাব বন্যজাতি সমাকীর্ণ গলদেশ শাসন করিবার ভার লইলেন। পম্পী যুদ্ধাদি করিয়া ধনে মানে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, অতএব স্বয়ং রোম পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তর যাইবার বাসনা করিলেন না, প্রতিনিধির দ্বারা শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আপনি রোমে নিশ্চিন্ত হইয়া বিষয় সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রাসস্ নিজ অধিকারে গমন করিয়া প্রজাপীড়ন করতঃ অনেক অর্থ সঞ্চয় করিলেন, এবং একান্ত যুদ্ধোন্মত্ত হইয়া পারস্য দেশনিবাসী পরাক্রান্ত পার্থীয় জাতির সহিত সংগ্রাম করিলেন। ঐ যুদ্ধে ৫৩ পূঃ খৃঃ তিনি সপুত্র নিহত হইলেন, এবং তাঁহার সৈন্যচয় বন্দীকৃত হইল। সীজর নিজ অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া (৫৮ পূঃ খৃঃ) প্রথমে হেলবিসীয় নামক সুইজর্লণ্ড নিবাসী বন্য জাতিকে

পরাজয় করিলেন, তাহার পর জর্ম্মাণদিগের রাজা অরি-য়াভিসকে পরাজয় করিলেন; তৎপরে বেলজিয়ম নিবাসী বেলজীয়গণকে বশীভূত করিলেন; এবং পরে ৫৪ পূঃ খৃঃ তিনি উপর্য্যুপরি দুই বার ইংলণ্ড দ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া ব্রিটনদিগকে করকবলিত করিলেন। ইহার পর তদধিকৃত প্রদেশে অনেকানেক বিদ্রোহ হইল—জর্ম্মাণেরা রাইন-নদী পার হইয়া পুনঃ পুনঃ গল দেশ আক্রমণ করিতে আসিল। গলের প্রজাগণও রোমীয়দিগের অধীনতা পরি-ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সীজর এমত সক্ষম ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁহার কোন অধিকার তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়া যাইতে পারিল না। গল-জাতীয় প্রজাগণ দুর্ব্বৃত্ত বন্য অশ্বের ন্যায় নানা প্রকারে দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল বটে, কিন্তু পৃষ্ঠাধিরূঢ় সীজরকে আসনচ্যুত করিতে পারিল না। পরিশেষে তাহারা তাঁহার নিতান্ত বশীভূত ও একান্ত আজ্ঞাকারী ভৃত্যবৎ হইয়া পড়িল। সীজর শীত, বাত, বর্ষা কিছুরই প্রতিবন্ধকতা না মানিয়া কখন বা অশ্বারোহণে সসৈন্যে গমন করিতেছেন, কখন বা রোণ, সীন, প্রভৃতি অতি প্রশস্ত তটিনী সকল সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন; পরন্তু তাদৃশ সময়েও আপন লেখকদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া রাজকীয় কর্ম্মসংক্রান্ত পাঁচ ছয় খানি পত্র একেবারে লেখাইতেছেন, এবং শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্য সকল কর্ম্মের অবসানেই নিজ,

আশ্চর্য্য কীর্ত্তিকলাপ চিরস্মরণীয় করণের উপযোগী ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। বস্তুতঃ এতাদৃশ সীজরকে মনোমধ্যে ধ্যান করিলেও অলস ব্যক্তিদিগের আলস্য দূরীভূত হইয়া কার্য্যতৎপরতা জন্মিবার সম্ভাবনা।

রোমে সীজরের পক্ষীয় লোকেরা তাঁহার অতুল্য গুণের অনুকীর্ত্তন করিতে লাগিল। সিসিরো বলিলেন, সীজরের সহিত তুলনা করিলে মেরাইয়সই বা কি ছিলেন?—আর কেহ কেহ মনে মনে বলিলেন, পম্পীই বা সীজরের কোথায় লাগেন? সীজরের খরতর কীর্ত্তি প্রভায় পম্পীর যশোরাশি আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কীর্ত্তিই হউক, আর ধর্ম্মই হউক, আর বিদ্যাই হউক, যে ব্যক্তি আপনার যথেষ্ট হইয়াছে, এমত জ্ঞান করিয়া অহঙ্কৃত এবং আত্মাভিমানী হয়, তাহার কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, বিদ্যা কিছুই স্থায়ী হইতে পাবে না—অতি শীঘ্রই সে ব্যক্তি প্রতিযোগিদিগের নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। পম্পীর সেই দশা হইবার উপক্রম হইল। তাহাতে তিনি ঈর্ষাপরবশ হইয়া সীজরের তেজোহ্রাস করিবার নিমিত্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ ইহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সীজরের কন্যা পম্পীর পত্নীর প্রাণবিয়োগ হওয়াতে উঁহাদিগের কুটুম্বতানিবন্ধন যে সৌহার্দ্দ বন্ধন হইয়াছিল তাহাও ছিন্ন হইয়া যায়। তখন পম্পীর পক্ষীয় সকলে বলিতে লাগিল যে, সীজর বহুকাল রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে নিজ অধি-

কার পরিত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। সীজর উত্তর করিলেন, আমি ইহাতে সম্মত আছি—কিন্তু পম্পীকেও নিজ অধিকার ও শাসনকর্তৃত্ব পরিত্যাগ করিতে হইবে। সীজরের পক্ষে দুই জন ট্রিবিউনও এইরূপ বলিলেন। কিন্তু সেনেটরেরা পম্পীর মতাবলম্বী হইয়া তাহাদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন, এবং এই বলিয়া পাঠাইলেন যে, যদি সীজর এত দিনের মধ্যে আপন সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া রোমে প্রত্যাগমন না করেন, তবে তিনি সাধারণের শত্রু বলিয়া দণ্ডার্হ হইবেন। এই অনুজ্ঞা প্রচারিত হইবামাত্র পূর্ব্বোক্ত ট্রিবিউনদ্বয় রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া সীজরের নিকট গমন করিলেন। সীজরও আর কিছু মাত্র বিলম্ব না করিয়া সসৈন্য আপন প্রদেশ সীমা রুবিকন্ নদী উত্তীর্ণ হইলেন, এবং অতি ত্বরিত গমনে রোমনগরাভিমুখে চলিলেন। তিনি যে যে স্থান দিয়া গেলেন, সকল স্থানের লোকেই তাঁহাকে সমাদর করিতে লাগিল। পম্পী অহঙ্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমি যদি মৃত্তিকায় পদাঘাত করি, পৃথিবী স্বয়ং আমার নিমিত্ত সৈন্য প্রসব করিবে—কিন্তু পৃথিবী তাঁহার জন্য সেরূপ কিছুই করিলেন না। সুতরাং সীজরকে আগত প্রায় দেখিয়া তিনি সেনেটের সভাগণ সমেত আপন দল বল লইয়া ইটালী পরিত্যাগ করিয়া ইপাইরস প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। সীজর ৪৯ পূঃ খৃঃ রোমে উপস্থিত হইয়া একাধিপতি রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন।

তিনি সাধারণ ধনাগার আপন হস্তগত করিলেন, নগরে কাহাকেও পীড়া দিলেন না, প্রত্যুত সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া পম্পীর স্পেন্ দেশস্থিত সৈন্যগণকে জয় করিতে চলিলেন। পম্পীর এই সেনাটী অত্যন্ত রণদক্ষ সৈনিক-গণে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু সীজর তাহাদিগকে এমত কৌশল পূর্ব্বক আক্রমণ করিলেন যে, তাহারা অনা-য়াসেই পরাজিত হইল। এবারে রোমের লোকেরা সীজরকে ডিক্টেটরের পদে অভিষিক্ত করিল, কিন্তু সীজর রোমে প্রত্যাগমন করিয়া ঐ পদ ত্যাগ করিলেন, এবং কন্সলের কর্ম্মমাত্র গ্রহণ করিয়া পম্পীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। পূর্ব্বদেশে সীজরের অপেক্ষাও পম্পীর নাম অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং পম্পী অনায়াসেই বিপুল সৈন্য এবং অর্থ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৮ পূঃ খৃষ্টাব্দে থেসালী দেশের অন্তর্গত ফার্সেলিয়া নগর সন্নিধানে দুই প্রতিপক্ষ দলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পম্পী সম্পূর্ণরূপে পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে লেস্‌বস দ্বীপে এবং পরে তথা হইতে মিসরে প্রস্থান করিলেন। পাপাত্মা মিসর রাজ সীজরকে প্রীত করিবার অভিপ্রায়ে শরণাগত পম্পীর শিরশ্ছেদন করিল। কিন্তু সীজর তাহাতে প্রীত হইলেন না, প্রত্যুত পম্পীর তদ্রূপ নিধন বার্ত্তা শ্রবণে অকৃত্রিম শোকে আর্ত্ত হইলেন। এই সময়ে মিথ্রিডেটিসের পুত্র ফার্ণেসিস রোমীয়দিগের বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করেন।

সীজর কালাতিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ সসৈন্য তাহার বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন, এবং আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত জিলা নামক স্থানে একটী যুদ্ধে তাঁহার সকল বল বিনাশ করিলেন। এই যুদ্ধ এমত সহজে নিষ্পন্ন হইয়াছিল যে, সীজর রোমে আপন বিজয়বার্ত্তা প্রেরণ করিবার নিমিত্ত তিনটী পদ মাত্র লিখিয়াছিলেন, যথা —আইলাম, দেখিলাম, জিতিলাম। ইহার পরে তিনি একবার রোমে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে আফ্রিকায় গিয়া থাপ্সসের যুদ্ধে পম্পীর পক্ষীয় সকলকে পরাস্ত করিলেন ৪৫ পূঃ খৃঃ। ইতিমধ্যে পম্পীর পুত্রদ্বয় স্পেনে গিয়া বিদ্রোহ আরম্ভ করিয়াছিল। সীজর তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া স্পেনে গমন করিলেন। ৪৫ পূঃ খৃঃ মণ্ডা নামক স্থানে দুই প্রতিপক্ষ সৈন্যের এমত তুমুল যুদ্ধ হয় যে, তাহাতে সীজর স্বয়ং ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহারই জয় হইয়াছিল। এই যুদ্ধের পর আর সীজরের প্রতিযোগী কেহই রহিল না। তিনি রোম সাম্রাজ্যের একমাত্র কর্ত্তা হইয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও তিনি রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি বাহে প্রাচীন প্রথা সমুদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বাস্তবিক ঐকাধিপত্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সময়ে রাজ্য শাসন অতি সুন্দররূপে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অতি উত্তম উত্তম রম্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়া রোমনগরের সুশোভিত করিল, অনেকানেক রাজবর্ত্ম ও

জল-প্রণালী নির্ম্মিত হইল, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইতে লাগিল, এবং তাঁহার প্রতাপে সমুদয় সাম্রাজ্য নিরুপদ্রব এবং উপশান্ত হইয়া থাকিল।

এই সময়ে কতিপয় ভ্রান্তমনা ব্যক্তি পুনর্ব্বার প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী পরিবর্ত্তিত করিবার বাসনায় সীজরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। তন্মধ্যে ব্রুটস্ এবং কাসিয়স নামা দুই ব্যক্তি সমধিক প্রসিদ্ধ। ইহাঁরা জানিতেন না যে, রোমের স্বাধীনতার কাল গত হইয়া গিয়াছে। তখন পূর্ব্বরূপ শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিলে স্বাধীনতার শব্দ মাত্র রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহার জীবনস্বরূপ যে ধর্ম্মপরায়ণতা তাহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া আসিতে পারে না। যাহা হউক, ইহারা সীজরকে সেনেট গৃহ-মধ্যে হত্যা করিলেন। ৪৫ পূঃ খৃঃ। সে সংবাদ শ্রবণে লোকসাধারণ প্রথমে স্তব্ধ ও অতিশয় ভীত হইল, কিন্তু পরে যখন সীজরের অধীন আণ্টনী নামা একজন সেনাপতি তদীয় মৃতদেহ প্রদর্শন করিয়া বক্তৃতা করিলেন—মৃত মহাত্মার গুণগ্রাম ও পরোপকারিতার নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইলেন—তখন সকলেই হত্যাকারীদিগের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইল। সুতরাং ব্রুটস এবং কাসিয়স রোমনগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

নানা বিবাদের পর সীজরের ভাগিনেয়ী-পুত্র আক্টেবিয়স

এবং তাঁহার সেনাপতি উক্ত আণ্টনী এবং গল দেশের শাসনকর্ত্তা লেপিডস্ মিলিত হইয়া সমুদয় রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব বিভাগ করিয়া লইলেন। লেপিডস্ স্পেনের, আণ্টনি গল প্রদেশের, আর অক্টেবিয়স্ ইটালী সিসিলি ও আফ্রিকার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। পূর্ব্বে সলা যেমন আপন শত্রুবর্গ বিনাশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের নামের তালিকা প্রস্তুত করিয়া বাহির করিতেন, ইঁহারা তিন জনে মিলিয়া সেইরূপ তালিকা করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে রোমের অতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ বিনষ্ট হইলেন। তন্মধ্যে সিসিরোও নিহত হইয়াছিলেন। ঐরূপে আপনাদিগের সকল শত্রুকে বিনষ্ট করিয়া আণ্টনী এবং অক্টেবিয়স সসৈন্যে গ্রীসদেশে যাত্রা করিলেন। তথায় ব্রুটস এবং কাসিয়স আপনাদিগের সৈন্য লইয়া সংগ্রামার্থ উপস্থিত হইলেন। ৪২ পূঃ খৃঃ মাসিডনের অন্তর্গত ফিলিপাই নামক স্থানে যুদ্ধ হইল। তাহাতে ব্রুটস এবং কাসিযস সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনী ইহার পর সুখভোগে মত্ত হইয়া মিসরের রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা একেবারে পরিত্যাগ করিয়া তৎসহবাসে আমোদ প্রমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে পম্পীর পুত্র সেক্সটস এমত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আণ্টনী ও অক্টেবিয়স উভয়ে একমত হইয়া তাঁহাকে সিসিলি দ্বীপের অধিকার প্রদান করিলেন। এই

সময়ে আণ্টনীও একবার রোমে আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী ফ্লোরিয়ার মৃত্যু হওয়াতে তিনি অক্টেবিয়সের ভগিনী সুশীলা অক্টেবিয়াকে বিবাহ করেন। ইহার পর তিনি পুনর্ব্বার আপন অধিকারে গিয়া পার্থীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান, এবং তথায় পরাজিত হইয়া ক্লিওপেট্রার নিকট পলায়ন করিয়া আইসেন। এথানে অক্টেবিয়স ঐ অবসরে আপন সুযোগ্য পোতাধ্যক্ষ আগ্রিপার সহায়তায় সেক্সটসকে পরাজয় করিলেন, এবং লেপিডসকেও অধিকারচ্যুত করিয়া রোমে আনিয়া তাঁহাকে পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। ইতিমধ্যে আণ্টনী আপন ধর্ম্মপত্নী সুশীলা অক্টেবিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা অক্টেবিয়সের অপমান করিলেন। অক্টেবিয়স এতাবৎকাল এই প্রকার সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ আণ্টনির বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। ৩১ পূঃ খৃঃ আড্রিয়াটিক সমুদ্রে আক্টিয়ম নগর সন্নিধানে তাঁহাদিগের মধ্যে যে নৌসংগ্রাম হইল, তাহাতে আণ্টনী সম্পূর্ণরূপে পরাভব প্রাপ্ত হইয়া মিসরে প্রস্থান করিলেন। অক্টেবিয়সও অবিলম্বে তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ক্লিওপেট্রা একবার তাঁহাকেও বশীভূত করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু অব্যসনী সুচতুর অক্টেবিয়স তাঁহার চাতরে না পড়ায় ক্লিওপেট্রা একান্ত দুঃখিত হইয়া অপমান ভয়ে আত্মহত্যা করিলেন। আণ্টনীও স্বহস্তে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপে রোম সাম্রা-

জ্যের মধ্যে অক্টেবিয়সের প্রতিযোগী আর কেহই রহিল না। তিনি ৩০ পূঃ খৃষ্টাব্দে অগষ্টস নাম পরিগ্রহ পূর্ব্বক সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

[অগষ্টসের সাম্রাজ্য শাসন—তাৎকালিক ধর্ম্মপ্রণালী—খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রচার—রোমীয় অঙ্গনাদিগের দুষ্টাচার—টাইবিরিয়স—কালিগুলা—ক্লডিয়স—নিরো।

মেরাইয়স্ এবং সলার সময় হইতে রোম সাম্রাজ্যে যে ভয়ঙ্কর অন্তর্ব্বিবাদানল প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা এত দিনের পর নির্ব্বাপিত হইল। রোমীয় মাত্রেই ইহাতে সুখী হইল, এবং প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী পুনঃ সংস্থাপিত করণের আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া যাহাতে নিরুদ্বেগে দিন যাপন করিতে পারে, তদর্থে সচেষ্ট থাকিল। এ সময়ে অগষ্টস্ মনে করিলে ঊর্দ্ধতন রোমীয়দিগের একান্ত বিগর্হিত যে রাজোপাধি তাহাও গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না। রাজোপাধি কি, তিনি ডিক্টেটরের উপাধি গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছু হইলেন। তিনি কেবল অগষ্টস্ অর্থাৎ পূজনীয় এবং ইম্পীরেটর অর্থাৎ সেনা নায়ক এই দুইটী উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং কন্সল্, ট্রিবিউন, প্রধান যাজক ও সেন্সরের কর্ম্ম আপন হস্তে লইলেন। অক্টেবিয়স্ এইরূপ রোমের প্রকৃত একাধিপতি হইয়াও নামে

একজন প্রধান রাজকর্ম্মচারী মাত্র হইয়া থাকিলেন। তিনি ইম্পীরেটর, সুতরাং সকল সৈন্যই তাঁহার অধীন; তিনি সেনসর, সুতরাং রোমীয় মাত্রের পদমর্য্যাদা নিরূপিত করিয়া দেওয়া তাঁহার হাত; তিনি ট্রিবিউন সুতরাং তাঁহার শরীর পবিত্র এবং কমিটিয়া সভাতে লোক সকলকে আহ্বান করা, তাঁহারই অধিকার; ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, অগষ্টসের সম্পুর্ণ অধিকার শক্তিই হইয়াছিল। তিনি একাদিক্রমে ৪৪ বৎসরকাল সমুদায় রোম সাম্রাজ্যের উপর এই শক্তি অব্যাহতরূপে ধারণ করেন। তাঁহার শাসনাধীনে সাম্রাজ্যের দূরস্থিত প্রদেশগুলিও পরস্পর দৃঢ়তররূপে সম্বন্ধ হইল। পশ্চিম ভাগে লাটিন ও পূর্ব্বদিকে গ্রীক ভাষা প্রচলিত হইয়া বিদ্যাচর্চ্চার সম্যক্ উন্নতি হইলে, রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন নগর অত্যুৎকৃষ্ট রাজবর্ত্ম দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া ক্রমশঃ এক-প্রকৃতিক এবং এক জাতীয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। কেবল পল্লীগ্রাম দেখিলেই বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন প্রকৃতিক লোক দৃষ্ট হইতে, নচেৎ রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত অতি দুরবর্ত্তী নগর সকলও ক্রমশঃ পরস্পর সমভাব ধারণ করিতে লাগিল।

এইরূপ সমীকরণ ব্যাপার তাৎকালিক ধর্ম্ম-প্রণালী দ্বারা আরও সহজে সম্পন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে প্রায় সর্ব্বত্রই বিবিধ দেব দেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। জুডিয়া ভিন্ন অপর কোন দেশের জনসাধারণের মধ্যে একেশ্বর-বাদ

প্রচলিত ছিল না। সর্ব্বস্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, একেশ্বরবাদিগণ যেমন পরধর্ম্মদ্বেষ্টা হয়েন, বহু দেব দেবীর উপাসকেরা কখন তেমন হয়েন না। সুতরাং রোমীয়দিগের অধীন বিভিন্ন জাতীয় লোকেরা যে ক্রমে ক্রমে পরস্পর পূজাবিধির কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া সকলে ঐকমত্যাবলম্বন করিতে থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রোমীয় সাম্রাজ্যের এই অবস্থায় জুডিয়া দেশের অন্তর্গত বেথলিহাম নামক একটী গ্রামে যিশুখৃষ্ট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে, য়িহুদিদিগের একেশ্বরবাদ ও বিস্তৃত রোম সাম্রাজ্যের সম্যক্ ঔদার্য্য, উভয়েই মিলিত হইয়া আছে। যাঁহারা কোন দেশবিশেষের অথবা জাতিবিশেষের নিমিত্ত কোন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাঁহারা প্রায়ই তদ্দেশোচিত আচার ব্যবহার ও তদ্দেশস্থিত তীর্থাদির পক্ষপাতী হইয়া বিধি প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু খৃষ্টধর্ম্ম, সমুদায় পৃথিবী এবং মানবকুলকেই লক্ষ্য করিয়া প্রণীত হইয়াছিল, বোধ হয়। বিশেষতঃ গ্রীকজাতীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ তর্কশাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা পূর্ব্ব-প্রচলিত ধর্ম্মমতের প্রতি লোকের মনে অশ্রদ্ধা ভাব জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যানুশীলন সহকারে সেই ভাব ক্রমে সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। তখন জনসাধারণ যদিও আপনাদিগের পিতৃপিতামহাদির ন্যায় দেব দেবীর উপাসনা করিত বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের মনে দেশ প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক বিশ্বাস ছিল

না। কিন্তু কোন জাতিই কখন পুরুষানুক্রমে কপট বি-শ্বাসে কাল হরণ করিতে পারে না—শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, অকৃত্রিম ভক্তিপরায়ণ হইবার নিমিত্ত সাধারণ ব্যক্তিব্যূহের মনে একান্ত ঔৎসুক্য হয়। রোম সাম্রাজ্যান্তর্গত লোকের মন যে সময়ে এই অবস্থাপন্ন হই-য়াছিল, সেই সময়েই খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হওয়া অবধি উহা সাধারণ লোকদিগের পরিগৃহীত হইয়াছিল বটে, কিন্তু একেবারেই সেরূপ হয় নাই। আর প্রধান প্রধান লোকেরা ইহা প্রথমে গ্রহণ করেন নাই। উহাঁরা যে সহজে খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করি-লেন না, তাহার হেতু দুই। প্রথমতঃ উন্নত পদস্থ লোক মাত্রেই হঠাৎ জাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করা উচিত বোধ করেন না। বিশেষতঃ যাঁহাদিগের ধন সম্পত্তি থাকে, তাঁহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া রাজকীয় ধর্ম্মের অন্যথাচরণ করিতে ভয় করেন। দ্বিতীয়তঃ রোমীয় শাসন-প্রণালী এবং রোমীয় ধর্ম্ম প্রণালী পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছিল। সুতরাং রোমের ধর্ম্ম পরিবর্ত্তিত হইলে রাজশাসনের রীতিও পরিবর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা; এই জন্য যাঁহাদিগের হস্তে শাসনকর্ত্তৃত্ব সমর্পিত ছিল, তাঁহারা যাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম প্রবল হইতে না পায়, বিবিধ বিধানে এমন যত্নই করিয়াছিলেন। কিন্তু যত্ন করিলে কি হইবে? মানুষের চেষ্টায় কখনও নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। রোমীয়দিগের মানস-ভূমি দার্শনিক পণ্ডিতগণের কুতর্কের প্রভাবে বহুকালাবধি

অনুৎথিত ক্ষেত্রের ন্যায় হইয়াছিল। সমুচিত সময়ে উহাতে ধর্ম্মবীজ উপ্ত হইয়া তাহা অঙ্কুরিত হইল, এবং সহস্র প্রতিবন্ধক সত্বেও সেই অঙ্কুর সতেজে উদ্গত হইতে লাগিল। কিন্তু অগষ্টসের সময়ে ইহার কিছুই হয় নাই।

বর্জিল হরেস্ প্রভৃতি মহাকবিগণ—লিবি, সালষ্ট প্রভৃতি ইতিহাসকারগণ—আগ্রিপা এবং সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যোৎসাহী মিসিনাস্ প্রভৃতি সুবিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞগণ—অগষ্টসের সভায় রত্নস্বরূপ হইয়া তাঁহার শাসনকাল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অগষ্টসও স্বয়ং সাতিশয় বিচক্ষণতা সহকারে রাজ্যপালন করিয়া পরে নিজ পত্নী লিবিয়ার পূর্ব্বস্বামীর ঔরস পুত্র টাইবিরিয়সকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া ১৪ খৃঃ লোকান্তর গমন করিলেন। এস্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, তাদৃশ সৌভাগ্যশালী অগষ্টসকেও নিজ কলত্রাদির ভ্রষ্টাচার প্রযুক্ত সমূহ মানসিক ক্লেশে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। অর্থ সম্পত্তি, প্রভুতা ও বিবেক শক্তি থাকিলেই যে, মনুষ্য সুখভাগী হইতে পারে, এমত নহে। রোমীয়দিগের মধ্যে যদি পূর্ব্বের ন্যায় স্বধর্ম্মপরায়ণতা এবং তেজস্বিতা থাকিত, তাহা হইলে তথাকার সদ্বংশজাত কুলাঙ্গনাগণ কখনই ভ্রষ্টাচার হইতে পারিত না। কিন্তু তাহা হইলে অগষ্টসও রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হইতে পারিতেন না। যে অধর্ম্মের প্রাবল্যে তিনি জন্মভূমির স্বাধীনতা বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার প্রভাবেই লিবিয়া এবং জুলিয়া প্রভৃতি রাজবালাগণ সতীত্বে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

অগষ্টসের জীবিতাবস্থায় ও তাঁহার মৃত্যুর কিয়ৎকাল পর পর্য্যন্তও টাইবিরিয়স অতি সৎলোকের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার অসচ্চরিত্রের কোন চিহ্নই প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু সেজানস নামক কোন দুরাত্মা তাঁহার মন্ত্রী হইলে পর তিনি যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র কালিগুলা তাঁহার প্রাণবধ করিয়া রাজা হইল। টাই বিরিয়সের রাজ্যকালে যিশুখৃষ্ট ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। টাইবিরিয়স তাঁহার অলৌকিক কীর্ত্তিকলাপের বিবরণ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেনেটারদিগের অনভিমত হওয়াতে খৃষ্ট, রোমীয়দিগের দেবতা শ্রেণী সম্ভুক্ত হইতে পারেন নাই। টাইবিরিয়সের উত্তরাধিকারী কালিগুলা যে কি পর্য্যন্ত দুর্বৃত্ত ছিল, তাহা বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সে যেমন লম্পট তেমনি ঔদরিক তেমনি গর্ব্বিতস্বভাব, এবং তেমনি নিষ্ঠুর ছিল। তাহার অতি-মানুষ দৌরাত্ম্য-দর্শনে কোন কোন ইতিহাসবেত্তা অনুমান করিয়াছেন যে, কালিগুলা ক্ষিপ্ত ছিল। বাস্তবিক ঐকাধিপত্যরূপ উচ্চ পদারূঢ় হইলে সুবোধ ব্যক্তিরও বুদ্ধি বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব কালিগুলার যে ধীশক্তির বিকার জন্মিবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অগষ্টস ইটালীর লোক সকলকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত ঐ দেশের নানা নগরে প্রিটোরিয়ান নামে একদল সেনা সংস্থাপিত

করিয়া যান। ইহারা অন্যান্য সেনার দ্বিগুণ বেতন পাইত এবং অন্যান্য প্রকারেও অধিক সমাদৃত হইত। টাইবিরিয়স ইহাদিগকে রোমের নিকটে আনিয়া অবস্থিত করাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারাই কালিগুলার বিরুদ্ধে গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে বিনাশ করিল, এবং তাহার পিতৃব্য ক্লডিয়সকে সিংহাসন প্রদান করিল। ক্লডিয়স নিতান্ত মন্দরূপে রাজ্য করেন নাই। তিনি স্বয়ং অতিশয় মূর্খ ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেনাপতিগণ নানা দেশে রোমীয়দিগের শত্রুগণকে দমন করিয়া রাজ্যের বিস্তার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক প্রদেশ এই সময়ে বিজিত হয়।

কিন্তু যখন বাহিরে এইরূপ গৌরব বিস্তার হইতেছিল, তখন রোমে অত্যাচারের পরিসীমা ছিল না। সে সময়ে ভ্রষ্টাচারের কথাই বা কি বলা যাইবে? একটী দৃষ্টান্ত দিলেই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। সম্রাটের পত্নী মিসালিনা সম্রাট্ বর্ত্তমানেই উপপতির সহিত আপনার বিবাহ নিবন্ধন করিলেন। রোমের সকল লোক সেই বিবাহ দর্শনার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। রাজা রাণীর যে রীতি রাজসভার সভ্য ও পারিষদগণ প্রথমেই তাহার অনুকরণ করিয়া থাকে। ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মধ্যেও সেই রীতি প্রচলিত হইয়া পড়ে। অতএব তৎকালে রোমের কুলাঙ্গনাগণের ব্যবহার চরিত্র যে, কেমন ভ্রষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সহজেই বোধগম্য হইতে

পারে। বোধ হয়, তেমন কদাচার আর কোথাও কখন হয় নাই। ক্লডিয়স্ রাজ্ঞীর প্রাণবধ করিয়া আপন ভ্রাতুষ্কন্যা আগ্রিপিনার পাণিগ্রহণ করিলেন। আগ্রিপিনার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত নিরো নামক এক পুত্র ছিল। সে তাহাকেই রাজ্য দিবার মানসে সম্রাটকে বিষপান করাইয়া নষ্ট করিল। নিরো অব্যাঘাতে রাজা হইল ৫৪ খৃঃ।

এই ব্যক্তি সেনেকা নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতের শিষ্য ছিল। কিন্তু নিরো রাজা হইয়া দার্শনিকের ন্যায় কোন ব্যবহারই করে নাই। তবে যদি পাপ পুণ্যের ইতরবিশেষ না করাই দার্শনিকের ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে নিরো সম্যক্ প্রকারেই সেই ধর্ম্ম প্রতি-পালন করিয়াছিল। সে নিজ মাতার প্রাণবধ করে, এবং পরে মাতৃশব দর্শনে তৎসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হয়। গুরু সেনেকাও তাহা কর্ত্তৃক হত হয়েন, এবং লুকান্ নামক প্রসিদ্ধ কবিও তাহার ক্রোধভাজন হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন করেন। কথিত আছে, নিরো একদা রোম নগরে অগ্নি প্রদান করিয়া তদ্দর্শনে ও তৎকালে নাগরিকদিগের কোলাহল এবং আর্ত্তস্বর শ্রবণে অতীব আনন্দিত হইয়া প্রাসাদোপরি বসিয়া বেহালা বাজাইয়াছিল, এবং পরে ঐ অগ্নি খৃষ্টানেরা দিয়াছে, এই কথা বলিয়া তাহাদিগের শত শত ব্যক্তিকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিয়াছিল। নিরো খৃষ্টানদিগের কাহাকেও হিংস্র জন্তুর মুখে নিক্ষেপ করিত, কাহাকেও জ্বলন্ত হুতাসনে

আহুতি দিত, কাহাকেও ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া মারিত, আর কতকগুলির গাত্রে ছিদ্র করিয়া দিয়া সেই সকল ছিদ্রে জ্বলন্ত বর্ত্তিকা স্থাপন করত রাত্রিকালে রাজপথে দণ্ডায়মান করিয়া রাখিত। কথিত আছে, খৃষ্টধর্ম্ম প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত পীটর এবং পল উভয়েই নিরোর সময়ে বহু যন্ত্রণা সহ্য করিয়া লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ দৌরাত্ম্য করিয়া সমুদায় সাম্রাজ্যের লোককে একান্ত উত্তেজিত করিলে পর গাল্‌বা নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং নিরোকে সংহার করিয়া স্বয়ং সিংহাসনারোহণ করিলেন। ৬৮ খৃঃ।

আগষ্টসের পর যে চারি ব্যক্তি রোমের সম্রাট্ হইয়াছিল, তাহাদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে কাহার মনে না ভয়ের উদ্রেক হয়! আমাদিগের ন্যায় তাহারাও মনুষ্য ছিল—তাহাদিগের অন্তঃকরণে যে সকল পাপ পুণ্যের বীজ ছিল, আমাদিগের মনেও সেই সমুদায় পাপ পুণ্যের বীজ আছে। তাহারা যখন এমন দুরাচার হইল, তখন আমরাও যে, কখনই সেরূপ না হইতে পারি তাহার সম্ভাবনা কি? অতএব মনোমধ্যে যখন কোন কুপ্রবৃত্তির উদয় হইবে, তখনই তাহা দমন করা উচিত। প্রশ্রয় পাইলে সেই কুপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া আমাদিগকেও ক্রমশঃ তাদৃশ দুর্দ্দশাপন্ন করিতে পারে। পরন্তু ঐ সকল নারকীদিগের চরিত্র পাঠ করিয়া কাহার মন হইতে আত্মশ্লাঘা দূরীভূত না হয়।

অষ্টম অধ্যায়।

[গালবা—ওথো—বিটেলিয়স—বেস্পেসিয়ান—টাইটস—ডোমিসিয়ান্।]

গালবা স্পেন প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণ তাঁহাকে সাম্রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলে সেনেট সভা তাহাতে সম্মত হইয়াছেন, এই কথা শ্রবণ করিয়া তিনি লুসিটেনিয়ার শাসনকর্ত্তা ওথোকে সমভিব্যাহারে করিয়া সত্বর রোম নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সৈন্যগণ যে আশায় তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগের সেই আশা সফল করেন নাই। তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, যাহাতে তাহারা সুব্যবস্থিত এবং সুশিক্ষিত হয়, গালবা নিরন্তর এইরূপ যত্নই করিতে লাগিলেন। তাহাতে উদ্ধতস্বভাব সৈন্যগণ তাঁহাকে সপুত্র নিহত করিয়া ওথোকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ওথো রাজা হইলে রাইন্ নদীর তীরসংস্থিত রোমীয় সেনারা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল না। উহারা আপনাদিগের সেনাপতি বিটেলিয়স্‌কে সম্রাট পদবী প্রদান করিয়া রোম নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। দুই দলে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কিন্তু নিরন্তর সমরক্লেশ-সহিষ্ণু রাইন নদীর তীরবর্ত্তী সৈন্যগণ নিতান্ত প্রশ্রয়-

প্রাপ্ত সুখভোগী প্রিটোরিয়ান দলকে পরাভব করিল। বিটেলিয়স রাজা হইল। ইহার ন্যায় নীচ প্রকৃতিক, নিতান্ত অবজ্ঞাস্পদ কোন ব্যক্তি আর কখন রাজাসন অপবিত্র করে নাই। প্রদেশীয় শাসনকর্ত্তারা অনেকেই উহার বশম্বদ হইয়া থাকিতে অস্বীকার করিলেন। বিশেষতঃ জুডিয়ার শাসনকর্ত্তা বেস্পেসিয়ান আপন পুত্র টাইটসের প্রতি য়িহুদিদিগের সহিত যুদ্ধের ভারার্পণ করিয়া রোমের অভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্ত্তৃগণও বেস্পেসিয়ানের সহকারিতা করিতে লাগিলেন, এবং তাহার এক জন মুখ্য সেনাপতি বিটেলিয়সের সেনাসমূহকে সম্মুখ সংগ্রামে পরাভূত করিলেন। ৬৮ পূঃ খৃঃ অব্দে বেস্পেসিয়ান রাজা হইলেন এবং অতি উত্তম রূপে রাজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি সাতিশয় গুণপক্ষপাতী ছিলেন। গুণবান্ ব্যক্তি মাত্রকেই তিনি সমাদর করিয়া সেনেটের পদাভিষিক্ত করিতেন; তাঁহারা প্রকৃত রোমীয় হউন বা না হউন, তাহা বিচার করিতেন না। পূর্ব্বে দুষ্ট রাজারা চর রাখিয়া লোকের রহস্যানুসন্ধান করতঃ প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে পীড়া দিতেন। বেস্পেসিয়ান একেবারে সকল চরকে রাজকার্য্য হইতে দূরীভূত করিলেন। খৃষ্টান এবং ভাক্ত দার্শনিক পণ্ডিত উভয় প্রকার লোকের প্রতিই তাঁহার দৃঢ়তর বিদ্বেষ ছিল। তাঁহার সময়ে টাসিটস নামা সুবিখ্যাত ইতিহাস

লেখক প্রাদুর্ভূত হয়েন। টাসিটসের পূর্ব্বগত পুরাবিদ্‌-গণ কেবল সুপ্রণালীক্রমে পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণিত করা-কেই ইতিহাস রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চয় করি-তেন। পুরাবৃত্ত যে রাজনীতি ও অর্থ শাস্ত্রের মূলস্বরূপ টাসিটসের গ্রন্থে তাহা সর্ব্ব প্রথমে সুস্পষ্টরূপে প্রকটিত হয়। বেস্পেসিয়ানের সেনাপতি আগ্রিকোলা ইংলণ্ডের উত্তর ভাগ এবং স্কটলণ্ডের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত জয় করিয়া ব্রিটন দ্বীপে রোমীয় অধিকার বদ্ধমূল করিয়াছিলেন এবং সম্রাটের পুত্র টাইটস কর্তৃক ৭০ পূঃ খৃঃ অব্দে জুডি-য়ার রাজধানী প্রসিদ্ধ যিরুশালেম নগর বিজিত হইয়া প্রধ্বস্ত হয় ও তন্নিবাসিবর্গ বন্দীকৃত হইয়া সাম্রাজ্যের নানা স্থানে দাসরূপে বিক্রীত হয়।

বেস্পেসিয়ানের মৃত্যুর পর টাইটস সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন [৭৹ খৃঃ]। ইনি রাজা হইয়া জনগণের হিত-চিন্তাতেই কাল হরণ করিয়াছিলেন। যে দিন কোন বিশেষ পরোপকার কার্য্য না করা হইত, ইনি সেই দিন ব্যর্থ গিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতেন। ইঁহার সময়ে অর্থাৎ ৭০ খৃষ্টাব্দে বিসুবিয়স পর্ব্বতের যে ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয় তাহাতে হর্কুলেনিয়ম ও পম্পীয়াই নামক দুইটী গিরি-সন্নিহিত নগর ধাতু-নিঃস্রবে এবং ভস্মরাশিতে প্রোথিত হয়। অধুনা সেই ভস্মরাশি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অপসারিত হওয়াতে উক্ত নগরের কোন কোন ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে।

তদ্দর্শনে রোমীয়দিগের নানাবিধ গৃহোপকরণ সামগ্রী কিরূপ ছিল; তাহারা কিরূপ পরিচ্ছদাদি ধারণ করিত, কোন্ কোন্ শিল্পকার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, ইত্যাদি অনেকানেক বিষয় অবগত হইতে পারা যায়। বিসুবিয়স পর্ব্বতের এই অগ্ন্যুৎপাতে মহামহোপাধ্যায় প্লিনি লোকান্তর গমন করেন। টাইটসের সময়ে রোম-নগরও অগ্নি দাহে দগ্ধ হয়।

৮১ খৃঃ অব্দে টাইটসের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা ডোমিসিয়ান, রাজাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডোমিসিয়ান কালিগুলা ও নিরো প্রভৃতির ন্যায় দুশ্চরিত্র এবং নৃশংস স্বভাব হইয়াছিলেন। ইনি সকল লোককেই পরিপীড়িত করিয়া পরিশেষে আপন পত্নী ডোমিসিয়া কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। ৯৬ খৃঃ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ডোমি-সিয়ানের বিলক্ষণ লেখা পড়া বোধ ছিল। তিনি স্বয়ং কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ইহাতেই বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, লেখা পড়া জানা থাকিলেই যে লোকে সচ্চরিত্র হইতে পারে এমত নহে। যে বিদ্যা শিক্ষায় ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি না হয়, তাহা দ্বারাও কাব্যরচনার শক্তি জন্মিতে পারে। ডোমিসিয়ানের লেখা পড়া বোধ থাকায় এই মাত্র ফল হইয়াছিল যে, তিনি আপনাকে কালিগুলার ন্যায় কোন প্রাচীন দেবতাবিশেষের অবতার বলিয়া প্রচারিত করেন নাই, স্বয়ং পরব্রহ্মস্বরূপ পূজিত হইবেন, ইহাই আদেশ করিয়াছিলেন।

মহাত্মা জুলিয়স সীজর হইতে আরম্ভ করিয়া ডোমিসিয়ান পর্য্যন্ত যে দ্বাদশ জন সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইল, ইহাঁরা রোমীয় পুরাবৃত্তে দ্বাদশ সীজর নামে বিখ্যাত। তন্মধ্যে প্রথম দুই জন, বেস্পেসিয়ান এবং টাইটস সর্ব্বশুদ্ধ এই চারি জন ব্যতিরেকে অপর সকলেই অতি পাপাত্মা এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। ইহারা না করিয়াছেন এমন দুষ্কর্ম্মই নাই। দুষ্ট লোক নিরঙ্কুশ একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে কতদূর পর্য্যন্ত অনিষ্টকারী হইতে পারে, ইহাঁরা তাহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে যে কয়েকটি সম্রাটের বিবরণ লিখিত হইবে, তাঁহারা সাধুশীল বলিয়া পুরাবৃত্তে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে আবার ইহাই স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, সাধুশীল ব্যক্তিরা একাধিপত্যশক্তি প্রাপ্ত হইলে পরোপকারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে পারেন।

ডোমিসিয়ানের মৃত্যুর পর নর্ব্বা নামক এক জন সুধর্ম্মিক সেনেটর সাম্রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। ইনি প্রজার হিত চেষ্টায় যথাসাধ্য যত্ন করিবা পরিশেষে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত পরিশ্রমে অক্ষম হওয়াতে ট্রেজান নামক এক জন স্পেন দেশীয় সুসাধু সক্ষম ব্যক্তিকে আপনার সহকারিতায় নিযুক্ত করেন। ৯৮ খৃঃ অব্দে নর্ব্বা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন ট্রেজান রোম সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া এমত বিচক্ষণতা

সহকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন যে, সকলেই এক মত হইয়া তাঁহাকে "সর্ব্বোৎকৃষ্ট" এই মহিমাসূচক উপাধি প্রদান করিল। ট্রেজান বিদ্বান লোকের সমধিক গৌরব করিতেন। ইতিহাস রচয়িতা টাসিটস, মহামহোপাধ্যায় কনিষ্ঠ প্লিনি ও জীবন চরিত রচয়িতা প্লুটার্ক, ট্রেজানের মিত্র ছিলেন। ট্রেজান বালক বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে অনেকানেক বিদ্যালয় সংস্থাপিত করেন, বহুল বিজয়স্তম্ভ এবং বিজয় তোরণ নির্ম্মাণ করিয়া রোমনগর সুশোভিত করেন, এবং বিবিধ পুস্তকাগার সংস্থাপিত করিয়া লোকের বিদ্যোন্নতির সদুপায় করিয়া দেন। ডোমিসিয়ান, ডেনিউব নদীর উত্তরপারবর্ত্তী ডেসীয় জাতির নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে বর্ষে বর্ষে কর প্রদান করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। ট্রেজান তাদৃশ অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া সসৈন্যে ঐ অসভ্যজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং ডেনিউব নদীর উপর একটি প্রস্তরময় সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ডেসীয়দিগকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার পর পূর্ব্বদিকে পার্থীয় জাতীয়েরা উপদ্রব করাতে ট্রেজান তাহাদিগের প্রতিকূলে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে টাইগ্রিস নদীর তীর পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ রোমীয়দিগের অধিকৃত হইল। ট্রেজানের পত্নী প্লাটিনা এবং ভগিনী মার্সিয়ানার চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। তাঁহাদিগের

দৃষ্টান্তানুগামিনী হইয়া রোমের কামিনীরাও পুনর্ব্বার সৎপথাবলম্বিনী হইতে লাগিলেন। এইরূপে সর্ব্বতোভাবে স্বদেশের উপকার সাধন করিয়া মহাত্মা ট্রেজান দেহত্যাগ করেন। ১১৭ খৃঃ।

তাঁহার পোষ্যপুত্র হেড্রিয়ান তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদাভিষিক্ত হইয়া রোমে আগমন করিলেন। জুলিয়স্ সীজরে এবং অগষ্টসে যেরূপ চরিত্রের ভেদ ছিল, ট্রেজানে এবং হেড্রিয়ানেও সেইরূপ ভেদ লক্ষিত হয়। ট্রেজান যুদ্ধবীর ছিলেন—তিনি রাজ্য বিস্তৃত করিয়া যান। হেড্রিয়ান যুদ্ধাদি করা বড় ভাল বাসিতেন না, তিনি ট্রেজানের বিজিত কোন কোন দেশ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট ভাগকে দৃঢ়ীভূত করিবার যত্ন করেন। ইনি সাম্রাজ্যের সকল দেশেই পাদচারে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন; এবং যেখানে গমন করিতেন সেই খানেই যাহাতে জনসাধারণের বিশিষ্ট উপকার দর্শে এমত কীর্ত্তিচয় সংস্থাপিত করিতেন। হেড্রিয়ান বৃটন দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে উত্তর অঞ্চল নিবাসী স্কটদিগের দৌরাত্ম্য নিবারণার্থ যে সুবিস্তৃত প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া যান, স্কটলণ্ডের মধ্যভাগে স্থানে স্থানে অদ্যাপি তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাঁহার সময়ে দুর্ব্বৃত্ত য়িহুদিরা পুনর্ব্বার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহাতে হেড্রিয়ান্ উহাদিগের যৎপরোনাস্তি দুর্দ্দশা করেন, এবং য়িহুদি জাতিকে একেবারে বিবাসিত করিয়া আপনার সুবিস্তৃত

সাম্রাজ্যের নানা স্থানে বিকীর্ণ করিয়া দেন। সেই অবধি য়িহুদিগণ স্বস্থানভ্রষ্ট হইয়াও আপন জাতীয়ধর্ম্ম এবং আচার রক্ষা করতঃ, কবে ঈশ্বরের অবতার ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবেন, এবং তাহাদিগকে পুনর্ব্বার স্বদেশে লইয়া গিয়া সংস্থাপিত করিবেন, পুরুষানুক্রমে ইহাই প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে।

হেড্রিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পোষ্যপুত্র অণ্টো-নাইনস রাজাসন প্রাপ্ত হইলেন। ১৩৮ খৃঃ। তিনি হেড্রিয়ানের প্রতি সমধিক ভক্তিমান ছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে 'পাইয়স' অর্থাৎ পিতৃভক্ত এই উপাধি প্রদান করে। পাইয়স প্রজা সকলকে সম্পূর্ণ রূপে সুখী করিয়াছিলেন, এবং বিশিষ্ট যত্ন করিয়া সাম্রাজ্য মধ্যে শান্তিরক্ষা করিয়াছিলেন। রোমে জেনস দেবের যে মন্দির ছিল, তাঁহার দ্বার যুদ্ধ কালে উন্মুক্ত এবং শান্তির সময়ে রুদ্ধ থাকিত। রোমের প্রারম্ভাবধি সেই মন্দিরদ্বার এক বার নুমার সময়ে, দ্বিতীয় বার অগষ্টসের সময়ে, আর তৃতীয় বার এই পাইয়সের সময়ে রুদ্ধ হইয়াছিল।

১৬১ খৃঃ অব্দে পাইয়সের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার পোষ্যপুত্র মার্কস-আরিলিয়স আণ্টোনাইনস রোম সাম্রা-জ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রাচীনকালে ধর্ম্মের আধিক্য ছিল কি এক্ষণে ধর্ম্মের আধিক্য হইয়াছে, এই তর্কের মীমাংসা করিবার জন্য কোন গ্রন্থকার লিখি-

য়াছেন যে, পূর্ব্বকালে যদিও আণ্টোনাইনস ও আর ও দুই এক ব্যক্তি সাধুশীলতায় একশেষ করিয়া গিয়াছেন বটে, আর যদিও তাদৃশ ব্যক্তি কেহ ইদানীন্তন ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন নাই, তথাপি ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে যেমন বিদ্যার চর্চ্চা সর্ব্ব-সাধারণ্যে প্রচলিত হইয়াছে, তেমনি সাধারণতঃ ধর্ম্ম-কার্য্যের আধিক্য হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তার এই সিদ্ধান্ত পাঠ করিলেই আণ্টোনাইনস যে কিরূপ ব্যক্তি ছিলেন, তাহা স্পষ্টরূপে অনুভূত হইবে। তিনি বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে নিজ গৃহস্বরূপ মনে করিতেন—তত্রত্য যাবতীয় মনুজগণকে তাঁহার নিজ পরিবার স্বরূপ স্নেহপাত্র মনে করিতেন। সকল ব্যক্তিরই দুঃখে তিনি সমদুঃখিতা অনুভব করিতেন। বস্তুতঃ যদি সর্ব্বত্র তাঁহার ন্যায় ভূপালগণ একাধিপত্য শক্তি প্রাপ্ত হয়েন, তবে অন্য কোন শাসন-প্রণালীই তাঁহাদিগের শাসনের অপেক্ষা অধিকতর প্রশংসনীয় হইতে পারে না। আণ্টোনাইনস স্বয়ং এক জন প্রধান দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'স্বচিন্তা' ইত্যভিধেয় এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তৎপাঠে তাঁহার প্রতি সকলেরই অন্তঃ-করণে অতি প্রগাঢ় ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়। আণ্টো-নাইনস ষ্টোইক মতাবলম্বী ছিলেন। ষ্টোইকদিগের মত গ্রীক পণ্ডিত জিনো কর্তৃক প্রণীত। জিনোর মতে পাপ, পুণ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদির কোন প্রকৃত বিভিন্নতা নাই। দুঃখ

হইলে কাতরতা প্রকাশ করাই পাপ, সুখ হইলে আনন্দিত হওয়াই অধর্ম্ম। সকল অবস্থাতেই নির্ব্বিকারচিত্ত থাকা ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষণ। সুখের চেষ্টা করা অকর্ত্তব্য, দুঃখ নিবারণের যত্ন করাও অনুচিত। ঈশ্বর যাহা করিতেছেন, সকলই আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত, এই বিশ্বাস দৃঢ়তর করিয়া ক্রমশঃ শান্তিলাভের চেষ্টা করাই জ্ঞানীর কর্ম্ম। আণ্টোনাইনস এই ষ্টোইক মত পরিগ্রহ করিয়া আপনাকে সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার প্রতি পরুষ ব্যবহার করিয়াও অন্যান্য সকলের প্রতি তিনি নিজ নৈসর্গিক কোমলতা প্রদর্শনের ত্রুটি করেন নাই। বস্তুতঃ আণ্টোনাইনসের চরিত্র পাঠে এই একটী শিক্ষা পাওয়া যায় যে, অতি মন্দ সময়েও, দেশের অবস্থা অতি অপকৃষ্ট হইলেও, লোকের আচার ব্যবহার অত্যন্ত ভ্রষ্ট হইয়া গেলেও, আর একাধিপত্যরূপ অতি দোষাবহ উন্নত পদাভিষিক্ত হইলেও, সাধু ব্যক্তিগণ স্ব স্ব চেষ্টায় ধর্ম্মশীল, সদাচার, শান্তশীল এবং পরহিতৈষী হইতে পারেন। পাইয়সের সময়ে বহুকাল যুদ্ধের বিরাম থাকাতে রোমীয় সৈন্যগণ হীনশিক্ষ এবং হীন সাহস হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং রোমের শত্রুগণ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া একেবারে সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিক আক্রমণ করে। কিন্তু আণ্টোনাইনস জ্ঞানের চর্চ্চা করিতেন বলিয়া যে, বিষয় কর্ম্মে অনিপুণ ছিলেন এমত নহে। তিনি নিজ সৈন্যগণকে সুশিক্ষাসম্পন্ন করিলেন, যুদ্ধ করিয়া সকল শত্রু পরাজয়

করিলেন, বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন এবং সমুদায় সাম্রাজ্যকে উপশান্ত করিয়া ১৮০ খৃষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করিলেন।

নবম অধ্যায়।

[কমোডস —পার্টিনাকস—জুলিয়ানস—সেপ্টিমস সিবিরস—কারাকাল্লা—মেক্রাইনস—ইলাগেবালস—আলেকজ্যাণ্ডর সিবিরস—মাকসিমিন—মাক্সাইমস—বালবাইনস,—গর্ডিয়ান—ফিলিপ—ডিসিয়স—গালস - এমেলিয়ানস—ভালেরিয়ান—গালিএনস—ত্রিংশদ্দুরাচারের অধিকার—ক্লডিয়স—অরেলিয়ান—জিনোবিয়া—টাসিটস—ফ্লোরিয়ান - প্রোবস—কেরস—নুমিরিয়ানস—কোরিনস—ডাইওক্লিসিয়ান।]

যেমন প্রাণি-দেহের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সাম্যাবস্থা, হ্রাস এবং বিনাশ হয়, তেমনি এক এক জাতি এবং জনপদেরও ক্রমশঃ সেই সকল অবস্থা হইয়া থাকে। রোমীয়দিগের বৃদ্ধিকাল সীজরের সময় পর্য্যন্ত। সাম্যাবস্থা আগষ্টস হইতে আণ্টোনাইনসের কাল পর্য্যন্ত। ইহার পর হ্রাসের সময় উপস্থিত হইল। হ্রাসের দশা অতি দুঃখের দশা। তৎকালের ইতিবৃত্ত পাঠে কোন ক্রমেই মনে সুখোদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। আণ্টোনাইনসের অযোগ্য সন্তান কমোডস পিতৃ-সিংহাসনারোহণ করিয়া

রাজকার্য্যে মনোযোগ করিলেন না। রোমে মল্লক্রীড়ার অত্যন্ত সমাদর ছিল। সম্রাট সর্ব্বজন সমক্ষে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরাক্রান্ত মল্লগণের সহিত বাহুযুদ্ধ করিতেন এবং কখন কখন হিংস্র জন্তুদিগকে স্বহস্তে বধ করিতেন; কিন্তু সাম্রাজ্যের কোন শত্রু উপস্থিত হইলে, যুদ্ধ না করিয়া তাহাদিগকে অর্থ দিয়া বিদায় করিতেন। একদা তিনি কতকগুলি লোকের প্রাণবধ করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদিগের নামসম্বলিত একখানি তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার উপপত্নীরও নাম ছিল। সে তদ্দৃষ্টে ক্রুদ্ধ হইয়া আপন অনুচরবর্গের দ্বারা সম্রাটের প্রাণবধ করিল। ১৯২ খৃঃ।

কমোডসের মৃত্যু হওয়াতে নাগরিক সকলেই তুষ্ট হইল এবং পার্টিনাক্স নামক একজন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত করিল। পার্টিনাক্স রাজপদ গ্রহণে ইচ্ছুক ছিলেন না। বন্ধুবর্গের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাকে সেই পদ গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু প্রিটোরিয়ান সেনাগণ অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে নষ্ট করিয়া এইরূপ ঘোষণা করিল যে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে অধিক ধন দিয়া তুষ্ট করিতে পারিবে, তাহারা সেই ব্যক্তিকেই সাম্রাজ্য প্রদান করিবে। জুলিয়ানস নামক অতি নীচ প্রকৃতিক, কিন্তু বিপুল বিভবশালী এক ব্যক্তি অর্থপ্রদানদ্বারা তাহাদিগের স্থানে সাম্রাজ্য ক্রয় করিল। কিন্তু রোমের নাগরিকেরা তাহাতে সম্মত হইল না। এবং সিরিয়ার সৈন্যগণ আপনা-

দিগের নায়ক নাইজরকে আর ইলিয়ার সৈন্যগণ সিবিরস নামক অপর এক ব্যক্তিকে সম্রাট বলিয়া প্রচারিত করিল। সিবিরস শীঘ্র ইটালী আক্রমণ করিয়া জুলিয়ানসকে নষ্ট করিলেন এবং প্রিটোরিয়ান সেনাগণের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া নাইজরের বিরুদ্ধে জৈত্র যাত্রা করিলেন। নাইজরের সহিত তাঁহার তিনটী ঘোরতর যুদ্ধ হয়। শেষে সিবিরস জয়ী হইলেন। ১৯৩ খৃঃ। তিনি রোমে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনের রীতি পরিবর্ত্তিত করিলেন এবং পেপিনিয়ান ও অল্পিয়ান নামক দুই জন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞের সহায়তায় ব্যবস্থাপ্রণালীও সংশোধিত করিলেন। সেনেটারদিগের যে যৎকিঞ্চিৎ রাজশক্তি ছিল, তিনি আর তাহাও রাখিলেন না। তিনি বৃটন দ্বীপে গিয়া কালিডোনীয় জাতির সহিত যুদ্ধ করেন, এবং প্রত্যাগমনকালে ইংলণ্ডের ইয়র্ক নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। ২১১ খৃঃ।

সিবিরসের কারাকাল্লা এবং গীটা নামে দুই পুত্র ছিল। কারাকাল্লা মাতৃক্রোড়ে ভ্রাতার বধ করিয়া স্বয়ং সমুদায় সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। ইনি অতি দুরাত্মা ছিলেন, কেবল আপনার সুখের দিকেই দৃষ্টি করিতেন, প্রজাবর্গের দশা যে কি হইতেছে, তাহা স্বপ্নেও একবার ভাবিতেন না। কিন্তু ইঁহার একটী কীর্ত্তি অদ্যাপি সকলের স্মরণীয় হইয়া আছে। ইনি সাম্রাজ্যের প্রজামাত্রকেই প্রকৃত রোমীয়দিগের তুল্য অধিকার প্রদান করিয়া যান। ২২৫ খৃঃ। তখন সেই অধিকার লাভে বাস্তবিক কাহার কোন উপকার

দর্শিত না বটে, কিন্তু তথাপি এক রাজ্যের প্রজার মধ্যে কেহ রাজার স্বজাতি গুণে মান্য আর কেহ বা অপর জাতীয় বলিয়া ঘৃণার্হ হয়, ইহা একটী অনুচিত বৈষম্যের লক্ষণ। কারাকাল্লার এই কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া ইহাই প্রতীত হয় যে, কোন সাম্রাজ্যে দূরস্থিত বিজিত প্রদেশ অথবা উপনিবেশ-বাসী প্রজাগণ একাধিপতি রাজার যত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইতে পারে, রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র শাসন-প্রণালী বলবৎ থাকিলে তাহারা কখনই তেমন অনুগৃহীত হয় না। একাধিপতি রাজারা নিকটবর্ত্তী প্রজার উৎপীড়ন করেন, দূরের প্রজা-দিগের প্রতি তাঁহাদিগের ভয়ও থাকে না—সুতরাং তাঁহা-দের অপকারও করেন না। কিন্তু যেখানে প্রজা প্রবল, সেখানে শাসনকর্ত্তৃগণ দূরস্থিত প্রজার প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজধানীর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশের প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কারাকাল্লা আপন সৈন্যগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। ২১৭ খৃঃ। তাঁহার উত্তরা-ধিকারী মেক্রাইনস মরিটেনিয়া প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। ইনি নীচ লোকের সম্মান বৃদ্ধি করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিল। সৈন্যগণ তাঁহাকে বিনাশ করিয়া ইলাগাবালস নামক এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করিল। ইলাগাবালস যেমন নিষ্ঠুর, তেমনি অ-কর্ম্মণ্য এবং তেমনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। তাহার কীর্ত্তির মধ্যে সে আপন মাতামহী প্রভৃতি কতিপয় বৃদ্ধাকে মিলিত করিয়া একটী স্ত্রী-সেনেট সংস্থাপন করে। সৈন্যেরা ইলা-

গাবালসের প্রাণবধ করিয়া আলেক্‌জাণ্ডার সিবিরসকে সা-
ম্রাজ্য সমর্পণ করে। এই সময়ে অর্থাৎ ২২৬ খৃষ্টাব্দে, আর্ডি-
সির নামক একজন পারসীক স্বজাতীয়দিগকে উৎসাহিত
করিয়া পার্থীয় রাজাদিগের রাজ্য নষ্ট করেন, এবং সাসি-
নীয় রাজবংশ সংস্থাপিত করিয়া পুনর্ব্বার পারস্যরাজ্য বিস্তার
করিবার নিমিত্ত যত্নবান হয়েন। রোম সম্রাটের সহিত আর্ডি-
সিরের অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে পারস্যসাম্রাজ্য
তৎকালে রোমের দিকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে নাই।

সৈন্যগণ আলেক্‌জাণ্ডার সিবিরসের প্রাণবধ করিয়া
ম্যাকসিমিন নামক ভীমপরাক্রম মহা অসভ্য থ্রেস দেশীয়
এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার প্রদান করে। আফ্রিকাস্থিত
সৈন্যগণ তাহাতে সম্মত না হইয়া গার্ডিয়ান নামক আর
এক ব্যক্তিকে সম্রাট পদ প্রদান করে। কিন্তু গার্ডিয়ান
ম্যাকসিমিনের সহিত যুদ্ধে অতি শীঘ্রই পরাভূত এবং নিহত
হয়েন। তখন রোমের সেনেটরেরা ম্যাক্‌সাইমাস্‌ এবং
বালবাইনস্‌ নামক দুই ব্যক্তিকে সাম্রাজ্য সমর্পণ করিলেন,
এবং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গার্ডিয়ানের পৌত্র কনিষ্ঠ গার্ডি-
য়ানকে আপনাদিগের সহকারী করিয়া লইলেন। ম্যাক্‌সি-
মিনের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু প্রিটো-
রিয়ান সেনারা ইহার অল্পকাল পরে ম্যাক্‌সাইমস্‌ এবং বাল-
বাইনসের প্রাণবধ করিয়া তাঁহাদিগের সহকারী গার্ডি-
য়ানকে সাম্রাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিল। গার্ডিয়ান
পারস্যের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তথায়

ফিলিপ নামক একজন আরবীয় লোক তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে নষ্ট করিয়া আপনি সম্রাট হইলেন। ফিলিপের সময়ে রোমের আয়ুঃ সহস্র বৎসর পূর্ণ হয়। এই উপলক্ষে তিনি ২৪৯খৃষ্টাব্দে মহাসমারোহ করেন। কিন্তু সহস্র করিয়াও তিনি সকল লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারিলেন না। তিনি ডিসিয়স নামক এক জন সেনাপতির সহিত যুদ্ধে নিহত হইলেন। ডিসিয়স রাজা হইয়াই দেখিলেন যে, গথ জাতীয়েরা ডেনিউব নদী পার হইয়া থ্রেসে প্রবেশ করিয়াছে। তিনি উহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিলেন। কিন্তু পরিশেষে আপন সেনাপতি গালসের শঠতায় স্বয়ং সপুত্র নিহত হইলেন। গালস রাজা হইলে রোম সাম্রাজ্যে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি এমেলিয়ানস্ গথ জাতীয়দিগকে পরাজিত করিয়া আপনি রাজপথ গ্রহণ করেন। কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি আপন সৈন্যগণ কর্তৃক নিহত হয়েন। ২৫৩ খৃ। ইহার পর বালেরিয়ান নামক একজন সুবোধ ব্যক্তি রাজা হইয়া রাজকার্য্য সুশৃঙ্খল করিবার নিমিত্ত বিশিষ্ট যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি পারস্যরাজ সেপরের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া বন্দীকৃত ও পরে নিহত হয়েন। ২৬০ খৃঃ। কথিত আছে, তিনি সেপর কর্তৃক যৎপরোনাস্তি অপমানগ্রস্ত হইয়াছিলেন। সেপর বালেরিয়ানের পৃষ্ঠদেশে পদার্পণ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ ও অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেন। বালেরিয়ানের পর তাঁহার পুত্র গেলিয়েনস রাজা হইয়া

কিয়ৎকাল রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত মন্দ লোক ছিলেন না। কিন্তু একাকী তাঁহার যত্নে কি হইবে? সুবিস্তীর্ণ রোম সাম্রাজ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বন্ধন সকল শ্লথ হইয়া পড়িতে লাগিল। ডেনিউব নদীর উত্তর হইতে গথেরা, রাইন নদীর পূর্ব্ব হইতে ফ্রাঙ্কেরা, ইউফ্রেটিসের পূর্ব্বাপর হইতে পরাক্রান্ত পারসিকেরা, নিরন্তর উহার প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচার করিতে লাগিল। আর প্রত্যেক প্রদেশেই সৈন্যগণ যে যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই সম্রাট পদবী প্রদান করিতে লাগিল। সুতরাং সমুদায় রোম সাম্রাজ্য একেবারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। এক সময়ে অন্যূন বিংশতি ব্যক্তি সম্রাট পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতিহাসে এই সময়টী ত্রিংশদ্দুরাচারের রাজ্যকাল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ এই সময়ে ত্রিংশদ্ব্যক্তি রাজপদ গ্রহণ করেন নাই। এথেন্স নগরে একবার ত্রিংশদ্ব্যক্তির শাসন সংস্থাপিত হইয়াছিল। সেই নামের অনুকরণেই পুরাবিদ্‌গণ এই সময়ের উক্তরূপ নাম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যাহা হউক এই গোলমালের সময় তাহাদিগের মধ্যে ক্লডিয়স নামক এক ব্যক্তি ক্রমে ক্রমে আপন প্রতিযোগিগণকে দমন করিয়া বিপক্ষ গথ, আলেমান, ভাণ্ডাল, বরগণ্ডীয়, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগকে পুনঃ পুনঃ পরাভব করিয়া পুনর্ব্বার রোম সাম্রাজ্যকে প্রবল করিয়া তুলিলেন।

ক্লডিয়সের উত্তরাধিকারী আরেলিয়ানের দ্বারা সেই কার্য্য আরও সুসিদ্ধ হইল। ২৬৮ খৃঃ। সিরিয়া দেশের

মরুভূমির মধ্যভাগে একটী উর্ব্বর ক্ষেত্র আছে। পালমাইরা নগর সেই ক্ষেত্রমধ্যে অবস্থিত। অডেনাথস নামক এক ব্যক্তি তথায় সাম্রাজ্য সংস্থাপিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর জিনোবিয়া নাম্নী তাঁহার পত্নী রোমীয় ও পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার অধিকার বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লঞ্জাইনস্ নামক সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কবি জিনোবিয়ার একজন সভাসদ্ ও অমাত্য ছিলেন। অরেলিয়ান বহু যুদ্ধের পর জিনোবিয়াকে পরাভূত করিয়া রোমে লইয়া যান, এবং তথায় মহা আড়ম্বরপূর্ব্বক বিজয়-সমারোহ করেন। অরেলিয়নের পূর্ব্বে কোন সম্রাট রাজমুকুট ধারণ করেন নাই। ইনি তাহা ধারণ করাতে রোমীয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। কি আশ্চর্য্য! তখন রোমীয়দিগের স্বাধীনতার নাম মাত্রও ছিল না, তথাপি যিনি তাহাদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিলেন। তিনি রাজোচিত ভূষণ পরিধান করাতে উহারা মনে মনে দুঃখিত হইল। মনুষ্যেরা চিরকালই বাহ্য দর্শনে ভুলিয়া থাকে। ফলে স্বাধীনতা থাকুক বা না থাকুক, উহার নামটা থাকিলেই যথেষ্ট হয়। অরেলিয়ানকে তাঁহার ভৃত্যেরা নষ্ট করে। ২৭৫ খৃঃ।

তাঁহার মৃত্যুর পর টাসিটস নামা এক ব্যক্তি রাজা হইলেন। ইনি পারসীকদিগের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ককেসস পর্ব্বত পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়াছিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তাদৃশ পরিশ্রম সহ্য না হওয়াতে তিনি

লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার ভ্রাতা ক্লোরিয়ান সিংহাসনারোহণ করিলেন। কিন্তু সৈন্যেরা তাঁহাকে নষ্ট করিয়া প্রোবস্ নামক অতি সচ্চরিত্র এবং ক্ষমতাপন্ন এক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করিল।

প্রোবস্ ফ্রান্স, জর্ম্মণ, ভাণ্ডাল বর্গণ্ডীয়, সার্ম্মেসীয়, ভিটী, সুইভ, গথ এবং নিউবীয় প্রভৃতি লোক সকলকে পুনঃ পুনঃ পরাভব প্রদান করিয়া রোম সাম্রাজ্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত করিলেন। পারস্য সম্রাট নার্শেসকে ভয় প্রদর্শন করিয়া সন্ধিসংস্থাপন করাইলেন, এবং সমুদায় সাম্রাজ্য উপশান্ত হইলে সৈন্যগণের দ্বারা নানা প্রকার সাধারণের হিতকর ব্যাপার সাধন করিতে লাগিলেন। প্রোবসের সেনাগণ ভগ্ন দেবমন্দির সকল পুনর্নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, বদ্ধ জলাশয় হইতে জলসেচন করিতে লাগিল, এবং অতি প্রশস্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম সমুদায় প্রস্তুত করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ সকল কার্য্যে তাহারা অতি শীঘ্রই বিরক্ত হইয়া উঠিল, এবং পরিশেষে অতি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উত্থাপন করিয়া আপনাদিগের উৎকৃষ্ট মহীপতির প্রাণবধ করিল। কথিত আছে, প্রোবসই রাইন নদীর তীরে এবং হঙ্গেরী প্রদেশে উত্তম দ্রাক্ষালতার কৃষি প্রথম আরম্ভ করিয়া যান। ঐ সকল দেশে এক্ষণে অতি উত্তম দ্রাক্ষা ফল জন্মে। প্রোবসকে নষ্ট করিয়া সৈন্যেরা কেরস নামক একজন যুদ্ধবীরকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করে। কেরস পারস্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহার অনেক প্রদেশ

অধিকার করিয়া লয়েন। হঠাৎ বিদ্যুৎপাত দ্বারা তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় নুমিরিয়ানস এবং কোরিনস্ অত্যল্পকালের নিমিত্ত সম্রাট নাম ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অতি শীঘ্রই নিহত হয়েন, এবং ডাইওক্লিসিয়ান অভিধেয় এক ব্যক্তি ২৮৪ খৃষ্টাব্দে রোমের রাজাসন প্রাপ্ত হয়েন।

দশম অধ্যায়।

[ডাইওক্লিসিয়ান—অগষ্টসদ্বয় এবং সীজরদ্বয়ের মিলিত রাজ্য—কনষ্টানস্যাস—কনষ্টাণ্টাইন—জুলিয়ান—জোবিয়ান—বালেন্‌টিনিয়ানস—গ্রোসিয়ান—থিওডোস্যাস।]

ডাইওক্লিসিয়ান ডালমেসিয়া প্রদেশে অতি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া অতি অল্প বয়সেই সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি আপনার অনালস্য, সুবুদ্ধি এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞাগুণে ক্রমে ক্রমে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সম্রাট হইয়াই প্রথমে প্রিটোরিয়ান্ সেনাগণের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিলেন। পরে মাক্‌সিমিলিয়ান্ নামক এক জন বিচক্ষণ সৈনিক পুরুষকে নিজ সহকারিতায় নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে মিলান নগরে অবস্থাপিত করিলেন, এবং আপনি এসিয়া মাইনরের অন্তর্গত নাইকোমিডিয়া নামক নগরে গিয়া রাজ্য

করিতে লাগিলেন। আবার কিছু কাল পরে দুই জনেও তাদৃশ বিস্তৃত সাম্রাজ্য শাসন করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া ডাইওক্লিসিয়ান্, গেলিরিয়স্ এবং কনষ্টানস্যস নামক আর দুই ব্যক্তিকে আপনাদিগের সহকারিত্বে নিযুক্ত করিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রধান দুই জনের উপাধি আগষ্টস্ এবং অপ্রধান দুই জনের উপাধি সীজর হইল। ডাইক্লিসিয়ানের নিজকর্তৃত্বাধীনে এসিয়া মাইনর রহিল। তাঁহার সহকারী গেলিরিয়স্, ডেনিউব নদীর তীরবর্ত্তী সমুদায় দেশ এবং থ্রেস প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। আর ইটালী এবং আফ্রিকা মাকসিমিলিয়ানের অধিকার হইল। তাঁহার সহকারী কনষ্টান্সাস বৃটেন, গল, স্পেন, এবং মরিটেনিয়ার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজশক্তি এইরূপে বিভক্ত হইল বটে, কিন্তু ডাইওক্লিসিয়ানের হস্তে সর্ব্বকর্তৃত্বভার থাকায় সাম্রাজ্যটী তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল না। তিনি নাইকোমিডিয়া নগরে রাজধানী সংস্থাপন করতঃ এসিয়া খণ্ডের ভূপালবর্গের চিরপ্রচলিত রীতির অনুগামী হইয়া অতি বহ্বাড়ম্বর সহকারে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ৩০৩ খৃষ্টাব্দে চারি জন অধিরাজ একদা রোমে মিলিত হইয়া কি প্রকারে দিন দিন বর্দ্ধমান খৃষ্ট ধর্ম্মের সমূল উচ্ছেদ করিবেন, ইহার পরামর্শ করিয়া খৃষ্টানদিগের উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। প্রায়ই উৎপীড়ন দ্বারা উদয়োন্মুখ কোন নূতন ধর্ম্মপ্রণালীকে বিনষ্ট করা যায় না। নবধর্ম্ম প্রবর্ত্তকদিগের অন্তঃকরণে স্বধর্ম্মের প্রতি

গাঢ় অনুরাগ থাকে, সুতরাং সেই ধর্ম্মের জন্য ইহলোকে
ত ক্লেশ পাওয়া যাইবে, পরকালে ততই শুভ হইবে, এমত
বিশ্বাস হয়। যাহা হউক, ডাইওক্লিসিয়ান্ যে কোন প্রকারে
রোমসাম্রাজ্য দৃঢ় হয়, সেই জন্য ঐ সকল চেষ্টা করিয়া-
ছিলেন। পরে ৩০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছাতঃ নিজ অধিকার
পরিত্যাগ করিলেন, এবং সহকারী মাক্‌সিমিলিয়ানকেও
তাঁহার রাজ্যপদ পরিত্যাগ করাইয়া নিজ জন্মভূমি ডালমে-
সিয়ার অন্তর্গত সালনা নগরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগি-
লেন। তথায় স্বহস্তে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করতঃ তিনি যে
সন্তোষসুখ উপলব্ধ করিয়া ছিলেন, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর
হইয়া কদাচিৎ সে সুখের স্বাদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই।
ডাইওক্লিসিয়ান এবং মাক্‌সিমিলিয়ান উভয়ে রাজপদ পরি-
ত্যাগ করিলে কনষ্টান্সস্ এবং গেলিরিয়স অগষ্টস্ উপাধি
গ্রহণ করিলেন, আর সেবিরস্ এবং মাকসিমাইনস্ নামক
আর দুই ব্যক্তি তাঁহাদিগের পূর্ব্বস্থানীয় হইয়া সীজর পদবী
প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু কনষ্টাণ্টাইন নামক কনষ্টান্সসের
পুত্র আপন পিতার বিয়োগ হইলে তাঁহার সৈন্যগণকে হস্ত-
গত করিয়া বহু বিবাদের পর আপনি সমুদায় সাম্রাজ্যের
অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ৩২৩ খৃঃ কনষ্টাণ্টাইন খৃষ্ট
ধর্ম্মের পক্ষ ছিলেন। খৃষ্টান গ্রন্থকারেরা বলেন যে, একদা
নভোমণ্ডলে একটী ক্রুশের আকার ও তদুপরি "ইহা দ্বারাই
জয়ী হইবে" এইরূপ লিপি দেখিয়াই তাঁহার খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি
বিশ্বাস হয়। আর এক সময়ে তাঁহার সৈন্যগণ জলাভাবে

অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছিল, এমত সময়ে কতকগুলি ধর্ম্মিষ্ঠ খৃষ্টান প্রভুর নিকট জল প্রার্থনা করাতে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইয়াছিল। এতাদৃশ অলৌকিক ব্যাপার যাঁহার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহার অবশ্যই তাহাতে বিশ্বাস হইতে পারে, তজ্জন্য কেহ তাঁহার নিন্দা করিতে পারে না। মনুষ্য সাধারণতঃ আপন বুদ্ধিশক্তির অনুসারে কোন্ বিষয় বিশ্বাস্য আর কোন্ বিষয় অশ্রদ্ধেয়, তাহার নিরূপণ করে। কিন্তু প্রত্যক্ষই সকল বিশ্বাসের মূল, এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের শিরোবর্ত্তী, সুতরাং যাঁহারা অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহারা সামান্য বুদ্ধির অগম্য বিষয়েও অবশ্য বিশ্বাস করিতে পারেন। যাহা হউক, কনষ্টাণ্টাইনকে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের একপ্রকার গুরু বলিলেও হয়। কারণ সেই সময়ে এরিয়স নামে এক জন পণ্ডিত এইরূপ মত প্রচারিত করিয়াছিলেন যে, যীশুখৃষ্ট স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত এক জন জ্ঞানবান মনুষ্য মাত্র; তাঁহা কর্ত্তৃক বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই জন্যই তিনি গুরু বলিয়া মান্য হইতে পারেন। কিন্তু আথানেসিয়স নামা একজন প্রধান যাজক এই মতের দোষোদ্ঘোষণ করিয়া যীশু যাহাতে স্বয়ং ঈশ্বরাবতার বলিয়া সিদ্ধ হয়েন, এমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। কনষ্টাণ্টাইন আথানেসিয়সের মতের পোষকতা করেন এবং নীস্ নগরীয় খৃষ্টান যাজক সভাতে (৩২৫ খৃঃ) তাহা একেবারে সপ্রমাণ করিয়া লইয়াছিলেন। অদ্যাপি আথানেসিয়সের মতই প্রকৃত খৃষ্ট-

ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। কনষ্টাণ্টাইন রোম নগর হইতে বাইজান্সিয়ম্ নগরে আসিয়া রাজধানী সংস্থাপিত করেন সেই অবধি উক্ত নগরে নাম কনষ্টাণ্টিনোপল হয়।

কনষ্টাণ্টাইন আপন পুত্রদিগকে সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া যান। ৩৩৭ খৃঃ। অনেকানেক বিবাদের পর তাঁহার অন্যান্য পুত্রগুলি ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইল। পরিশেষে কেবল জ্যেষ্ঠ কনষ্টানস্যাস সমুদায় রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর হইলেন। ইনি খৃষ্ট ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং এরিয়সের মতাবলম্বীদিগকে নির্ভয়ে নিষ্পীড়ন করিতেন। ইহাঁর পরে ইহাঁর ভগিনীপতি জুলিয়ান রাজা হয়েন। জুলিয়ান পূর্ব্বে খৃষ্টান ছিলেন। কিন্তু রাজা হইয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। এই জন্য খৃষ্টানেরা তাঁহাকে স্বধর্ম্ম ত্যাগী বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। জুলিয়ান অনেক পড়া শুনা করিয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে জগদ্বিখ্যাত আণ্টোনাইনসের অনুকরণ করিয়া চলিতেন। জুলিয়ানের অত্যন্ত চেষ্টা ছিল যে, পুনর্ব্বার সাম্রাজ্যে প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্ম প্রবল হয়; কিন্তু তিনি তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না। পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল।

সৈন্যগণ তৎক্ষণাৎ জোবিয়ান নামক একজন সেনানীকে সম্রাট উপাধি প্রদান করিল। জোবিয়ান খৃষ্টানদিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব নরপতি জুলিয়ানের প্রচারিত

কঠিন নিয়ম সকল রহিত করিয়া দিলেন। জোবিয়ানের মৃত্যু হইলে বালেন্টিনিয়ান রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি আপন ভ্রাতা বালেন্সকে পূর্ব্ব দিকের অধিকার দিয়া আপনি পশ্চিমদিগ্‌বাসী বন্যজাতীয়দিগের সহিত নিরন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিলেন। বালেন্স এরিয়সের মতাবলম্বী ছিলেন এবং অপর সকল খৃষ্টানদিগের প্রতি অত্যাচার করিতেন। প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এক মূলধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন দৃঢ়তর বিদ্বেষ জন্মে, পরস্পর বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে তাদৃশ দ্বেষভাব থাকে না। বালেন্স অন্যান্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগের উপর যত দৌরাত্ম্য করিতে লাগিলেন, প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগের প্রতি তেমন নিষ্ঠুরতাচরণ করেন নাই। বালেন্স গথদিগের হস্তে যে প্রকারে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাহার বিবরণ এই।—বর্ত্তমান চীনতাতার এবং স্বাধীন-তাতার নামক বিস্তৃত ভূভাগে যেকালে অনেক ভয়ঙ্কর বন্যজাতীয় লোক বাস করিত। মৃগয়া এবং পশুপালনই তাহাদিগের জীবনোপায় ছিল। কোন কারণ বশতঃ তাহা-দিগেরই মধ্যে হূন্ নামক একটি জাতি পশ্চিম দিকে পলাইয়া যায়। তাহাতে নীপর এবং ডেনিউব নদীর মধ্যবর্ত্তী অষ্ট্রোগথ জাতীয় লোকেরা স্বস্থান ভ্রষ্ট হইয়া আরও পশ্চিমাভিমুখে যায়। সেই হেতু ডেনিউব নদীর উত্তর পার্শ্ববর্ত্তী বিসিগথেরা পরিচালিত হয়, এবং ইহা-রাই বালেন্স রাজার নিকট আপনাদিগের বাসোপযুক্ত

স্থান যাত্রা করে। বিসিগথেরা ডেনিউব নদী উত্তীর্ণ হইয়া আসিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াই নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং এড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে সসৈন্য বালেন্স নরপতিকে বিনষ্ট করিল। ৩৭৮ খৃঃ।

এ দিকে বালেণ্টিয়ানের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র গ্রেসিয়ান রাজাসন প্রাপ্ত হইয়া জর্ম্মণ, অলেমান প্রভৃতি জাতির সহিত অনেক যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন। তিনি গথদিগের আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র খুল্লতাত বালেন্সের সাহায্যে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে বালেন্সের মরণবার্ত্তা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অবিলম্বে থিয়োডোস্যস নামা এক জন স্পেন দেশীয় বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অগষ্টস উপাধি প্রদান করিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রেরণ করিলেন। থিয়োডোস্যস অনেক যুদ্ধ করিয়া গথদিগকে পরাভূত করিলেন এবং পরিশেষে আপনি কোন অধর্ম্মাচরণ না করিয়াও সমুদায় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া উঠিলেন। ইনি খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু এরিয়ন্স এবং অবশিষ্ট প্রাচীন রোমীয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে অত্যন্ত পীড়া দিয়াছিলেন। ইনি ৩৯৫ খৃষ্টাব্দে রোমরাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে দুই দিকের রাজ্যাধিকার দিয়া পরলোক গমন করেন।

একাদশ অধ্যায়।

[আর্কেডিয়স এবং হানোরিয়স—আলারিক—আটিলা—তৃতীয় বালেণ্টিনিয়াস—রিসিমর—রমুলস আগষ্টলস—উপসংহার।]

থিওডোসাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র আর্কেডিয়স পূর্ব্ব রাজ্যের এবং কনিষ্ঠ হোনরিয়স পশ্চিম রাজ্যের রাজা হইলেন। ইহাঁদিগের রাজ্যের বিভাগ যেরূপ হইয়াছিল, তাহা সামান্যতঃ এই বলিয়া বোধ হইতে পারে যে, বিংশতি সংখ্যক পূর্ব্ব দ্রাঘিমা রেখার পশ্চিমদিকবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পশ্চিম রাজ্য সম্ভূক্ত হইয়াছিল। এবং তাহার পূর্ব্বদিকবর্ত্তী সমস্ত ভূভাগ পূর্ব্ব রাজ্য সম্ভূক্ত হইয়াছিল। হোনোরিয়স এবং আর্কেডিয়স উভয়েই অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন। তাঁহাদিগের পিতা মৃত্যুকালে ষ্টিলিকো এবং রুফাইনস নামক দুই ব্যক্তির প্রতি দুই রাজ্যের সর্ব্বকর্তৃত্ব ভার সমর্পণ করিয়া যান। ষ্টিলিকো এক জন অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনৈপুণ্যও যেমন উত্তম তাঁহার প্রজাপালন রীতিও তেমনি উত্তম ছিল। তাঁহার গুণেই পশ্চিম রাজ্য কিয়ৎকাল রক্ষা পাইয়াছিল। নচেৎ পূর্ব্ব রাজ্যের সম্রাট আর্কেডিয়সের প্রেরিত আলারিক নামক গথজাতীয়দিগের রাজা এবং রাডাগেস্যাস নামক অপর এক জন সেই জাতীয় মহীপাল যে বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়া ইটালী প্রবেশ করিয়াছিলেন,

তাঁহাদিগের সেই উদ্যমেই রোম রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যাইত। রাডাগেস্যাস ষ্টিলিকো কর্তৃক পরাভূত এবং নিহত হইলেন। আলরিক উপর্য্যুপরি চারি বার ইটালী আক্রমণ করেন। প্রথম দুই বার তিনি অধিক ক্ষতি করিতে পারেন নাই। কিন্তু নির্ব্বোধ হোনোরিয়স ষ্টিলিকোর প্রাণবধ করিলে পর আলরিক পুনর্ব্বার আসিয়া রোম নগর অধিকার করেন। ৪১০ খৃঃ। তৃতীয় বারে তাঁহার সৈন্যগণ রোমনগর বিলুণ্ঠিত ও স্থানে স্থানে অগ্নিদান দ্বারা তাহার কিয়দংশ ভস্মসাৎ করে। হোনোরিয়সের এবং আর্কেডিয়সের মৃত্যু হইলে তৃতীয় বালেণ্টিনিয়ান এবং দ্বিতীয় থিয়োডোস্যাস তাঁহাদিগের রাজ্যে রাজা হইলেন। তৃতীয় বালেণ্টিনিয়ান হোনেরিয়সের ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার মাতা প্লাসিডিয়া পুত্রের নামে স্বয়ং সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। প্লাসিডিয়ার সেনাপতি ইস্যাস এক জন সক্ষম কিন্তু দুষ্ট বুদ্ধি লোক ছিল। সে আফ্রিকা প্রদেশের শাসন কর্ত্তা বোনিফেস্যসের প্রতি আপন স্বামিনীর সন্দেহ জন্মাইয়া দেয়। সেই হেতু বোনিফেস্যস বিরক্ত এবং ভীত হইয়া বাণ্ডাল নামক অসভ্য জাতিকে আহ্বান করে। বাণ্ডালরাজ জেন্সেরিক তৎক্ষণাৎ স্পেন হইতেগিয়া আফ্রিকায় উপস্থিত হইলেন। তখন সহস্র চেষ্টা করিয়াও বোনিফেস্যস আর তাঁহাকে প্রতিগমনে সম্মত করিতে পারিল না।

হন্ নামক একটা মোগল জাতির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহারা ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাভিমুখে

আগমন করতঃ হঙ্গেরী প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহারা আপনাদিগের রাজা আটিলা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া পশ্চিম রাজ্য আক্রমণ করিতে লাগিল। আটিলা অতি ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিল। প্রাণিবধে, নগর প্রধ্বস্ত করণে ও শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রাদি দগ্ধ করায় তাহার বিশিষ্ট আমোদ ছিল। বস্তুতঃ তাহাকে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রদেবের অবতার বিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিলেও করা যায়। লোকে বলিত যে, যে ভূমি আটিলার অশ্ব ক্ষুরাগ্রে ক্ষত হয়, তথায় তৃণাদি কিছুই জন্মে না। আটিলা বিকটদর্শন হন, জিপাইডি, হেরুলি, সুইবী প্রভৃতি বিবিধ অসভ্য জাতীয় অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া যেমন ঝঞ্ঝাবায়ু সমুখস্থিত অট্টালিকা, গৃহ, বৃক্ষাদি সমুদায় বিনষ্ট করিয়া যায়, সেইরূপ গল প্রদেশ পর্য্যন্ত আগমন করিল। তথায় রোম সেনাপতি ইস্যাস এবং বিসিগথদিগের রাজা থিয়োডোরিক তাহার সহিত যুদ্ধ করিলেন। থিয়োডোরিকের সাহস এবং ইস্যাসের কৌশল মিলিত হওয়াতে আটিলা পরাজিত হইয়া পুনর্ব্বার স্বদেশে প্রস্থান করিল এই যুদ্ধকে সালন্সের যুদ্ধ বলে। ৪৫১ খৃঃ।

•• কিন্তু আটিলা পরবর্ষেই আবার ইটালী আক্রমণ করিয়াছিল। তাহার ভয়ে অনেক লোক পলায়ন করিয়া আড্রিয়াটিক সাগরের কতিপয় দ্বীপে গিয়া বাস করে। তাহাতেই বর্ত্তমান বিনিস নগরের প্রথম সূত্রপাত হয়। রোম সম্রাট্ তৃতীয় বালেণ্টিনিয়ান আটিলাকে যথেষ্ট অর্থ দান করিয়া

প্রতিগমনে সম্মত করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে সম্রাট্ স্বহস্তে আপন সুযোগ্য সেনাপতি ইস্যসের প্রাণবধ করেন; কিন্তু অত্যল্প দিবসের মধ্যেই স্বয়ং হত হয়েন। মার্সিয়ানস নামক এক ব্যক্তি রাজা হইলেন এবং পূর্ব্ব সম্রাটের পত্নী য়ুডোক্সিয়াকে বিবাহ করিলেন। কথিত আছে, য়ুডোক্সিয়া বাণ্ডালরাজ জেনসরিককে ইটালীতে আহ্বান করেন। তিনি অনেক রণতরীযোগে রোমে উপস্থিত হইয়া সেই নগর লুণ্ঠন ও মার্সিয়ানসের প্রাণবধ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে রিসিমর নামক একজন সেনানী অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া স্বেচ্ছাতঃ একে একে বহু ব্যক্তিকে রাজাসন প্রদান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে মেজোরিয়ান নামে একজন রাজা সমধিক ক্ষমতাশালী হইয়া আফ্রিকা পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। পরে অস্থিমিয়স নামে আর এক জন রাজা পূর্ব্ব রাজ্যের সম্রাট্ লিয়োর সহায়তায় কিঞ্চিৎ প্রবল হইয়াছিলেন, কিন্তু রিসিমরের সহিত বিবাদ করিয়া তিনিও বিনষ্ট হয়েন। ইহার পর রিসিমরের মৃত্যু হয়। তাহার কিয়ৎকাল পরে রমুলস অগষ্টুলস নামে একটী অল্পবয়স্ক অক্ষম ব্যক্তি নিজ পিতা অরেষ্ট্রীসকর্ত্তৃক রোমের সিংহাসনে অধিষ্ঠাপিত হয়েন। কিন্তু অসভ্য জাতীয় সেনাগণ তাঁহার স্থানে প্রার্থনানুরূপ অর্থ প্রাপ্ত না হওয়াতে তাহারা ওডোয়াসর নামক হেরুলী জাতীয়দিগের রাজাকে রাজ্য প্রদান করিল। রমুলস অগষ্টুলস তাঁহার ভৃতিভুক্ হইয়া স্বেচ্ছাতঃ রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। এই ব্যাপার

৫৭৬ খৃষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। সেই অবধি রোমীয় পশ্চিম সাম্রাজ্যের শেষ হইল।

অতঃপর কেবল পূর্ব্ব রোমরাজ্য বিদ্যমান রহিল। এই রাজ্যও ক্রমশঃ ক্ষীণবল ও অঙ্গহীন হইতে থাকে। অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীজাতীয়েরা ইহার রাজধানী কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়া লয়। তদবধি পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যও লোপ প্রাপ্ত হয়।

এই অধ্যায়ে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইল, তাহা অভিনিবেশ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলেই বোধ হইবে যে, রোম সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই প্রাচীন রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় দেশের ধর্ম্মপ্রণালীও পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে যে দেশে যে জাতীয় লোক বাস করিত, ক্রমে তাহারাও নষ্ট হইয়া নূতন নূতন জাতি তথায় অবস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যেখানে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, এক্ষণে আর সে ভাষা নাই; শাসন প্রণালী যেরূপ ছিল, আর তাহা নাই, সকলই ভিন্নরূপ হইয়া গিয়াছিল। এই জন্য ইহার পরবর্ত্তী সময়াবধি যে ইতিবৃত্ত লিখিত হয়, তাহা নব্য বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। কিন্তু ইতিবৃত্তের উত্তর খণ্ড যদিও পূর্ব্ব খণ্ড হইতে অনেকানেক বিষয়ে ভিন্ন বটে, তথাপি পূর্ব্ব খণ্ডের সহিত উহার বিলক্ষণ সংযোগ আছে। তাহার কারণ এই যে, যদি কোন অসভ্য জাতি কোন অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতিকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের দেশে বাস করে,

তবে তাহারা অবশ্যই সেই বিজিত সভ্য লোকের রীতি নীতি অনুকরণ করিয়া থাকে। কোন স্থলেই এই ঐতিহাসিক নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। সুতরাং রোমসাম্রাজ্য অসভ্যজাতিদিগের অধিকৃত হইলেও উহার সভ্যতা তাহাদিগের গ্রাহ্য হইয়াছিল। ফলতঃ ইউরোপখণ্ড এক্ষণে যে অবস্থাপন্ন হইয়া আছে, পূর্ব্বে তদ্দেশে রোমীয় অধিকার প্রবল না থাকিলে কখনই এরূপ হইতে পারিত না। ইউরোপের লোকেরা এক্ষণে অধিকাংশই এক ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদিগের ভাষাও অনেকাংশে পরস্পর সদৃশ, তাহাদিগের পরিচ্ছদাদিরও অনেক মিল আছে, তাহাদিগের ব্যবস্থাপ্রণালীও নিতান্ত বিসদৃশ নহে। সুতরাং ইউরোপ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহু জাতীয় লোকের নিবাসভূমি হইয়াও অনেকাংশে একই রাজ্যের ন্যায় হইয়া আছে। আসিয়াখণ্ডের পূর্ব্ব দক্ষিণাঞ্চল সমুদয় ভারতবর্ষ প্রভৃত বৌদ্ধধর্ম্মের শাসনে অনেকাংশে সম্মিলন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ঐ খণ্ডে দক্ষিণ পশ্চিমাংশ মুসলমান ধর্ম্মের এবং আরব জাতীয় জেতৃবর্গের প্রভাবে অনেকটা একতা লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতীয়দিগের যতটা সম্মিলন এবং পরস্পর সাদৃশ্য জন্মিয়াছে, এসিয়া খণ্ডে ততটা সম্মিলন জন্মে নাই। চীনীয় এবং আরব এই দুই জাতীয় লোকের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সাদৃশ্য অনুভূত হয় না, কিন্তু ইউরোপের এমন কোন দুইটী জাতি দৃষ্ট হয় না, যাহারা পরস্পর তাদৃশ ভিন্ন ভাবাপন্ন। অতএব

যদি কোন সময়ে সমুদয় পৃথিবীর লোকে একধর্ম্মাবলম্বী, একমতানুগামী, এক ভাষা ভাষী হইয়া পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ পরিহারপূর্ব্বক সচ্ছন্দে নিবাস করিবে, এবং কেবল ধর্ম্মপ্রবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা মানব-জন্মের সফলতা সাধন করিতে পারিবে, এমন সম্ভব হয়, তবে রোমীয়েরা যে, সেই শান্তিময় সম্মিলনের কাল নিকটে আনয়ন করিবার নিমিত্তই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, এবং তাহার একটী প্রধান সোপান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছে, এরূপ বলা যাইতে পারে।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

৺ ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তকগুলির মূ নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। (চুঁচুড়া বুধোদয় যন্ত্রের পুস্তক. লয়ে, কলিকাতা সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরিতে এবং অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়।)

শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব	১৲
ইংলণ্ডের ইতিহাস	১৲
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান	১৲
পুরাবৃত্তসার	।৶৹
গ্রীস এবং রোমের ইতিহাস	।৶৹
ঐতিহাসিক উপন্যাস	॥৹
পুষ্পাঞ্জলি	॥৹
পারিবারিক প্রবন্ধ	॥৹
সামাজিক প্রবন্ধ	॥৹
আচার প্রবন্ধ	॥৹

যাঁহারা একেবারে নগদ টাকা দিয়া ২০৲ টাকা মূল্যের পুস্তক লইবেন, তাঁহারা শতকরা ২০৲ টাকার হিসাবে কমিশন পাইবেন, অপর পাইকরেরা প্রতি পুস্তক খণ্ডে ৵৹ এক আনা কমিশন বরাবর পাইবেন।